জাতীয়
স্যানিটেশন মার্কেটিং নির্দেশিকা

জানুয়ারি ২০২০

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Agency for Development
and Cooperation SDC

unicef | for every child

প্রকাশনায়:
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই)
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সহযোগিতায়:
বাংলাদেশ স্যানিটেশন মার্কেটিং সিস্টেম: জাতিসংঘের শিশু উন্নয়ন বিষয়ক তহবিল (ইউনিসেফ), "সুইস এজেন্সি ফর ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড কো-অপারেশন (এসডিসি)" এবং "ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এন্টারপ্রাইজ (আইডিই)" বাংলাদেশ।

জানুয়ারি ২০২০

প্রস্তুতকরণ:
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই) কর্তৃক গঠিত ওয়ার্কিং কমিটি

গ্রন্থস্বত্ব:
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই), গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
এই প্রকাশনা অথবা এর অংশবিশেষ যথাযথ স্বীকৃতিপূর্বক যেকোনোভাবে পুনঃমুদ্রণ করা যাবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় স্যানিটেশন মার্কেটিং নির্দেশিকা

জানুয়ারি ২০২০

iDE

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Agency for Development and Cooperation SDC

unicef | for every child

অতিরিক্ত সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

আমি জেনে আনন্দিত যে, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই) জাতীয় স্যানিটেশন মার্কেটিং নির্দেশিকা প্রস্তুত করেছে। বর্তমানে, বাংলাদেশ খোলা স্থানে মলত্যাগের হার এক শতাংশের নিচে নামিয়ে আনতে সফল হয়েছে। কিন্তু, জেএমপি রিপোর্ট ২০১৭ অনুসারে, এখনো বাংলাদেশে প্রায় ৩০ শতাংশের বেশি অনুন্নত স্যানিটেশন ব্যবস্থা বিদ্যমান রয়েছে। এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা "৬.২: সকলকে নিয়ে এবং সকলের জন্য পর্যাপ্ত ও সমতাভিত্তিক স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা" অর্জনের জন্য স্যানিটেশন ল্যাডার এর উপরের দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য আমাদেরকে সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে।

১৯৭২ সালে স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে ব্যাপক পূণর্বাসন কার্যক্রম শুরু হয়েছিল, যার মধ্যে বিনামূল্যে ওয়াটারসিল ল্যাট্রিন বিতরণ অর্ন্তভূক্ত ছিল। উপজেলা পর্যায়ে গ্রামীণ স্যানিটেশন কেন্দ্র (ভিএসসি) স্থাপনের মাধ্যমে ধীরে ধীরে ওয়াটারসিল যুক্ত ল্যাট্রিনের বিক্রয় বৃদ্ধি পায়। ১৯৮০ সালের দিকে গৃহ পর্যায়ে নির্মিত কমদামি পিট ল্যাট্রিনের ব্যাপক প্রচলন ঘটেছিল এবং কমদামি বিভিন্ন ধরনের ল্যাট্রিন বাজারে দেখা দেয়। ১৯৮৫ সালের দিকে ল্যাট্রিনের উপাদান (ওয়াটার সিল প্যান সহ স্লাব এবং সিমেন্টের রিং) নির্মাণের জন্য বেসরকারী সংস্থা জড়িত হয় এবং বাজারে ও শহরে ল্যাট্রিনের দোকানগুলো দেখা দেয়। সম্প্রতি, বিভিন্ন ধরনের উদ্ভাবনী স্যানিটেশন প্রযুক্তি (যেমনঃ বায়োফিল টয়লেট) পাওয়া যাচ্ছে।

সারাদেশে স্যানিটেশন কভারেজের উল্লেখযোগ্য উন্নতি সত্ত্বেও আমাদের দেশে ভৌগলিকভাবে কিছু দূর্গম এলাকা যার মধ্যে পাহাড়, হাওড়, চর, উপকূল অঞ্চল রয়েছে, যেখানে স্যানিটেশন কভারেজ তুলনামূলকভাবে কম। সারা বাংলাদেশে "সকলের জন্য স্যানিটেশন" নিশ্চিতকরনের জন্য অনেক ধরনের স্যানিটেশন পণ্যের বাজার এবং শক্তিশালী সরবরাহ ধারা প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন। একইসাথে আমাদেরকে স্যানিটেশনের গুণগতমানও নিশ্চিত করতে হবে, যার মধ্যে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। সারাদেশে নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ব্যবস্থার প্রচারে জাতীয় স্যানিটেশন মার্কেটিং নির্দেশিকা খুবই কার্যকর হবে। আমি ডিপিএইচই, ইউনিসেফ এবং যারা এই জাতীয় নির্দেশিকা প্রণয়নের সাথে জড়িত ছিলো তাঁদের সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আমি আশাবাদী, সরকারী, বেসরকারী সংস্থা, প্রাইভেট সেক্টর, উন্নয়ন সহযোগি সংস্থা, সুশীল সমাজ সংগঠন এবং দেশের জনগন সকলে ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি অর্জনে একসঙ্গে কাজ করবে। আমি জাতীয় স্যানিটেশন মার্কেটিং নির্দেশিকার সফল বাস্তবায়ন প্রত্যাশা করি।

20.2.2020
মোঃ জহিরুল ইসলাম

প্রধান প্রকৌশলী
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই)
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুখবন্ধ

বর্তমানে বাংলাদেশ খোলা স্থানে মলত্যাগের হার প্রায় শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে, যা ১৯৯০ সালে ৩৪ শতাংশ ছিল। এই সাফল্যের পেছনে দেশব্যাপী বিভিন্ন ধরনের পোর-ফ্লাশ পিট ল্যাট্রিন ও সেপটিক ট্যাংক ব্যবস্থার ব্যবহার মূল ভূমিকা পালন করেছিল। দেশের পল্লী অঞ্চল এমনকি শহর অঞ্চলে ওয়াটারসিল প্যান এবং রিং স্লাব নির্মিত পোর-ফ্লাশ ল্যাট্রিন বহুল প্রচলিত স্যানিটেশন ব্যবস্থা।

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই) সারাদেশে (ওয়াসাসমূহের শহর ব্যতীত) পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবা নিশ্চিতকরণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা ও পরিবেশ দূষণ রোধে সকলের জন্য কার্যকর, ক্রয়সাধ্য এবং উন্নত স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিতকল্পে ডিপিএইচই শুরু থেকেই সরকার, উন্নয়ন সংস্থা, দেশীয়/আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের (যেমনঃ উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ) সঙ্গে কাজ করছে।

বাজারে বিদ্যমান নিম্নমানের ল্যাট্রিনের ব্যবহার স্যানিটেশন ব্যবস্থার টেকসই ব্যবহার নিশ্চিতকরণের জন্য এবং স্যানিটেশন ল্যাডারের উপরের দিকে অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে একটি বাধা। এছাড়াও, দুর্গম এলাকায় মানসম্পন্ন স্যানিটেশন পণ্য পৌঁছানো আরেকটি চ্যালেঞ্জ। সারা বাংলাদেশে সকলের জন্য স্যানিটেশন নিশ্চিতকরণের জন্য স্যানিটেশন পণ্যের বাজার এবং শক্তিশালী সরবরাহ ধারা প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন।

স্যানিটেশন মার্কেটিং (সানমার্ক) এমন একটি পদ্ধতি যা স্যানিটেশন পণ্যের চাহিদা মোকাবেলায় মার্কেট ফ্যাসিলিটেটরের (সাধারণত সরকারি সংস্থা অথবা এনজিও) মাধ্যমে সরবরাহ নিশ্চিতকরণে বিশ্বে ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশে ডিপিএইচই, ইউনিসেফ, আইডিই এবং এসডিসির সহায়তায় স্যানিটেশন মার্কেটিং সফলভাবে পাইলট করে এবং ফলাফল বেশ আশাব্যঞ্জক। স্যানিটেশন মার্কেটিংয়ে সরকারি, বেসরকারি এবং উন্নয়ন সেক্টর এই তিন ধরনের ভূমিকা পালনকারী রয়েছে স্যানিটেশন মার্কেটিং নির্দেশিকায় তাদের দায়িত্ব ও ভূমিকা স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে যাতে প্রতিষ্ঠিত সরবরাহ ব্যবস্থার মাধ্যমে স্যানিটেশন পণ্য বাজারে পাওয়া যায়।

আমি আশাবাদী স্যানিটেশন সেক্টরের সকল স্টেকহোল্ডারের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলে বাংলাদেশে সকলের জন্য ক্রয়সাধ্য উন্নত স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে সক্ষম হবো। আমি ওয়ার্কিং কমিটিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি, স্যানিটেশন মার্কেটিং নীতিমালা প্রস্তুতকরণে তাদের মূল্যবান অবদানের জন্য। আমি আরও ধন্যবাদ জানাচ্ছি ইউনিসেফ, আইডিই এবং এসডিসিকে তাদের সহায়তায় জন্য।

সবশেষে, আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি, জনাব এহতেশামুল রাসেল খান, প্রকল্প পরিচালক, জিওবি-ইউনিসেফ ওয়াশ প্রকল্প, ডিপিএইচই এবং অন্যান্য কর্মকর্তাকে এই নির্দেশিকা প্রস্তুতকরণে তাদের মূল্যবান অবদানের জন্য।

মোঃ সাইফুর রহমান

unicef | for every child

প্রতিনিধি
ইউনিসেফ বাংলাদেশ

বাণী

গত দুই দশকে বাংলাদেশে স্যানিটেশন কভারেজ উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নতি লাভ করেছে। বর্তমানে প্রায় ৬৪% জনসংখ্যার নূণ্যতম মৌলিক স্যানিটেশন সুবিধা রয়েছে এবং উন্মুক্ত স্থানে মল ত্যাগের হার এক থেকে দেড় শতাংশে নেমে এসেছে। এর বেশীর ভাগই সম্ভব হয়েছে সহস্রাব্ধ উন্নয়ন লক্ষমাত্রা অর্জনের সময় সরকার ও ওয়াশ সেক্টরের সহযোগীদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে। বাংলাদেশ সরকারের দীর্ঘকালীন সহযোগী হিসেবে ইউনিসেফ এই সাফল্যের অংশিদার হতে পেরে সম্মানিত বোধ করছে। এখন আমরা এসডিজি'র যুগে প্রবেশ করেছি, যা সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষমাত্রা অর্জনের চেয়ে অত্যাধিক চ্যালেঞ্জিং। ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে উপনীত হবে এবং এজন্য নিজস্ব সম্পদ ব্যবহার করে বিভিন্ন উদ্ভাবনী পদ্ধতির উন্নয়ন সাধন করার অফুরাণ সম্ভবনা এখানে রয়েছে।

যদিও অধিক জনগোষ্ঠির স্বাস্থসম্মত আচরণ অভ্যাস গড়ে উঠেছে, যার উদাহরণ হিসেবে বলা যায় গৃহস্থালী পর্যায়ে সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার হার ২০১৪ সালের ৪০% থেকে ২০১৫ সালে ৬১% এ উন্নীত হয়েছে, তাসত্তত্বয়ে পানির গুণগত মানের পরীক্ষার ফলাফলে দেখা যায় যে, জাতীয়ভাবে পরিবেশে E.coli দূষনের পরিমান এখনো অনেক বেশী। যদিও বেশিরভাগ জনগোষ্ঠি টয়লেট ব্যবহার করছে কিন্তু প্রায় ৩৬% নূণ্যতম বেসিক স্যানিটেশন ব্যবহার করছে না। গ্রামাঞ্চলে একটি পরিবারকে বোঝানোই কঠিন যে, একটি টয়লেটে বিনিয়োগ তাদের উন্নতিতেই সহায়তা করবে। একটি মৌলিক টয়লেট যাকে একটি স্বাস্থসম্মত টয়লেট হিসেবে বিবেচনা করা যায় (মৌলিক স্যানিটেশনের উচ্চ স্তরে) তৈরী করতে কমপক্ষে ২৫০০ টাকা (৩০ মার্কিন ডলার) খরচ হতে পারে। অনেক পরিবারই এই খরচ করতে উৎসাহী হবে যদি তারা এর উপকারিতা ও সেবা সম্পর্কে বুঝতে সক্ষম হয়।

এর কারন এই নয় যে, আমরা যাদের ল্যাট্রিন প্রদান করেছি তাদের সচেতনতা বৃদ্ধিতে আমাদের কোন ব্যর্থতা রয়েছে। এর কারন হলো যে, আমাদের এমন প্রযুক্তির প্রয়োজন যা পরিবেশ থেকে বর্জ্য অপসারন নিশ্চিত করবে এবং গুণগত মানের দিক দিয়ে এমন হবে যে এটি দীর্ঘদিন স্থায়ী হবে। যদিও, অনেক জনগোষ্ঠির ল্যাট্রিনের সুবিধা রয়েছে, কিন্তু অধিকাংশ লোকই ওয়াটার সিল এর গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন নয়। যেটি একটি ল্যাট্রিনকে নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত করার একটি বিশেষ উপাদান। নিম্নমানের নকশা ও ঘন ঘন প্রাকৃতিক দূর্যোগের কারণে ওয়াটার সিল ভেঙ্গে গেলে দীর্ঘদিন আর সেটা মেরামত করা হয় না।

সাশ্রয়ী মূল্যে নিরাপদ স্যানিটেশন পণ্য সহজলভ্য করে তুলতে বাংলাদেশ সরকারের সহায়তায় ২০১৪ সাল থেকে ইউনিসেফ তার অংশীদার আইডিই'র সাথে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশের ৬টি জেলায় ২০১৫-২০১৯ সাল পর্যন্ত বাস্তবায়ীত স্যানমার্ক প্রকল্পটি এসডিজি সমমানের নিরাপদ ও উন্নত মানের গৃহস্থালী ল্যাট্রিন উৎপাদন ও বিক্রয়ের জন্য ৫০১ জন ল্যাট্রিন উৎপাদককে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। প্রকল্পটির লক্ষ্য ছিল ৯০,০০০ পরিবারকে তাদের নিজস্ব ল্যাট্রিন ক্রয় করতে সক্ষম করে তোলা। সফল বিক্রয় মডেলগুলি প্রবর্তীত হওয়ার ফলে প্রায় ১৭০,০০০ পরিবার নতুন টয়লেট ক্রয় করতে সক্ষম হয়েছে। সুইস সরকারের সহায়তায় ইতোমধ্যে স্যানমার্ক প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়েছে। প্রকল্পটি উদ্দেশ্য হোল আরো ২,৫০০ ল্যাট্রিন উৎপাদককে প্রশিক্ষণ প্রদান করে আগামী চার বছরের মধ্যে আরো ৪১টি জেলায় প্রায় ১ মিলিয়ন পরিবারকে ল্যাট্রিন ক্রয় করতে সক্ষম করে তোলা।

এই কাজের একটি অপরিহার্য অংশ হলো বেসরকারি খাতের জন্য একটি উপযুক্ত পরিবেশ তৈরী করা যাতে তারা গুণগতমান সম্পন্ন পণ্য তৈরী করতে সক্ষম হয় এবং দরিদ্র পরিবারগুলির জন্য এই সেবা সহজলভ্য হয়। স্যানিটেশন মার্কেটিং এর এই নির্দেশিকাটি সেই প্রয়োজন মটিনারে জন্যই প্রণীত হয়েছে। বাংলাদেশে স্যানিটেশন মার্কেটিং কার্যক্রমে সহযোগিতা প্রদান ও বাস্তবায়নের জন্য সরকারি, বেসরকারী খাত এবং উন্নয়ন সহযোগীদের ভূমিকা ও দায়িত্ব স্পস্টভাবে এই নির্দেশিকায় উল্লেখ রয়েছে। তারা স্যানিটেশন মার্কেটিং কার্যক্রমে বিনিয়োগ ও সহায়তা করার জন্য বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের জন্য সুনির্দিষ্ট প্রনোদনা সনাক্ত করে তাদের বর্তমান কাজের জন্য এই নির্দেশিকার আলোকে সুনির্দিষ্ট সহায়তা প্রদানের সুপারিশ করতে পারবে।

এসডিজি'র এই যুগে, কোথাও স্যানিটেশন বলতে শুধুমাত্র টয়লেট ব্যবহারের সুযোগ প্রদানকে বোঝায় না। ইহা খুবই গুরত্বপূরণ যে, আমরা স্যানিটেশন ল্যাডারের উপরের দিকে উঠার জন্য সরকারের মন্ত্রণালয়, উন্নয়ন সহযোগী, বেসরকারী খাত ও কমুনিটি মিলে বনিয়িগে অংশ নয়ি টয়লেট নির্মাণের চেয়েও অধিক কিছু করব। এসডিজি'র স্যানিটেশন লক্ষমাত্রা অর্জনের জন্য দেশের চিহ্নিত স্যানিটেশন চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবেলার জন্য রাজনৈতিক ও আর্থিক সহায়তা বৃদ্ধির সাথে সাথে মানসিকতার পরিবর্তনও প্রয়োজন।

যদি বাংলাদেশ স্যানিটেশনের নেতৃত্বের ক্ষেত্রে সফল হতে চায়, তাহলে আমাদের অবশ্যই এই সমস্ত চ্যালেঞ্জের দিকে মনোযোগ দিতে হবে। আমাদের অবশ্যই উন্নত স্যানিটেশন পণ্য ব্যবহারের সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। আমাদের অবশ্যই নিশ্চিত হতে হবে যে, এই সমস্ত পণ্য উন্নতমানের হবে যাতে এগুলি সহজে ভেঙ্গে না যায়। আমাদের অবশ্যই এই সকল পণ্যের উৎপাদন ও সরবরাহ অব্যাহত রাখার উপায় খুঁজে বের করতে হবে। আমাদের সর্বদা উদ্ভাবন চালিয়ে যেতে হবে যাতে ভবিষ্যতে উন্নত স্যানিটেশনের জন্য উন্নতমানের সাশ্রয়ী ও অধিক টেকসই প্রযুক্তি খুজেঁ বের করা সম্ভব হয়।

বেসরকারি খাত গবেষণা, পণ্যের উন্নয়ন এবং উদ্ভাবনের জন্য সম্পদ বিনিয়োগ করে থাকে, যা দেশের স্যানিটেশনে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের অপার সম্ভাবনা বয়ে আনে, বিশেষভাবে সরকারি এবং উন্নয়ন সেক্টরের মধ্যে যে সমস্ত দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয় তার সমন্বয় ঘটলে। স্যানিটেশন মার্কেটিং, যেমন একদিকে ব্যবসায়ীকে তাদের সাধারন ব্যবসার লক্ষ্য অর্জনের জন্য সুযোগ প্রদান করে, অপরদিকে তাকে একজন সামাজিক পণ্য সরবরাহকারী হিসেবে দেখে। সরকারি এবং উন্নয়ন সংস্থার জন্য চ্যালেঞ্জ হোল গরিব এবং অধিক দুর্দশাগ্রস্থদের সহায়তা হিসেবে অধিকাংশ উন্নত স্যানিটেশন পণ্য বেসরকারী খাতের সাপ্লাই চেইন, জেলা পর্যায়ের ডিলার, স্থানীয় খুচরা বিক্রেতা এবং ল্যাট্রিন নির্মাতাদের মাধ্যমে এ পরিবারগুলির নিকট পৌছানো। যদি আমরা এ সকল বিদ্যমান চ্যানেল ব্যবহার করি তাহলে তারা অধিক শক্তিশালী হয়ে উঠবে এবং বেসরকারী খাতের মাধ্যমে সহযোগিতা অব্যাহত থাকলে পরিবারগুলির উন্নত স্যানিটেশন ব্যবহারের সুযোগ ধারাবাহিকভাবে বজায় থাকবে।

ইউনিসেফ সরকার এবং বিভিন্ন সহযোগীদের নিয়ে শিশুদের, বিশেষকরে যে সমস্ত শিশু অধিক দুর্দশাগ্রস্থ অবস্থায় রয়েছে তাদের অধিকার রক্ষায় কাজ করে। ইউনিসেফ শহর ও পল্লী অঞ্চলের জনগোষ্ঠির স্বাস্থ্য, নিরাপদ স্যানিটেশন, স্বাস্থসম্মত আচরণ অভ্যাস এবং শিক্ষা ও পুষ্টি বিষয়ক প্রতিষ্ঠানসমূহের কারযকরমরে উন্নয়নের জন্য সহায়তা প্রদান করে থাকে। ইউনিসেফ স্যানিটেশন মার্কেটিং সিস্টেম প্রসারের জন্য কাজ করে যাতে, দুর্যোগ সহিষ্ঞু এবং মহিলা ও প্রতিবন্ধীদের উপযোগী স্যানিটেশন ব্যবহারের সুযোগ বৃদ্ধি পায়। দরিদ্র লোকদের উপকারের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ব্যবস্থার চাহিদা এবং সরবরাহ উভয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধনে স্যানিটেশন মার্কেটিং, সামাজিক এবং বানিজ্যিক মার্কেটিং ধারাকে একত্রিত করে। এটি মার্কেটে অবস্থান তৈরী করাকে গুরুত্ব প্রদান করে এবং উদ্যোক্তাদের চাহিদাভিত্তিক স্যানিটেশন পণ্য উৎপাদনে এবং সেবা প্রদানে সহায়তা করে। বাংলাদেশে ইউনিসেফ সরকার, এসডিসি এবং আইডিই-এর সহায়তায় ক্রেতাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করে সফলভাবে স্যানিটেশন মার্কেটিং পদ্ধতি বাস্তবায়ন করতে চায় যাতে, তাদের সামর্থের মধ্যে সহজলভ্য স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা যায়।

টোমো হোযুমি

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Embassy of Switzerland in Bangladesh

ডিরেক্টর অব কো-অপারেশন
সুইজারল্যান্ড দূতাবাস, বাংলাদেশ
সুইস এজেন্সি ফর ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেশন (এসডিসি)

বাণী

স্যানিটেশন ব্যবস্থার সুযোগ পাওয়া মৌলিক মানবাধিকার, যা স্বাস্থ্য এবং সম্মানের জন্য নিরাপত্তা প্রহরীর কাজ করে। বাংলাদেশ স্যানিটেশনের কভারেজ অর্জনে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। সরকার, সুশীল সমাজ, বেসরকারি সেক্টর এবং উন্নয়ন সংস্থাদের যৌথ প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানাই। বিগত কয়েক দশকে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার গ্রামীণ স্যানিটেশনে বিভিন্ন ধরনের কৌশল উদ্ভাবনে একটি বিশ্ব উদাহরণ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। সকলের জন্য স্যানিটেশনের সুযোগ সৃষ্টির সাথে সাথে পরবর্তীতে বাংলাদেশ স্যানিটেশনের গুণগত মান এবং স্থায়িত্বের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। গ্রামীণ লোকজন বিশেষ করে মহিলা এবং শিশুদের জন্য নিরাপত্তা, সম্মান এবং গোপনীয়তা রক্ষা করে গ্রামীণ লোকজনের জন্য উন্নত স্যানিটেশনের সুযোগ বৃদ্ধি করা একটি চ্যালেঞ্জ। বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক অবস্থা, বিদ্যমান সরকারি সহায়তার বিভিন্নতা এবং পরিবেশগত বিষয় বিবেচনায়, স্বল্প আয়ের লোকের জন্য একটি সহজ, পরিবর্তনশীল এবং সকলের অংশগ্রহণমূলক একটি টেকসই কৌশল প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

সুইস এজেন্সি ফর ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেশন (এসডিসি) এবং এর সহযোগী ডিপিএইচই, ইউনিসেফ এবং আইডিই স্যানিটেশন মার্কেটিং প্রকল্পের সহযোগী হতে পেরে গর্বিত, যা মার্কেট ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং সরকারি-বেসরকারিসহ বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের অংশীদারিত্বের মাধ্যমে সকলের জন্য মানসম্পন্ন স্যানিটেশন সহজলভ্য করা এবং এর ব্যবহার ব্যাপক করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

সানমার্কের বাজার-তাড়িত সমাধান ব্যবস্থা ক্রমবর্ধমান উন্নত স্যানিটেশন ব্যবস্থার চাহিদা পূরণে সরকারি এবং বেসরকারি অংশীদারের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং তুলনামূলক সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করে। এই মডেলে ডিপিএইচই, মার্কেটিং এবং মানসম্পন্ন স্যানিটেশন পণ্য ও সেবা প্রদানের অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিতকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই জাতীয় স্যানিটেশন মার্কেটিং নীতিমালা বাংলাদেশের স্যানিটেশন সেক্টরের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলস্টোন। ডিপিএইচই-এর নেতৃত্বে এই কাজটি সম্পন্ন হওয়ার জন্য এবং ওয়াশ সেক্টরের সকল স্টেকহোল্ডার এবং পেশাজীবীদের মূল্যবান অবদানের জন্য এসডিসির পক্ষ থেকে সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই নীতিমালা সকল সরকারি, বেসরকারি সংস্থার জন্য একটি বেঞ্চমার্ক হবে এবং স্যানিটেশন সেক্টরের ভূমিকা পালনকারীদের মধ্যে সমন্বয় সাধনে ভূমিকা রাখবে। আমরা আশা করি, এই নীতিমালা বাংলাদেশের মানুষের জন্য মানসম্পন্ন স্যানিটেশনের সুযোগ বৃদ্ধিতে এবং সকলের মধ্যে চিন্তাবোধ তৈরিতে অথবা অভিজ্ঞতা বিনিময়ে সহায়ক হবে।

D. Giorgi
ডিরেক জর্জ

প্রকল্প পরিচালক
জিওবি-ইউনিসেফ ওয়াশ প্রকল্প
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই)
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বাংলাদেশে নিরাপদ স্যানিটেশন অভ্যাস নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে জাতীয় স্যানিটেশন মার্কেটিং নীতিমালা তৈরি করা হয়েছে, যা এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা ৬.২ এর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। স্যানিটেশন মার্কেটিং নীতিমালা একটি কৌশল যা বাংলাদেশকে মৌলিক স্যানিটেশন নিশ্চিতকরণে এবং অধিকমাত্রায় দাতা সংস্থার উপর নির্ভরশীলতা থেকে বের হয়ে মধ্য আয়ের দেশে উন্নত হওয়ার দিকে ধাবিত হওয়ার দিকনির্দেশনা প্রদান করবে। এই স্যানিটেশন মার্কেটিং কৌশল একটি বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত পদ্ধতি যা বাংলাদেশে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের (২০১১-২০২৫) সেক্টর উন্নয়ন পরিকল্পনায় বর্ণিত সুপারিশগুলো বাস্তবায়নে অবদান রাখবে।

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই)-এর উদ্যোগ ছাড়া এই প্রচেষ্টা কখনোই সফল হতো না, আমরা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ সাইফুর রহমানকে ধন্যবাদ জানাই তার আন্তরিক উদ্দীপনা এবং সহায়তার জন্য।

আমরা কৃতজ্ঞ উন্নয়ন সহযোগী (যেমন: ইউনিসেফ এবং এসডিসি, ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের মধ্যে আইডিই বাংলাদেশ, আশা, ব্র্যাক, ফেয়ার বাংলাদেশ, ম্যাক্স ফাউন্ডেশন, প্রাকটিক্যাল অ্যাকশন, ভার্ক, ওয়াটার এইড, ওয়াটার ও আর জি, ওয়ার্ল্ড ভিশন, ইউনিসেফ, ডিপিএইচই, বেসরকারি সংস্থা যেমন: আরএফএল) এবং বিশেষজ্ঞদের কাছে যারা তাদের মূল্যবান সময়, দক্ষতা, জ্ঞান ও মেধার মাধ্যমে সহায়তা করছেন।

আমরা আরও কৃতজ্ঞ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী এবং সহকারী প্রকৌশলীদের কাছে যারা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে তাদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করার জন্য বিভিন্ন মিটিংয়ে যোগদান করেছিলেন।

এহতেশামুল রাসেল খান

সূচিপত্র

অধ্যায়-১: স্যানিটেশন মার্কেটিং নির্দেশিকার প্রয়োজনীয়তা	১
১.১ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট এবং চ্যালেঞ্জ	১
১.২ পলিসি কাঠামোর ব্যাপক পরিসরে স্যানমার্ক নির্দেশিকা	৩
১.৩ স্যানমার্ক নির্দেশিকা তৈরির পদ্ধতি	৫
১.৪ কিভাবে নির্দেশিকাটি ব্যবহার করতে হবে	৬
১.৫ বৈশ্বিক ইস্যুতে প্রাসঙ্গিকতা	৬
অধ্যায়-২: বিভিন্ন সেক্টরের ভূমিকার সারসংক্ষেপ	৯
২.১ সরকারি সেক্টর	৯
২.২ বেসরকারি সেক্টর	১০
২.৩ উন্নয়ন সেক্টর	১২
অধ্যায়-৩: গুণগত পণ্যের মানদণ্ড	১৫
৩.১ পর্যালোচনার জন্য সহায়ক দলিল	১৫
৩.২ প্রযুক্তি	১৫
৩.৩ উপাদান	১৬
৩.৪ স্থাপন	১৬
৩.৫ রক্ষণাবেক্ষণ	১৭
অধ্যায়-৪: স্যানিটেশন মার্কেটিং নির্দেশিকা	১৮
৪.১ পণ্য সংক্রান্ত নির্দেশিকা	১৮
৪.২ পদ্ধতি/প্রক্রিয়া সংক্রান্ত নির্দেশিকা	২৫
৪.৩ মূল্য সংক্রান্ত নির্দেশিকা	৩০
৪.৪ প্রচার সংক্রান্ত নির্দেশিকা	৩৩
অধ্যায়-৫: সহিষ্ণুতা এবং সকলের অন্তর্ভুক্তিকরণের জন্য সুপারিশমালা	৪০
৫.১ দুর্যোগ সহিষ্ণুতা	৪০
৫.২ দুর্গম এলাকা	৪১
৫.৩ লিঙ্গ সমতা	৪২
৫.৪ সংখ্যালঘু অন্তর্ভুক্তিকরণ	৪৩
৫.৫ অভিগম্যতা এবং জীবনচক্র	৪৪

শব্দ সংক্ষেপ ও অর্থের সমষ্টি

এডিপি	ঃ	অ্যানুয়াল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম
সিএলটিএস	ঃ	কমিউনিটি লিড টোটাল স্যানিটেশন
ডিপিএইচই	ঃ	ডিপার্টমেন্ট অব পাবলিক হেল্থ ইঞ্জিনিয়ারিং
ডিপিও	ঃ	ডিজএবল্ড পারসন্স অর্গানাইজেশন
ডিআরআর	ঃ	ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন
ইসিএ	ঃ	এনভায়রনমেন্টাল কনজারভেশন অ্যাক্ট
এফএসএম	ঃ	ফিকাল স্লাজ ম্যানেজমেন্ট
জিওবি	ঃ	গভর্নমেন্ট অব বাংলাদেশ
এইচটিআর	ঃ	হার্ড টু রিচ
আইইসি	ঃ	ইনফরমেশন এডুকেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন
এলজিআই	ঃ	লোকাল গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট
এনসিএসএস	ঃ	ন্যাশনাল কস্ট শেয়ারিং স্ট্র্যাটেজি ফর ওয়াটার সাপ্লাই অ্যান্ড স্যানিটেশন ইন বাংলাদেশ
এনজিও	ঃ	নন-গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন
এনএইচপিএস	ঃ	ন্যাশনাল হাইজিন প্রমোশন স্ট্র্যাটেজি ফর ওয়াটার সাপ্লাই অ্যান্ড স্যানিটেশন ইন বাংলাদেশ
এনপিএসডব্লিউএসএস	ঃ	ন্যাশনাল পলিসি ফর সেফ ওয়াটার সাপ্লাই অ্যান্ড স্যানিটেশন
এনএএমআইপি	ঃ	ন্যাশনাল পলিসি ফর আর্সেনিক মিটিগেশন অ্যান্ড ইমপ্লিমেন্টেশন প্লান
এনডব্লিউএমপি	ঃ	ন্যাশনাল ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট প্লান
এনএসএস	ঃ	ন্যাশনাল স্যানিটেশন স্ট্র্যাটেজি
ওডিএফ	ঃ	ওপেন ডেফিকেশন ফ্রি
পিপিডিপি	ঃ	পাবলিক প্রাইভেট ডেভেলপমেন্ট প্লান্ট
পিপিএসডব্লিউএসএস	ঃ	প্রো-পুওর স্ট্র্যাটেজি ফর ওয়াটার অ্যান্ড স্যানিটেশন সেক্টর
স্যানমার্ক	ঃ	স্যানিটেশন মার্কেটিং
এসডিজি	ঃ	সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল
এসডিপি	ঃ	সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্লান
আরঅ্যান্ডডি	ঃ	রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট
ডব্লিউইডিসি	ঃ	ওয়াটার ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টার
ডব্লিউএসএস	ঃ	ওয়াটার সাপ্লাই অ্যান্ড স্যানিটেশন
ইউএন	ঃ	ইউনাইটেড ন্যাশনস্

অধ্যায়-১ঃ

স্যানিটেশন মার্কেটিং নির্দেশিকার প্রয়োজনীয়তা

১.১ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট এবং চ্যালেঞ্জ

বাংলাদেশ নিঃসন্দেহে সার্বজনীন স্যানিটেশন কভারেজ অর্জনে সমুধিক সফলতা অর্জন করেছে। কমিউনিটির নেতৃত্বে পূর্ণাঙ্গ স্যানিটেশন (সিএলটিএস) ব্যবস্থার সফলতা এবং ওডিএফ খেতাব অর্জন দেশটিকে উন্নতির একটি বৈশ্বিক উদাহরণে পরিণত করেছে। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে অধিকাংশ পরিবারের স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন এবং সংক্রামক রোগ প্রতিরোধে সক্ষম এমন উন্নত মানের ল্যাট্রিন নেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ল্যাট্রিনের বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা যেমন; প্যানফাটা এবং ওয়াটারসিলের অনুপস্থিতি দেখা যায়। অনেক ক্ষেত্রে নিম্নমানের স্থাপন পদ্ধতির কারণে পয়ঃবর্জ্য নিকটবর্তী জলাধারে প্রবাহিত হয়। পরিবেশ এবং জনস্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য উন্মুক্ত স্থানে মল ত্যাগ দূরীকরণ হলো স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে স্যানিটেশন ব্যবস্থার প্রথম পদক্ষেপ।

জেএমপি ২০১৫ অনুসারে, বাংলাদেশে শুধুমাত্র ৫৬% পরিবারে উন্নত স্যানিটেশন সুবিধা (যেমন; ল্যাট্রিন, সেপটিক ট্যাংক অথবা নর্দমা) বিদ্যমান রয়েছে । যদি বাংলাদেশকে এই বিশাল অর্জন করতে হয়, তাহলে অবশ্যই লোকজনকে স্যানিটেশন ল্যাডারের উপরের দিকে অগ্রসর হতে হবে।

চিত্র-১ঃ স্যানিটেশন ল্যাডার (মৌলিক স্যানিটেশন থেকে উন্নত নর্দমা পদ্ধতি পর্যন্ত স্যানিটেশন ব্যবস্থা নির্দেশ করে)

[1]Progress on Drinking Water, Sanitation and Hygiene: 2017 Update and SDG Baselines. Geneva: World Health Organization (WHO) and the United Nations Children's Fund (UNICEF), 2017. License: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. (p.76)
[2]Ibid. (WHO and UNICEF, 2017).

কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেশটির প্রাথমিক সফলতা অধিকতর অগ্রগতির জন্য একটি বাধার সম্মুখীন হয়। সার্বিক স্যানিটেশনের উন্নতি ছাড়া উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগ দূরীকরণের অবিশ্বাস্য সফলতা ম্লান হতে চলেছে। অন্যান্য দেশ যারা উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগ দূরীকরণের পদক্ষেপ নিয়েছে তারা উন্নত স্যানিটেশনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। জনসাধারণ, উন্নয়ন এবং প্রাইভেট সেক্টরের মধ্যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব অনেকগুলো বাধার সৃষ্টি করেছে, যা অস্বাস্থ্যকর এবং অস্থিতিশীল স্যানিটেশন সিস্টেমের এই চক্রকে ভাঙার প্রচেষ্টাগুলোকে বাধাগ্রস্ত করে, এমনকি নতুন কিছু বাধার সৃষ্টি করতে পারে। এই সমস্ত বাধা অতিক্রম করার জন্য এবং স্যানিটেশনের উন্নতিতে বৈশ্বিক নেতৃত্ব বজায় রাখতে বাংলাদেশকে অবশ্যই নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর উপর গুরুত্ব এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মনোযোগ দিতে হবে:

- বিদ্যমান ল্যাট্রিনের উপাদানগুলো নিম্নমানের উপকরণ দিয়ে তৈরি, যা স্থায়ী নয় এবং সহজে ভেঙে রোগের বিস্তার ঘটায়।
- বিদ্যমান ল্যাট্রিনের উপাদানগুলো যেমন; প্যান, ওয়াটারসিল পরিবারের বাস্তব চাহিদা অথবা প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করে তৈরি করা হয় না। ওয়াটারসিল প্রায়ই ধাতব স্ক্রু ব্যবহার করে প্লাস্টিক প্যানের সাথে লাগানো হয়, ফলে প্লাস্টিক ফেটে যায় এবং সংযোগ স্থল ভেঙে যায়; পক্ষান্তরে যদি আঠা ব্যবহার করা হয় তাহলে এটি তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়, ফলে ওয়াটারসিল প্যান থেকে আলাদা হয়ে যায় এবং অবশেষে তা পড়ে যায়। P এবং S আকৃতির সাইফুন সাধারণত ব্যবহার করা হয়। P এবং S আকৃতির সাইফুনগুলোতে সঠিকভাবে ফ্লাশ করা কঠিন এবং অনেক পরিবারই এর গুরুত্ব না বুঝে এটাকে কেটে ফেলে দেয়।
- পরিবারগুলোর একটি সাধারণ ধারণা আছে যে, স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তার জন্য টয়লেটের মালিক হওয়াই যথেষ্ট। সচেতনতামূলক প্রচারাভিযানের কারণে বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে মালিকানা সম্পর্কে একটি ভাল ধারণা তৈরি হয়েছে, কিন্তু গুণগত বিষয়ে তাদের ধারণা খুবই নিম্নমানের। লোকজন সচরাচরই ভাঙা টয়লেট অথবা ওয়াটারসিলের অনুপস্থিতিজনিত বিপদগুলো এড়িয়ে যায়।
- পুরাতন ল্যাট্রিনের পরিবর্তে ঘন ঘন নতুন ল্যাট্রিন নির্মাণ, টেকসই উন্নত স্যানিটেশনের কভারেজকে ধীরতর করে এবং অর্থের বিশাল অপচয় ঘটায়।
- সরকারি এবং উন্নয়ন সেক্টরের তহবিলসমূহ স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন পন্য সামগ্রীর মোট চাহিদা মেটাতে পারে না। অন্যান্য অগ্রাধিকারের সাথে প্রতিযোগিতা করে এবং বারবার নিম্নমানের ল্যাট্রিনের পুনঃস্থাপনের পর সমাজকল্যাণমূলক সেবা প্রদানকারীদের কাছে সম্পূর্ণ জনসংখ্যার জন্য উন্নতমানের স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন প্রদানের জন্য যথেষ্ট সম্পদ থাকে না।
- বাজারে বিদ্যমান নিম্নমানের ল্যাট্রিন পণ্যগুলো অনেক মানুষকেই অস্বাস্থ্যকর ল্যাট্রিন গ্রহণ করতে বাধ্য করে। এই পদ্ধতির মাধ্যমে ভুল অভ্যাসের একটি চক্র প্রতিষ্ঠা হচ্ছে, যেখানে পরিবারগুলো মানসম্মত ল্যাট্রিন পণ্য সম্পর্কে সচেতন নয় এবং এর দাবি করে না।
- স্থানীয় পর্যায়ে স্যানিটেশন পণ্যের কার্যকারিতা মনিটরিংয়ের অভাব রয়েছে। স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে সমন্বয়হীনতার কারণে স্যানিটেশন পণ্য এবং সেবা ব্যবহারের কোনো পরিষ্কার চিত্র নেই। স্যানিটেশন সেক্টরে কিছুসংখ্যক সংস্থা তাদের নিজের মতো করে মনিটরিং করেছে; কিন্তু মনিটরিংয়ের মাধ্যমে সব ধরনের তথ্য সংগ্রহ করার জন্য নির্দিষ্ট কোনো কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা নেই। যা প্রায়ই কাজের দ্বিত্বতা ঘটায় অথবা স্যানিটেশন সম্পর্কে ভুল ধারণা দেয়।

১.২ পলিসি কাঠামোর ব্যাপক পরিসরে স্যানমার্ক নীতিমালা

স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে সমন্বয় সাধন নিশ্চিত করতে এবং নিরাপদ পানি এবং স্যানিটেশন ক্ষেত্রে সরকারি কার্যক্রম বাস্তবায়নে নির্দেশনা প্রদান করতে বাংলাদেশ সরকার ২০১১ সালে পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন সেক্টরের জন্য সেক্টর উন্নয়ন পরিকল্পনা (এসডিপি) ২০১১-২০২৫ প্রণয়ন করেছে। উন্নয়ন কাঠামোটি পাঁচ বছর মেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা দ্বারা সমর্থিত এবং নির্দেশিত হয় এবং একই সঙ্গে অন্যান্য পলিসি এবং সহায়ক দলিলসমূহ রয়েছে, যার মধ্যে:

- জাতীয় নিরাপদ পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন নীতিমালা (এনপিএস ডাব্লিউএসএস), ১৯৯৮
- জাতীয় পানি নীতি (এনডাব্লিউপি), ১৯৯৯
- পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫
- জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (এনডাব্লিউএমপি), ২০০৪
- সেক্টর উন্নয়ন কাঠামো, ২০০৪
- আর্সেনিক নিরসন এবং বাস্তবায়ন পরিকল্পনার জাতীয় নীতি (এনএএমআইপি), ২০০৪
- জাতীয় স্যানিটেশন কৌশলপত্র (এনএসএস), ২০০৫
- বাংলাদেশে পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশনের জন্য জাতীয় ব্যয় বন্টন কৌশলপত্র (এনসিএসএস), ২০১১

- বাংলাদেশে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের জন্য প্রণীত হাইজিন প্রসারের জাতীয় কৌশলপত্র (এনএইচপিএস), ২০১২
- পানি আইন, ২০১৩
- বাংলাদেশের দুর্গম এলাকায় পানি ও স্যানিটেশনের ব্যবস্থার জন্য জাতীয় কৌশলপত্র, ২০১২
- পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক এবং আইনি কাঠামো (আইআরএফ-এফএসএম), ২০১৭

এসডিপি তৃণমূল পর্যায় থেকে সেক্টর অগ্রাধিকারের ব্যাপক পর্যালোচনা করে এবং ব্যাপক পরিসরে স্টেকহোল্ডারদের সমর্থন ও পাবলিক সেক্টরের প্রতিক্রিয়ার জন্য একটি রোড ম্যাপ প্রদান করে। যেহেতু এসডিপি উপরোল্লিখিত অনেকগুলো সমর্থিত নীতির জন্য একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রাতিষ্ঠানিক দলিল, সেহেতু এর ব্যাপক পরিধির মধ্যে বিশেষ কিছু কৌশলের জন্য বিস্তারিত নির্দেশনা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা দীর্ঘমেয়াদি সেক্টর উন্নয়ন এবং স্থায়িত্বের উপর গুরুত্ব প্রদান করে। উদাহরণস্বরূপ এসডিপি বিশেষভাবে উল্লেখ করেঃ

- *উদ্যোক্তা এবং সরবরাহ ধারার উন্নয়ন।*
- *শর্ত সাপেক্ষে প্রযুক্তিগুলোর যথার্থতা সম্পর্কিত তথ্য সরকারি সেক্টর কর্তৃক বেসরকারি সেক্টরকে সরবরাহ করা।*
- *মনিটরিং করার জন্য এলজিআইগুলোকে বিদ্যমান সমাজসেবা এবং আইনি কৌশল প্রদান করা।*
- *এনজিওদের সহযোগিতায় এলজিআই'র নেতৃত্বে একটি সামগ্রিক আইইসি প্যাকেজ : ইনফরমেশন (তথ্য), এডুকেশন (শিক্ষা) এবং কমিউনিকেশন (যোগাযোগ) সেক্টরব্যাপী প্রচার করা।*

এসডিপি আরো উল্লেখ করেঃ

জনগণের উপার্জন বৃদ্ধির সাথে সাথে এবং উন্নত সেবার জন্য সচেতনতা বৃদ্ধির সাথে সাথে মানুষের মধ্যে আধুনিক উন্নত মানের প্রযুক্তি ব্যবহারের চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই চাহিদা পূরণের জন্য প্রাইভেট সেক্টরের কারিগরি এবং ব্যবসায়িক দক্ষতা আরও বৃদ্ধি করতে হবে।

[3] Local Government Division, Ministry of LocalGovernment,Rural Development and Cooperatives, Government of the People's Republic of Bangladesh, (2011) Sector Development Plan FY 2011-2025 Water Supply and Sanitation Sector in Bangladesh

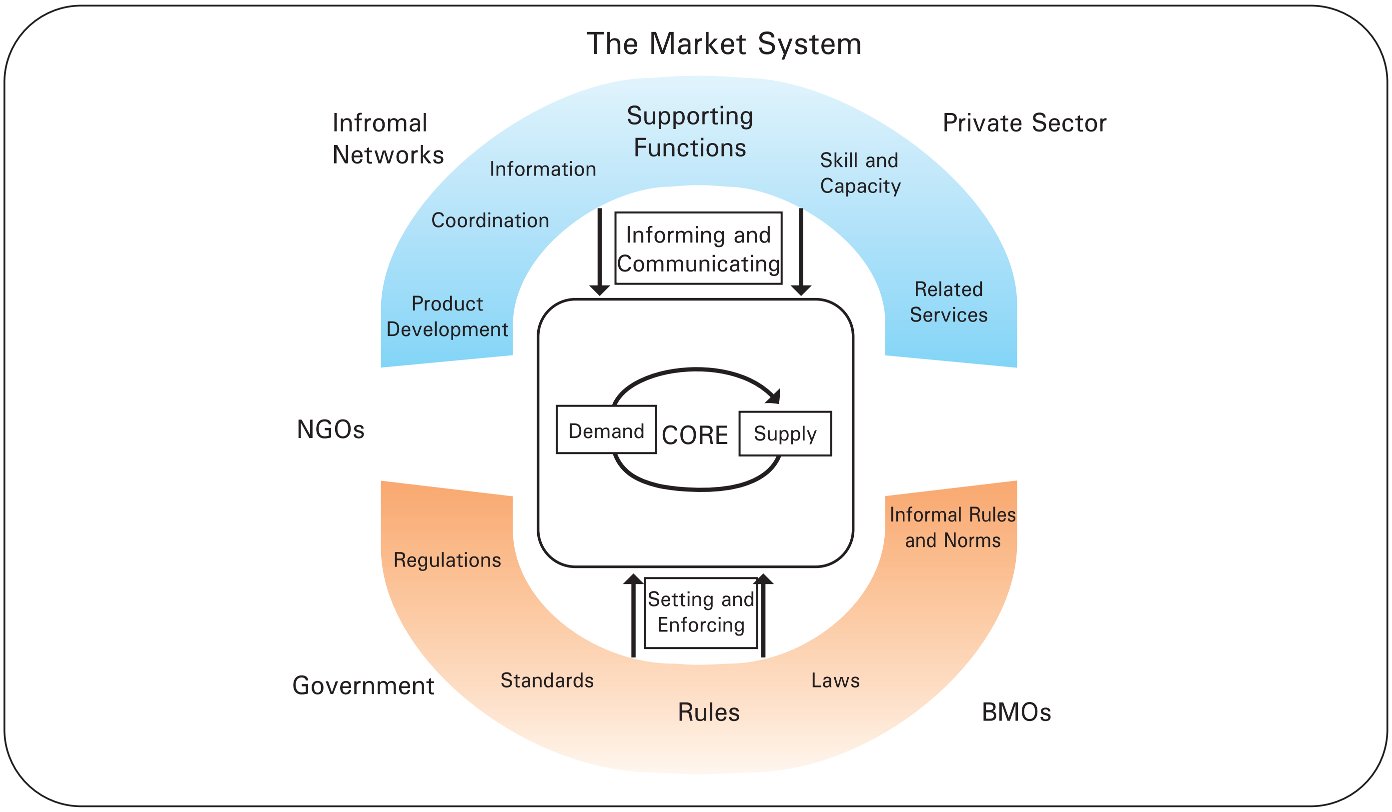

চিত্র-২: দারিদ্র্যের স্যানিটেশনের পূর্ণাঙ্গ তাত্ত্বিক মার্কেট ব্যবস্থা (স্প্রিংফিল্ড সেন্টার, ২০১৪ থেকে পুনঃমুদ্রিত)

স্যানিটেশন মার্কেটিং (স্যানমার্ক) এমন একটি পদ্ধতি যা ১৫টির বেশি দেশে টেকসই পদ্ধতিতে গরিবদের মধ্যে স্যানিটেশন কভারেজ বৃদ্ধি করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। এই তাত্ত্বিক পদ্ধতিটি সামাজিক এবং বাণিজ্যিক মার্কেটিং কৌশল হিসেবে গ্রহণ করে নেওয়া হয়েছে যাতে লোকজনের মধ্যে গৃহ পর্যায়ে ক্রয় পণ্য হিসেবে ল্যাট্রিনের চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং প্রাইভেট সেক্টরের গুরুত্বের কারণে এই চাহিদা মোকাবেলায় স্থানীয় প্রাইভেট সেক্টরের সক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এসডিপি বাস্তবায়নের জন্য যে সমস্ত সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত হয়েছে 'স্যানমার্ক' সেইগুলো মোকাবেলা করতে সক্ষম। 'স্যানমার্ক' সাধারণত একটি মার্কেট ফ্যাসিলিটেটরের (সাধারণত সরকারি সংস্থা অথবা এনজিও) নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। এই মার্কেট ফ্যাসিলিটেটর স্যানিটেশন পণ্যের চাহিদা এবং সরবরাহের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানে স্থানীয় প্রাইভেট সেক্টরকে সাহায্য করতে পারে। এই পদ্ধতিতে প্রাইভেট সেক্টরের ক্ষেত্রে পরিবারের মধ্যে স্যানিটেশনের আগ্রহ তৈরি করা এবং তার যথাযথ সমাধান প্রদানের উপর অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়। 'স্যানমার্ক' এককভাবে সফল হতে পারবে না। সরকারি এবং উন্নয়ন সেক্টরের প্রতিনিধিরা স্থানীয় লোকজনের মধ্যে স্যানিটেশনের চাহিদা তৈরির জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করার উপর অধিক গুরুত্ব প্রদান করছে। উন্নত স্যানিটেশন পণ্য এবং সেবার চাহিদা তৈরি সহ এসডিপির আরো অনেক স্যানিটেশন পলিসির অগ্রাধিকারভিত্তিক বিভিন্ন বিষয়গুলো বাস্তবায়নের টেকসই সরবরাহ পদ্ধতি হিসেবে 'স্যানমার্ক' একটি কৌশল হিসেবে উপস্থাপিত হওয়ার বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে।

বাংলাদেশে অনেক উন্নয়ন সংস্থা বিগত এক দশকের বেশি সময় ধরে এই পদ্ধতিটি বাস্তবায়ন করে আসছে; তারপরও, তত্ত্বসমূহ অনুশীলনের ক্ষেত্রে কিছুটা ভিন্নতা দেখা যায়। উপরন্তু স্যানমার্কের কার্যকারিতা বেশির ভাগ নির্ভর করে উপযুক্ত পরিবেশের উপর যেমন: সরকারি, বেসরকারি এবং উন্নয়ন সেক্টরগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা এবং সমর্থন। এসডিপির বিভিন্ন বিষয়গুলো বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং উন্নয়ন সংস্থাগুলো আলাদা আলাদাভাবে বাস্তবায়ন কৌশল গ্রহণ করছে। এই সমন্বয়হীনতার কারণে স্যানিটেশন সেক্টরের সমষ্টিগতভাবে শক্তিশালী হওয়ার সুযোগ নষ্ট হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে একই কাজ বারবার করার প্রবণতা দেখা যায় অথবা একটি প্রতিষ্ঠান অনিচ্ছাকৃতভাবে অন্য প্রতিষ্ঠানের অবদানকে আড়াল করে দেয়। এই সকল নীতিমালার মাধ্যমে এসডিপিতে বর্ণিত সুপারিশ এবং সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা এবং কার্যক্রমের মধ্যে স্পষ্টতা নির্দেশ করা হয়েছে। বিশেষভাবে যারা উন্নত মানসম্পন্ন ল্যাট্রিন পণ্য ও সেবা সরবরাহের ব্যবস্থা স্থাপন করতে সহযোগিতা চায়। তারা ঐ সমস্ত স্টেকহোল্ডারকেও পরামর্শ/নির্দেশনা প্রদান করে যারা এর চর্চা করছে না যাতে তারাও কারও ক্ষতি নয় এমন কাজে এবং স্যানিটেশন সেক্টরের উপযুক্ত পরিবেশ তৈরিতে উদ্বুদ্ধ হয়। ৩নং চিত্রের সূত্রমতে, স্যানিটেশন মার্কেটিং নীতিমালা এমন একটি কৌশলী টুলস্ হিসেবে ব্যবহৃত হয় যা স্টেকহোল্ডারদের এসডিপির উদ্দেশ্য অর্জনে স্যানিটেশন মার্কেটিং একটি কৌশলপত্র হিসেবে বাস্তবায়নে সহায়তা করবে।

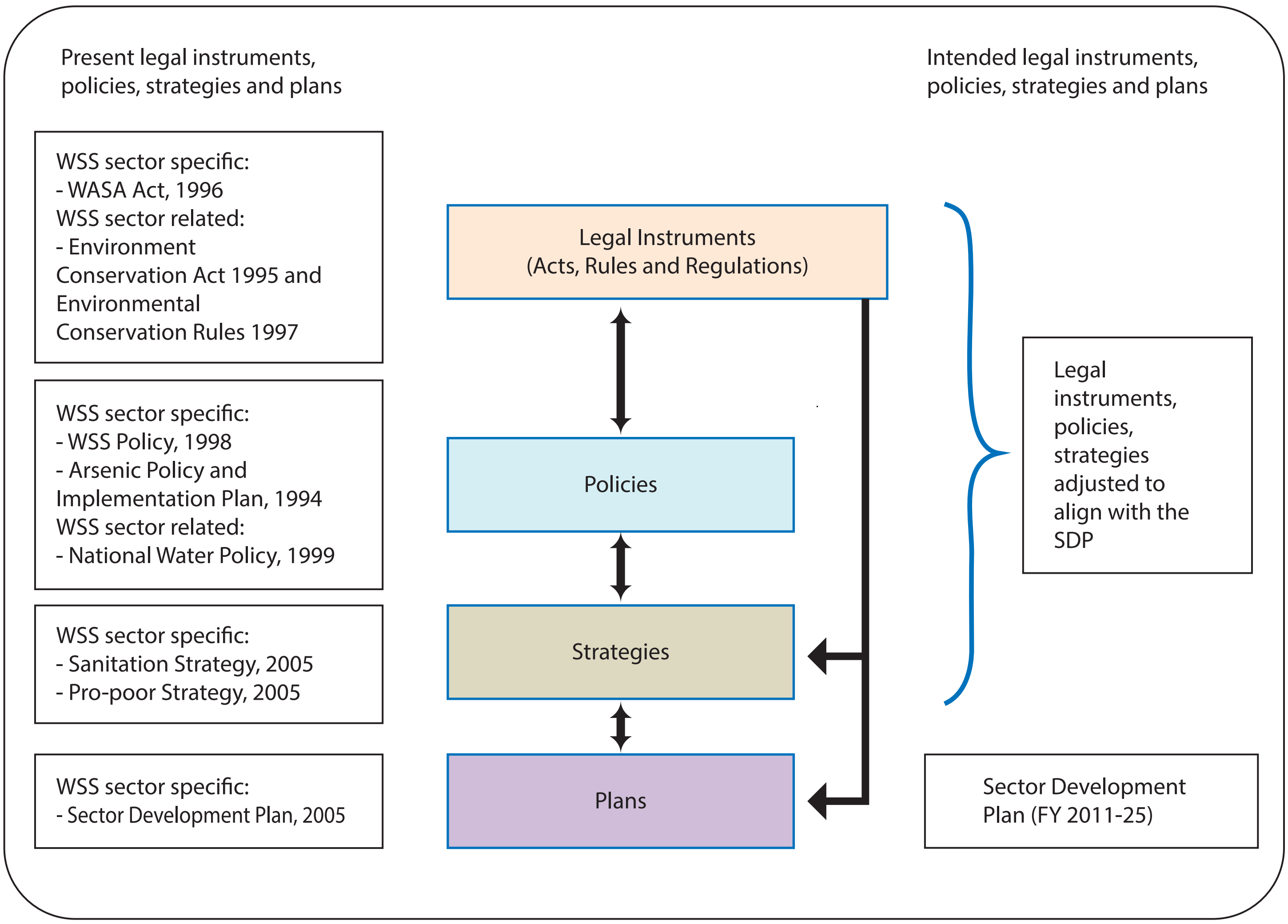

চিত্র-৩: স্যানিটেশন সেক্টর পলিসি কাঠামো

১.৩ স্যানমার্ক নির্দেশিকা প্রণয়নের পদ্ধতি

স্যানিটেশন মার্কেটিং নির্দেশিকা তিন ধাপে পর্যালোচনার মাধ্যমে প্রণীত হয়েছে, যার মধ্যে অনেক ধরনের স্টেকহোল্ডারের অংশগ্রহণ ছিল। প্রথম ধাপটির মধ্যে অনেকগুলো অংশগ্রহণমূলক কর্মশালা অন্তর্ভুক্ত ছিল, যেখানে বাজারজাতকরণের 7P মডেল (পণ্য, মূল্য, অবস্থান, শারীরিক প্রমাণ, পদ্ধতি, প্রচার এবং অংশীদারিত্ব) অন্তর্ভুক্ত ছিল। যা বর্তমানে স্যানিটেশন মার্কেটিংকে যাচাই করে এবং স্যানিটেশন সেক্টরের কর্মী এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডার উভয়ের জন্যেই আলোচনা নির্দেশনাকারী কিছু মূলনীতির দিকে ধাবিত করে। অংশগ্রহণকারীরা ঘটনা পর্যালোচনা করে, ব্যক্তিগত এবং প্রাতিষ্ঠানিক অভিজ্ঞতা শেয়ার করে, এছাড়াও স্যানিটেশন কভারেজ বৃদ্ধি করার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক অবস্থান ও পদ্ধতিগুলোও ম্যাপে উল্লেখ করা হয়। এরপর 7P মডেলের সকল আলোচনার বিষয় লিপিবদ্ধ করা হয়, যা পরবর্তী স্যানিটেশন পণ্যের সরবরাহ, চাহিদা এবং সহায়তা এই সকল বিষয়ে সহজে ভাগ করা হয়। তারপর লিপিবদ্ধ তথ্যগুলো পরবর্তীতে পর্যালোচনা এবং মতামতের জন্য কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে শেয়ার করা হয়।

ওয়ার্কশপগুলো জাতীয়, পাবলিক প্রাইভেট, উন্নয়ন প্লাটফর্মের আওতায় একটির পর একটি অনুষ্ঠিত হয়, যা স্যানিটেশন মার্কেটিংয়ের বিভিন্ন বাস্তবায়ন পদ্ধতিগুলো ধারণ করে, বর্তমানে বাজারে বিদ্যমান প্রযুক্তিগুলো জনসম্মুখে যাচাই ও মূল্যায়ন করে এবং বহুমুখী চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্য সুযোগগুলোকে শনাক্ত করা হয়। এই প্রক্রিয়াগুলোকে অনুসরণ করে, বাংলাদেশ স্যানিটেশন মার্কেটিং সিস্টেম প্রকল্পের দল ওয়ার্কশপ এবং পিপিডিএফ-এর বিষয়গুলোকে একটি প্রাথমিক খসড়ায় রূপান্তর করে ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারী এবং বিশেষজ্ঞদের মধ্যে পুনরায় শেয়ার করে। সকল বিশেষজ্ঞের মতামতকে সন্নিবেশিত করে চূড়ান্ত খসড়া অংশগ্রহণকারীদের সাথে শেয়ার করা হয়, যা পরবর্তীতে চূড়ান্ত পর্যালোচনা এবং অনুমোদনের জন্য ডিপিএইচই-এর কাছে জমা দেওয়া হয়।

১.৪ কীভাবে নির্দেশিকাটি ব্যবহার করতে হবে

এই নির্দেশিকার উদ্দেশ্যগুলো নিম্নরূপ:

১. বাংলাদেশে স্যানিটেশন মার্কেটিংয়ের সহায়তাকরণে এবং বাস্তবায়নে সরকারি, বেসরকারি এবং উন্নয়ন সেক্টরের দায়িত্ব ও ভূমিকা স্পষ্ট করা।
২. বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের স্যানিটেশন মার্কেটিং কার্যক্রমে বিনিয়োগ অথবা সহায়তা প্রদানের জন্য বিশেষ প্রণোদনা কী হবে খুঁজে বের করা।
৩. বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার তাদের নিজেদের বর্তমান কাজে এই নির্দেশিকা কীভাবে ব্যবহার করতে পারে তার জন্য সহায়ক কিছু নির্দিষ্ট কার্যক্রম সুপারিশ করা।

১.৫ বৈশ্বিক ইস্যুতে প্রাসঙ্গিকতা

প্রস্তাবিত নির্দেশিকা বাংলাদেশে এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা ৬.২ অর্জন করার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ; তারপরও এই সকল নির্দেশিকা অন্যান্য লক্ষ্য অর্জনেও অবদান রাখে।

এসডিজি লক্ষ্যমাত্রার সঙ্গে সঙ্গতি

এসডিজি: ৬

৬.২: ২০৩০ সালের মধ্যে সকলের জন্য পর্যাপ্ত ও সমতাভিত্তিক স্যানিটেশন ও সকলের জন্য স্বাস্থ্যপরিচর্যার অভিগম্যতা নিশ্চিত করা এবং নারী ও বালিকাসহ প্রতিকূল পরিস্থিতিতে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর চাহিদার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রেখে খোলা জায়গায় মলত্যাগ দূর করা।

বর্তমানে বাংলাদেশ খোলা জায়গায় মলত্যাগ সফলভাবে দূর হয়েছে, স্যানমার্ক এবং এই সেক্টরের মধ্যে সমন্বয় সাধন স্যানিটেশন অভিগম্যতা বৃদ্ধিতে বিশেষ সহায়ক হবে।

এসডিজি: ৮

৮.২ এবং ৮.৩: উচ্চমূল্য সংযোজনী ও শ্রমঘন খাতগুলোতে বিশেষ গুরুত্ব প্রদানসহ বহুমুখিতা, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও উদ্ভাবনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতার উচ্চতর মান অর্জন আর্থিক সেবা সহজলভ্য করার মাধ্যমে এবং উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ড, শোভন কর্মসুযোগ সৃষ্টি, ব্যবসায়িক উদ্যোগ, সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনা সহায়ক উন্নয়নমুখী নীতিমালা প্রবর্তন এবং অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের প্রমিত ব্যবসায়িক মান অনুসরণ ও ক্রমোন্নতিতে উৎসাহিত করা।

যেহেতু এই পদ্ধতিটি জাতীয় পর্যায় থেকে স্থানীয় পর্যায় পর্যন্ত প্রাইভেট সেক্টরের অংশগ্রহণের উপর নির্ভরশীল, স্যানমার্ক অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের জন্য জনস্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক উপকারের দ্বিগুণ লাভ প্রদর্শন করেছে। এতে বড় নেতৃত্বস্থানীয় ফার্ম জড়িত রয়েছে যারা অনেক লোককে তাদের উৎপাদন এবং বিতরণ ব্যবস্থার মাধ্যমে নিয়োগ করে।

এসডিজি: ৯

৯.৩ বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ক্ষুদ্র শিল্প ও অন্যান্য ব্যবসায়িক উদ্যোগের অনুকূলে আর্থিক সেবা গ্রহণের সুযোগ বাড়ানো এবং স্বল্প সুদে ঋণদানসহ সমন্বিত মূল্য শৃঙ্খল ও বাজার ব্যবস্থায় এদের অঙ্গীভূত করা।

স্যানমার্কের সফল বাস্তবায়ন স্যানিটেশন ভ্যালু চেইনের আর্থিক প্রতিষ্ঠান, স্যানিটেশন উদ্যোক্তা এবং সহায়ক সেবা প্রদানকারীসহ সংশ্লিষ্টদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ককে শক্তিশালী করবে।

এসডিজি: ১৭

১৭.১৪ টেকসই উন্নয়নের জন্য নীতিসমূহের অধিকতর সুসঙ্গতি সাধন।

১৭.১৫ দারিদ্র্য বিমোচন ও টেকসই উন্নয়নের জন্য নীতিমালা প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়নে প্রতিটি দেশের নীতি-স্বাধীনতা ও নেতৃত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শন।

১৭.১৬ সকল দেশ, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা প্রদানকল্পে বহু অংশীভিত্তিক অংশীদারিত্বের মাধ্যমে জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, প্রযুক্তি ও আর্থিক সম্পদ আহরণ ও বণ্টন সম্পূরণের দ্বারা টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি।

১৭.১৭ অংশীদারিকে অভিজ্ঞতা ও সংস্থান কৌশলের ওপর ভিত্তি করে কার্যকর সরকারি, বেসরকারি ও সুশীল সমাজের অংশীদারিত্ব প্রবর্তন ও উৎসাহ প্রদান।

১৭.১৮ আয়, লিঙ্গ, বয়স, জাতিসত্তা, নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, অভিবাসন, প্রতিবন্ধিতা ও ভৌগোলিক অবস্থান এবং জাতীয় প্রেক্ষাপটে প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিভাজিত উন্নতমানের সময়োপযোগী ও নির্ভরযোগ্য তথ্য উপাত্তের প্রাপ্যতা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০২০ সালের মধ্যে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বিশেষ করে স্বল্প উন্নত দেশ ও উন্নয়নশীল ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্রগুলোতে সক্ষমতা বিনির্মাণ সহায়তা বৃদ্ধি করা।

যদিও এটা কোনো পলিসি নয়, তথাপি এই নির্দেশিকা স্যানমার্ক এবং সাধারণভাবে স্যানিটেশন সেবা প্রদানে আন্তঃসেক্টরের মধ্যে সহযোগিতার জন্য একটি সূচনা হতে পারে। এই টুলস্‌টি ভবিষ্যতে পলিসি প্রণয়নে সহায়ক দলিল হবে এবং সরকারি, বেসরকারি এবং উন্নয়ন সেক্টরের মধ্যে অংশীদারিত্ব তৈরিতে দিকনির্দেশনা প্রদান করবে।

অধ্যায়-২:

সেক্টরের ভূমিকার সার সংক্ষেপ

যখন 'স্যানমার্ক' গাইডলাইন কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হবে, তখন মানদণ্ড, টেকসইকরণ এবং সামাজিক উন্নতির ক্ষেত্রে প্রভাব সৃষ্টি করার ব্যাপারে স্যানমার্ক নির্দেশিকার সম্ভাবনা রয়েছে। এটি বাস্তবায়নের জন্য সরকারি, বেসরকারি এবং উন্নয়ন সেক্টরের মধ্যে একটি শক্তিশালী সমন্বয় প্রয়োজন। সরকারি সেক্টর টেকসইকরণ এবং সামাজিক উন্নতিকে সহায়তা করতে পারে, টেকসইকরণ এবং মানদণ্ডকে অর্জনের জন্য বেসরকারি সংস্থার সম্পদ এবং সকলের কাছে পৌঁছার সক্ষমতা রয়েছে এবং উন্নয়ন সেক্টর সামাজিক উন্নতিকেও তরান্বিত করতে পারে এবং তাদের নেটওয়ার্ককে ব্যবহার করে বড় পরিসরে ব্যবহারের সহায়তা করতে পারে। এই লক্ষ্যগুলো অর্জন করার জন্য সরকারি, বেসরকারি এবং উন্নয়ন সেক্টরের স্টেকহোল্ডাররা তাদের চেষ্টার মাধ্যমে অবশ্যই একে অন্যের পরিপূরক হবে।

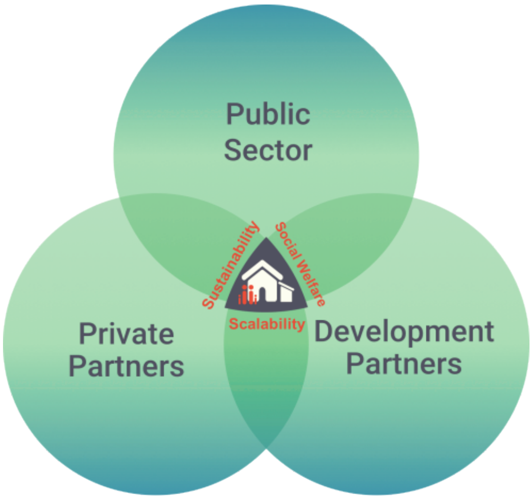

চিত্র ৪: স্যানমার্ক-এর অংশীদারগণ এবং তাদের উদ্দেশ্য

২.১

সরকারি সেক্টর

স্যানিটেশনের গুরুত্বের উপর সচেতনতা বাড়ানোর জন্য বরাবরই সরকারি সেক্টর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। উন্নত স্যানিটেশনের উপর শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে সরকারি সেক্টরের এই ভূমিকা চালিয়ে যাওয়ার একটি সুযোগ রয়েছে। সরকারি নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা হিসেবে বিভিন্ন সরকারি সংস্থা (যেমন: ডিপিএইচই) এর উন্নত স্যানিটেশন পণ্য সরবরাহ এবং সেবার মান নিয়ন্ত্রণ ও বাস্তবায়নের নির্দেশনা প্রদানের কর্তৃত্ব এবং সক্ষমতা রয়েছে। মোট কথা এসডিপি এবং অন্যান্য নীতিমালা অনুযায়ী, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (ইউনিয়ন পরিষদ) স্যানিটেশনের এডিপি বরাদ্দ ব্যবহার করে গরিব পর্যায়ের জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিনামূল্যে স্যানিটারি ল্যাট্রিন বিতরণ করবে। সম্ভব হলে স্থানীয় পর্যায়ের সরকারি সংস্থা স্থানীয় সুশীল সমাজ সংস্থাকে (এনজিওর পরিবর্তে গোষ্ঠীভিত্তিক সংস্থা) পর্যবেক্ষণের এবং সমন্বয়ের জন্য অন্তর্ভুক্ত করতে পারে। সরকারি সেক্টরের কার্যক্রমগুলো অবশ্যই বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী বাস্তবায়িত হতে হবে। যদিও এই নির্দেশিকা নথিপত্রে সরকারি কর্তৃপক্ষ হিসেবে শুধুমাত্র ডিপিএইচইকে বোঝায়, তথাপিও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সরকারি বিভাগ এবং মন্ত্রণালয়গুলোকেও প্রয়োজন অনুসারে সংযুক্ত করা উচিত।

ভূমিকা	সম্পদ	স্বার্থ	প্রয়োজনীয় উপকরণ অথবা সক্ষমতা
১. ভোক্তা অধিকার রক্ষা করার জন্য এবং জনস্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ করা। ২. হতদরিদ্র এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য স্যানিটেশন সেবা ভর্তুকির মাধ্যমে প্রদান করা। ৩. জনস্বাস্থ্য সম্পৃক্ত স্যানিটেশন পণ্য এবং তথ্য বন্টন করা।	১. বাজার সৃষ্টি করার জন্য নিয়ন্ত্রিত কাঠামোর মাধ্যমে প্রভাবিত করা যা প্রাইভেট সেক্টরের অংশগ্রহণের জন্য অধিক সহায়ক হয়। ২. সামাজিক উন্নয়নের সহায়তার জন্য তহবিল। ৩. বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন এবং প্রভাব সৃষ্টি করা।	১. জিডিপির ঘাটতি কমানো (নাজুক স্যানিটেশনের জন্য বার্ষিক ৫ শতাংশ ঘাটতি)। ২. উন্নত জনস্বাস্থ্য অর্জন এবং মধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদার দিকে ধাবিত হওয়া।	১. পণ্য এবং সেবা নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি এবং কার্যক্রম। ২. দক্ষ মানবসম্পদ। ৩. ভর্তুকি প্রদান এবং কভারেজ নির্ণয়ের জন্য আধুনিক মনিটরিং প্লাটফর্ম।

২.১.১
পরিচালনার বিভিন্ন পর্যায়ে ডিপিএইচই-এর সুনির্দিষ্ট ভূমিকা

ডিপিএইচই কেন্দ্রীয় পর্যায়:

মাঠ পর্যায়ে ব্যবহার করার জন্য নীতিমালার প্রণয়ন, অনুমোদন এবং বিভিন্ন সেক্টরের মধ্যে সমন্বয় সহায়তা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে, ডিপিএইচই কেন্দ্রীয় পর্যায়ে স্যানমার্কের সফল বাস্তবায়নে সহায়তা করতে পারে। এই সেবা প্রদানের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো হলো: নতুন প্রযুক্তির পর্যালোচনা এবং সনদ প্রদান, মানসম্পন্ন ল্যাট্রিনের স্থাপন ও প্রচারণার সরাসরি মনিটরিং এবং কমিউনিটি গ্রুপের সঙ্গে অংশীদারিত্ব স্থাপন করার জন্য ডিপিএইচই-এর স্থানীয় এবং আঞ্চলিক কর্মকর্তাদের জন্য প্রোটোকল তৈরি করা, একটি কেন্দ্রীয় ডাটাবেইজ প্রতিষ্ঠাকরণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ, উন্নত স্যানিটেশন কভারেজ অগ্রগতি নির্ণয় করার জন্য স্থানীয় পর্যায়ে থেকে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে ডাটা প্রবাহ কার্যক্রম প্রতিষ্ঠাকরণ এবং তিনটি সেক্টরের মধ্যে সহযোগিতা বজায় রাখতে বেসরকারি এবং উন্নয়ন সেক্টরের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা। এই পর্যায়ে উন্নত স্যানিটেশনের সহায়তাকে অগ্রাধিকার দেয়ার জন্য, ডিপিএইচই সরকারের মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরে প্রচারকের ভূমিকা পালন করতে পারে। বিভিন্ন সরকারি কর্মকাণ্ডের মধ্যে উন্নত স্যানিটেশন এবং স্যানমার্কে সহায়তা করার জন্য প্রটোকল তৈরিকরণে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে ডিপিএইচই অন্যান্য মন্ত্রণালয় এবং বিভাগের সঙ্গে কাজ করতে পারে।

জেলা পর্যায়ের নির্বাহী প্রকৌশলীগণ:

এই আঞ্চলিক কর্মকর্তা ল্যাট্রিন উৎপাদনকারীদের জন্য সনদপত্র প্রদানের ব্যবস্থা করতে পারেন যারা অনুমোদিত স্যানিটেশন প্রযুক্তিসমূহ/পণ্যসমূহ বিক্রি করবে এবং নির্দেশনা মেনে চলবে। এরা ল্যাট্রিন উৎপাদনকারীদের যথাযথ নির্মাণ কৌশল এবং ডিপিএইচই-এর আদর্শ মানদণ্ড সম্পর্কে শেখানোর জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করতে পারে। এই কাজগুলো উপজেলা পর্যায়ের সহকারী এবং উপ-সহকারী প্রকৌশলীদের জড়িত করার মাধ্যমে সম্পন্ন করা যেতে পারে। স্থানীয় পর্যায়ের ডিপিএইচই কর্মীদের জাতীয় পর্যায়ে অনুমতিপ্রাপ্ত নতুন উৎপাদনকারী, প্রটোকল এবং প্রযুক্তিসমূহের সাথে পরিচয় করে দিতে জেলা পর্যায়ের ডিপিএইচই অফিস অবশ্যই দায়বদ্ধ থাকবে।

উপজেলা পর্যায়ের সহকারী প্রকৌশলীগণ:

ডিপিএইচই-এর স্থানীয় প্রতিনিধি হিসেবে জেলা পর্যায়ের নেতৃত্বের আদেশানুযায়ী ডিপিএইচই-এর পক্ষ থেকে তারা কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান এবং কভারেজ পর্যবেক্ষণের জন্য দায়বদ্ধ থাকবে। টয়লেটের কভারেজ মনিটরিংয়ের ন্যায় যে সমস্ত কাজে অধিক লোকবল দরকার ঐ সমস্ত কাজে সহায়তা করার জন্য সুশীল সমাজ সংস্থাসমূহ, স্থানীয় এনজিওসমূহ এবং ইউনিয়ন পরিষদকে সংযুক্ত করার কাজে তারা অবশ্যই দায়বদ্ধ থাকবে।

২.২
বেসরকারি সেক্টর

টেকসই পদ্ধতিতে উন্নত স্যানিটেশনকে বড় পরিসরে বাড়ানোর জন্য মার্কেটের বিভিন্ন ভূমিকা পালনকারীদের মধ্যকার প্রতিযোগিতা বেসরকারি সেক্টরকে ভালো অবস্থানে আসীন করেছে। এনজিওদের ভর্তুকি প্রদান কৌশলের মোকাবেলায় "জাতীয় পর্যায়ে কারখানা থেকে স্থানীয় গৃহ পর্যায়ে" প্রতিষ্ঠিত সাপ্লাই চেইন একটি টেকসই বিকল্প হিসেবে কাজ করে। বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রতিযোগিতা উৎপাদনকারীদের উদ্ভাবনী এবং মানসম্পন্ন পণ্য তৈরি করতে উৎসাহিত করে।

ভূমিকা	সম্পদ	স্বার্থ	প্রয়োজনীয় উপকরণ অথবা সক্ষমতা
• সাশ্রয়ী মূল্যে স্যানিটেশন পণ্য সরবরাহ করা, যা জনস্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। • বাজারজাতকরণের চেষ্টার মাধ্যমে মানসম্মত পণ্যের তথ্য শেয়ার করা।	• মূলধন এবং বিনিয়োগ তহবিল সমূহ। • উৎপাদনের অভিজ্ঞতা। • উদ্ভাবন এবং মানবসম্পদসমূহ। • চাহিদা সৃষ্টির জন্য সুযোগ এবং সক্ষমতা। • প্রতিষ্ঠিত বন্টন মাধ্যম।	• মুনাফা • নতুন বাজারক্ষেত্র তৈরি হওয়া। • পণ্যের পরিধি প্রসারিত করা। • ব্রান্ডের পরিচিতি বৃদ্ধি পাওয়া	• স্যানিটেশন বাজার এবং নিম্ন আয়ের ক্রেতা সম্পর্কে ভালো ধারণা থাকা। • নীতিমালা কাঠামো যা অংশগ্রহণ মূলক উপায়ে স্যানিটেশন মার্কেটে সুন্দরভাবে অংশগ্রহণ নিশ্চিৎ করে।

২.২.১
সরবরাহ ধারার বিভিন্ন ধাপে বেসরকারি সেক্টরের সুনির্দিষ্ট ভূমিকা:

নেতৃত্বদানকারী ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানসমূহ:

এই ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলো হতে পারে আন্তর্জাতিক, জাতীয় অথবা আঞ্চলিক উৎপাদনকারী। তারা ল্যাট্রিনের প্রধান উপাদানগুলো যেমন: প্যান, সাইফুন, সেপটিক ট্যাংক ইত্যাদি তৈরি করে যা মানসম্মত এবং উন্নত স্যানিটেশন নিশ্চিত করে। উচ্চ পর্যায়ের সরবরাহকারী হিসেবে তাদের দায়িত্ব হলো আঞ্চলিক খুচরা বিক্রেতাদের কাছে তাদের ল্যাট্রিনের উপাদানসমূহ সময়মতো পৌঁছে দেয়া। বড় পরিসর এবং প্রভাব বলয় সম্পন্ন এসব বৃহৎ কোম্পানিগুলোর বিজ্ঞাপন, প্রচারণা, বিলবোর্ড ইত্যাদির মাধ্যমে চাহিদা সৃষ্টির সুযোগ এবং সামর্থ্য আছে। যদি এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান স্যানিটেশন সাব-সেক্টরে প্রতিযোগী হিসেবে থাকার ইচ্ছা পোশন করে, তাহলে তাদের উদ্ভাবনা এবং বিদ্যমান পণ্যের মান উন্নয়নের উপর গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

আঞ্চলিক ডিলার এবং খুচরা বিক্রেতা:

এই মধ্য স্বত্তভোগী মানুষগুলো ল্যাট্রিন পণ্যকে জাতীয়/আঞ্চলিক পর্যায় থেকে স্থানীয় পর্যায় পৌঁছাতে সাহায্য করে। এই সমস্ত কর্মীর জন্য স্থানীয় পর্যায়ে ল্যাট্রিন উৎপাদনকারীদের কাছে সময়মতো ল্যাট্রিন উপাদানগুলো সরবরাহ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সরবরাহ ধারায় অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে এই ব্যবসাগুলো গ্রাম ও দুর্গম এলাকাগুলোতে পণ্যের সরবরাহে ভূমিকা রাখে।

ল্যাট্রিন উৎপাদনকারীগণ:

এই স্থানীয় উদ্যোক্তারা গৃহপর্যায়ে ব্যবহারকারীদের কাছে উন্নত ল্যাট্রিন পৌঁছে দেওয়ার জন্য প্রাথমিক এজেন্ট এবং তারা ব্যবহারকারীকে উন্নত স্যানিটেশনের বিভিন্ন বিষয়াদি এবং স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব সম্পর্কে শেখায়। বাণিজ্যিক বাজারজাতকরণ পদ্ধতি ব্যবহার করার মাধ্যমে তারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে, পারিবারিক পর্যায়ে উন্নত ল্যাট্রিনের সাথে খাপ খাওয়ানো এবং অভ্যাসের পরিবর্তন করার ব্যাপারে ভূমিকা পালনকারী স্টেকহোল্ডার। ল্যাট্রিন উৎপাদনকারীরা ল্যাট্রিন তৈরি এবং বিক্রির সাথে জড়িত। কিছু কিছু ক্ষেত্রে রাজমিস্ত্রি ভাড়া করার মাধ্যমে উৎপাদনের কাজ করা হয়, অন্যদিকে কমিশনভিত্তিক বিক্রয় প্রতিনিধি তৈরি করার মাধ্যমে বিক্রয়ের কাজ করা যেতে পারে। আর এসব বিক্রয় প্রতিনিধি স্যানিটেশন বাজারজাতকরণেও ভূমিকা রাখতে পারে।

সহায়ক সেবা প্রদানকারীগণ:

রাজমিস্ত্রি, সুইপার এবং পরিবহনকারী সকল ব্যবসায়ী স্বাধীনভাবে কাজ করে, কিন্তু মাঝে মাঝে তারা ল্যাট্রিন উৎপাদনকারীদের সাথেও কাজ করে। স্থানীয় পর্যায়ের এই উদ্যোক্তাদের প্রত্যেকেই স্যানিটেশন ব্যবসার মাধ্যমে তাদের জীবিকা উপার্জন করে এবং স্যানিটেশন বাজারজাতকরণ পদ্ধতি টেকসইকরণে অবদান রাখে। স্বাধীন রাজমিস্ত্রিগণ স্থানীয় লোকজনকে তাদের ল্যাট্রিন সঠিকভাবে নির্মাণে সাহায্য করে। যখন ল্যাট্রিনগুলো অথবা সেপটিক ট্যাংকগুলো পূর্ণ হয়ে যায়, তখন সুইপারগণ পয়ঃবর্জ্য পরিষ্কার করার জন্য প্রাথমিকভাবে দায়িত্ব পালন করে। পরিবহনকারী ল্যাট্রিন উৎপাদানকারীর কাছ থেকে স্যানিটেশন পণ্য স্থানীয় লোকজনের কাছে বিশেষত দুর্গম এলাকায় পৌঁছাতে সাহায্য করে। যদি স্যানিটেশন বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা বিঘ্নিত হয় তাহলে তা এই সকল মানুষের জীবিকা উপার্জনের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে এবং তাদের সেবা প্রদান করতে নিরুৎসাহিত করবে, পরিণামে তা উন্নত স্যানিটেশনে সকলের অভিগম্যতাকে হ্রাস করবে।

বিনিয়োগকারীগণ এবং আর্থিক সেবা প্রদানকারীগণ:

এই ভূমিকা পালনকারীরা কিছু পরিবারকে তাদের নিজেদের ল্যাট্রিন কিনতে সরাসরি সাহায্যের প্রস্তাব দিতে পারে এবং ল্যাট্রিন উৎপাদনকারীদের তাদের ব্যবসা প্রসারের মাধ্যমে আরো বেশি মানুষের কাছে পৌঁছানোর লক্ষ্যে ব্যবসায়িক ঋণ দিতে পারে। পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পৃক্ত সমস্যা সমাধানে ব্যবসায়িক মডেলগুলো সক্ষম হতে পারে এবং প্রাথমিক পুঁজি জোগান দেওয়ার মাধ্যমে এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে ব্যবসা শুরু করতে সাহায্য প্রদান করতে পারে।

২.৩
উন্নয়ন সেক্টর

মানবসম্পদ এবং সমাজকল্যাণমূলক সেবাসহ বাংলাদেশে উন্নয়ন সেক্টর এর একটি ভালো উপস্থিতি আছে, যা চাহিদা সৃষ্টি করতে এবং হতদরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে সাহায্য প্রদান করে। উন্নয়ন সেক্টরের উদ্দেশ্য হচ্ছে সাময়িক সহযোগিতা প্রদান করা যাতে সরকারি সংস্থা নিজে নিজে কাজ করে এবং সমাজ উন্নয়ন কর্মসূচি দায়িত্ব নিতে পারে। অপরদিকে সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বাড়তি পণ্য এবং সেবা যা প্রয়োজন হবে তা প্রাইভেট সেক্টরের কাছ থেকে ক্রয় করে জোগান দেয়া হবে। মধ্য আয়ের মর্যাদা অর্জন করার লক্ষ্যে বাংলাদেশের জন্য এটি খুবই জরুরি। স্যানিটেশন পণ্য এবং সেবাসমূহ বণ্টনের উদ্দেশ্যে উন্নয়ন সেক্টরের বর্তমান কার্যক্রমসমূহ অবশ্যই সরকারি সংস্থা এবং বেসরকারি সেক্টরের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে আলোকপাত করা উচিত।

ভূমিকা	সম্পদ	স্বার্থ	প্রয়োজনীয় উপকরণ অথবা সক্ষমতা
১. জনস্বাস্থ্য সম্পৃক্ত পণ্য এবং তথ্য সরবরাহে সাহায্য করা। ২. হতদরিদ্র এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে ভর্তুকি ল্যাট্রিন প্রদানের জন্য সরকারকে সাহায্য করা।	১. স্থানীয় এবং জাতীয় নেটওয়ার্ক ২. সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অভিজ্ঞতা এবং যন্ত্রপাতি। ৩. মনিটরিং পদ্ধতি। ৪. সমাজকল্যাণ ব্যবস্থা।	১. হতদরিদ্র এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে সাহায্য করার মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জন করা। ২. সামাজিক প্রয়োজনীয়তা পূরণের সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য বাংলাদেশে সহযোগিতার দীর্ঘ মেয়াদি লক্ষ্য অর্জন করা।	১. বেসরকারি সেক্টরের অংশগ্রহণের সম্ভাব্য সুযোগ এবং মূল্য সংযোজন সম্পর্কে ভালো উপলব্ধি। ২. টেকসই পদ্ধতিগুলোকে সমর্থনের উত্তম পন্থার স্বচ্ছ জ্ঞান।

২.৩.১
বিভিন্ন ধরনের অংশীদারগণের জন্য বিশেষ ভূমিকা:

মার্কেট ফ্যাসিলিটেটর:

শুরু থেকেই স্যানিটেশন মার্কেটিং পদ্ধতিকে কার্যকর রাখার জন্য স্যানমার্কের একজন মার্কেট ফ্যাসিলিটেটরের দরকার হয়। এই ভূমিকার মধ্যে রয়েছে বাজারকর্মীদের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান, নন-প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানকে তাদের দায়িত্বসীমার মধ্যে থেকে কিভাবে পরিচালনা করতে হয় তা শিখতে সহায়তা করা এবং মার্কেট বিচ্যুত বা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এমন কাজ (যেমন: এমন লোককে ভর্তুকি দেয়া যে সহায়তা ছাড়াই ক্রয় করতে সক্ষম) থেকে বিরত রাখতে সহায়তা করা। একজন মার্কেট ফ্যাসিলিটেটর স্যানিটেশন সেক্টর কর্মীদের নিয়ে আসতে পারে যখন এটা পারিভাষিক শব্দ, মানসম্মত আদর্শ অথবা সাধারণ গৃহীত বাস্তবায়ন পদ্ধতির মধ্য দিয়ে আসে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই ভূমিকা একটি এনজিও (বেসরকারি সংস্থা) পালন করে কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে সরকার পদ্ধতিটি পরিচালিত করতে পারে। দীর্ঘমেয়াদি স্থায়িত্বের জন্য সরকারি মালিকানা হলো আদর্শ এবং সর্বোপরি উন্নত স্যানিটেশন পণ্য এবং সেবার চাহিদা এবং জোগানের সমতার জন্য লোকজন, স্থানীয় ব্যবসায়ী এবং প্রস্তুতকারকের মধ্যে আগ্রহ তৈরি করা এবং কাজে পরিণত করার জন্য উদ্বুদ্ধ করার মতো সক্ষমতা ফ্যাসিলিটেটরের থাকতে হবে। বর্তমানে বাংলাদেশে কিছু এনজিও কর্মীরা ফ্যাসিলিটেটরের ভূমিকা পালন করছে, যেখানে তাদের অংশগ্রহণ বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে। এটাকে প্রাধান্য দিলে এই দলগুলো বর্তমানে যে ভূমিকা পালন করছে তা অব্যাহত রাখা সহজ হবে কিন্তু সমন্বয়ের মাধ্যমে করতে হবে। মার্কেট ফ্যাসিলিটেটরের (প্রায়শই এনজিও) উদ্দেশ্য থাকবে গরিব এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে সাহায্য করা, যা তারা নিয়মিত করছে। স্থানীয় অর্থনীতি শক্তিশালী করা এবং নির্ধারিত পরিবারগুলোকে টেকসই স্যানিটেশন পণ্য ও সেবা প্রদান করা। এনজিও মার্কেট ফ্যাসিলিটেটরের (যারা কেবলমাত্র স্বাস্থ্য ও সামাজিকভাবে দৃষ্টি রাখে) লক্ষ্য হলো প্রাইভেট সেক্টরের নেতৃত্বে একটি টেকসই স্যানিটেশন মার্কেট তৈরি করা।

স্বাস্থ্য ও সামাজিক উন্নয়নমূলক এনজিও এবং সুশীল সমাজ সংগঠন:

এনজিওগুলো তাদের উপকারভোগীদের মধ্যে “মানসম্মত পণ্য” এই বার্তা প্রচারের মাধ্যমে টেকসই স্যানিটেশন পদ্ধতির উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। যথাযথ বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তারা সঠিক ব্যক্তি নির্বাচনে অবদান রাখতে পারে, যাকে স্থানীয় উদ্যোক্তার কাছ থেকে মানসম্মত স্যানিটেশন পণ্য ক্রয় করার জন্য ভর্তুকি প্রদান করা হবে। তারা তাদের উপকারভোগীকে নিজেদের স্যানিটেশন পণ্য নিজেরাই ক্রয় করার জন্য উৎসাহিত করতে পারে এবং তাদের আর্থিক সেবা প্রদানকারীদের সাথে সংযুক্ত করে দিতে পারে যাতে এই আর্থিক সেবাদানকারীগণ সুবিধাভোগীদের ল্যাট্রিন ক্রয় করতে সাহায্য করে। সর্বশেষে, জরুরি সেবাপ্রদান অবস্থায় ল্যাট্রিন ক্রয় এবং নির্মাণের কাজে এনজিওগুলো স্থানীয় প্রাইভেট সেক্টরগুলোর সাথে কাজ করতে পারে।

দাতাগণ:

‘স্যানমার্ক’ বাস্তবায়িত হচ্ছে এরকম অনেক দৃষ্টান্ত থাকা সত্ত্বেও ধারণাটি এখনো পর্যন্ত উন্নত শিল্পের কাছে পরিচিত নয়। যদিও এই পদক্ষেপটি উন্নত স্যানিটেশনের স্থায়িত্ব এবং ব্যাপক পরিসর বৃদ্ধির উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে, তথাপি সফল বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দুটি প্রধান বাধা চিহ্নিত হয়েছে, এগুলো হলো: (১) এনজিওসমূহের স্বাস্থ্য ও সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচির গতানুগতিক পদ্ধতি স্যানমার্কের স্থায়িত্বের প্রচেষ্টার সাথে সাংঘর্ষিক হতে পারে এবং (২) তহবিল প্রদানের কৌশল এবং প্রভাব পরিমাণের নির্দেশক যা গতানুগতিক উন্নয়ন কর্মসূচিসমূহে ব্যবহৃত হয়, সেগুলো স্যানিটেশন মার্কেটিং সম্পর্কিত প্রকল্পগুলোর জন্য যথাযথ হবে না। দাতাগণ মার্কেট ফ্যালিসিটেটরকে সহায়তার মাধ্যমে তাদের স্যানমার্কের বিষয়ে অবহিত করতে পারে এবং এই নতুন পদক্ষেপটিকে তাদের তহবিল এবং রিপোর্টিং পদ্ধতির সাথে মিল করার মাধ্যমে এই বাধাগুলোকে দূর করতে পারে। অন্যান্য উন্নত প্রকল্পের দাতাগণও তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী “স্যানমার্ককে” তাদের প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে গ্রহণ করে সাহায্য করতে পারে।

শন মার্কেটিং নির্দেশিকা'র আরও তথ্যের জন্য
যোগ করুন:

আন্তর্জাতিক এবং জাতিসংঘের সংস্থাসমূহ:

যদিও ডিপিএইচই দেশের স্যানিটেশন সম্পৃক্ত কার্যক্রমসমূহ দেখাশোনা করার জন্য নেতৃত্বদানকারী এবং দায়িত্বশীল সরকারি সংস্থা তথাপি বাংলাদেশে স্যানমার্কের সফল বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন সরকারি বিভাগ/সংস্থাসমূহের সাহায্য-সহযোগিতা প্রয়োজন। স্যানিটেশন মার্কেটিং ও তহবিল ব্যবস্থার অন্যান্য সরকারি সংস্থাগুলোর ভূমিকা ও দায়িত্ব কর্তব্যগুলো উদঘাটন করার জন্য আন্তর্জাতিক এবং জাতিসংঘের সংস্থাসমূহ বাংলাদেশ সরকারকে সাহায্য করতে পারে। সংশ্লিষ্ট নীতিমালাসমূহের উন্নয়নে এবং নিরাপদভাবে স্যানিটেশন কভারেজের উন্নয়নে এবং সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য প্রভাব নির্ণয়ে সরকার উপদেষ্টার ভূমিকা পালন করতে পারে। এই প্রতিষ্ঠানসমূহ স্যানমার্কের সফল বাস্তবায়নে (যেমন: এনজিও এবং দাতা সংস্থার মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ) বিভিন্ন সেক্টর প্রতিনিধিদের মধ্যে সমন্বয় সাধনেও সহায়তা করতে পারে।

অধ্যায়-৩:

মানসম্মত পণ্যের মানদণ্ড

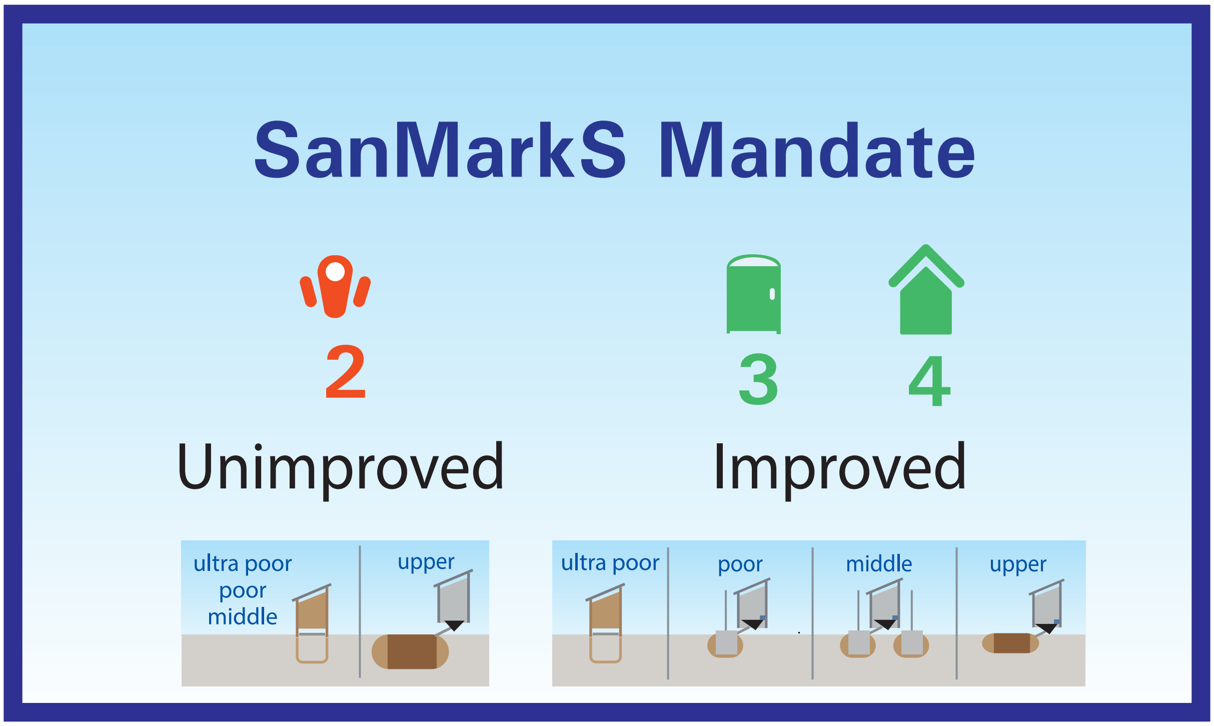

৩.১ পর্যালোচনার জন্য সহায়ক দলিলসমূহ:

নিম্নে বর্ণিত সহায়ক দলিলসমূহ উন্নত ল্যাট্রিন সম্পর্কে একটি দ্রুত পর্যালোচনা করার সুযোগ দিবে। এই দলিলে স্যানিটেশন পণ্যের বাজারজাতকরণের বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং এই বিষয়ের উপর অনেকগুলো কারিগরি বিষয়াদি ইতিমধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। পাঠকবৃন্দকে গুণগত মানদণ্ড এবং প্রযুক্তি নির্বাচন, স্থাপন এবং রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে অধিক তথ্যের জন্য নিম্নলিখিত দলিলসমূহ দেখার জন্য পরামর্শ দেওয়া হলো।

১. "পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন: গ্রামীণ এবং স্বল্প আয়ের শহুরে জনগোষ্ঠীর জন্য", এম. ফিরোজ আহমেদ, মো: মুজিবুর রহমান, আইটিএন-বাংলাদেশ (জুন-২০০০)।

২. "এ গাইডলাইন টু দি ডেভেলপমেন্ট অব অন-সাইট স্যানিটেশন", আর ফ্রান্সিস, জে. পিকফোর্ড এন্ড আর. রিড, ওয়াটার ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (ডব্লিউইডিসি), লাফবোরাও ইউনিভার্সিটি, ইউকে এন্ড ওয়ার্ল্ড হেল্থ অরগানাইজেশন, জেনেভা (১৯৯২)।

৩. "লো-কস্ট স্যানিটেশন, এ ডব্লিউইডিসি পোস্টগ্রাজুয়েট মডিউল", বব রিড, ওয়াটার ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (ডব্লিউইডিসি) লাফবোরাও ইউনিভার্সিটি, ইউকে (২০১১)।

৩.২ প্রযুক্তি (পরিপূর্ণ ল্যাট্রিন প্যাকেজ)

- সকল প্যাকেজে পয়ঃবর্জ্য জমা হওয়ার ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত।
- সকল প্যাকেজে একটি কার্যকরি ওয়াটারসিল থাকা উচিত।
- সকল অফসেট প্যাকেজে একটি বায়ু চলাচল নল অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত।
- সকল প্যাকেজে একটি মধ্যবর্তী শক্ত পাটাতন থাকা উচিত।
- সকল প্যাকেজে আলো এবং বায়ু চলাচলসহ একটি শক্ত উপরি কাঠামো থাকা উচিত।
- সকল প্যাকেজে একটি হাত ধোয়ার স্থান অন্তর্ভুক্তি থাকা উচিত।

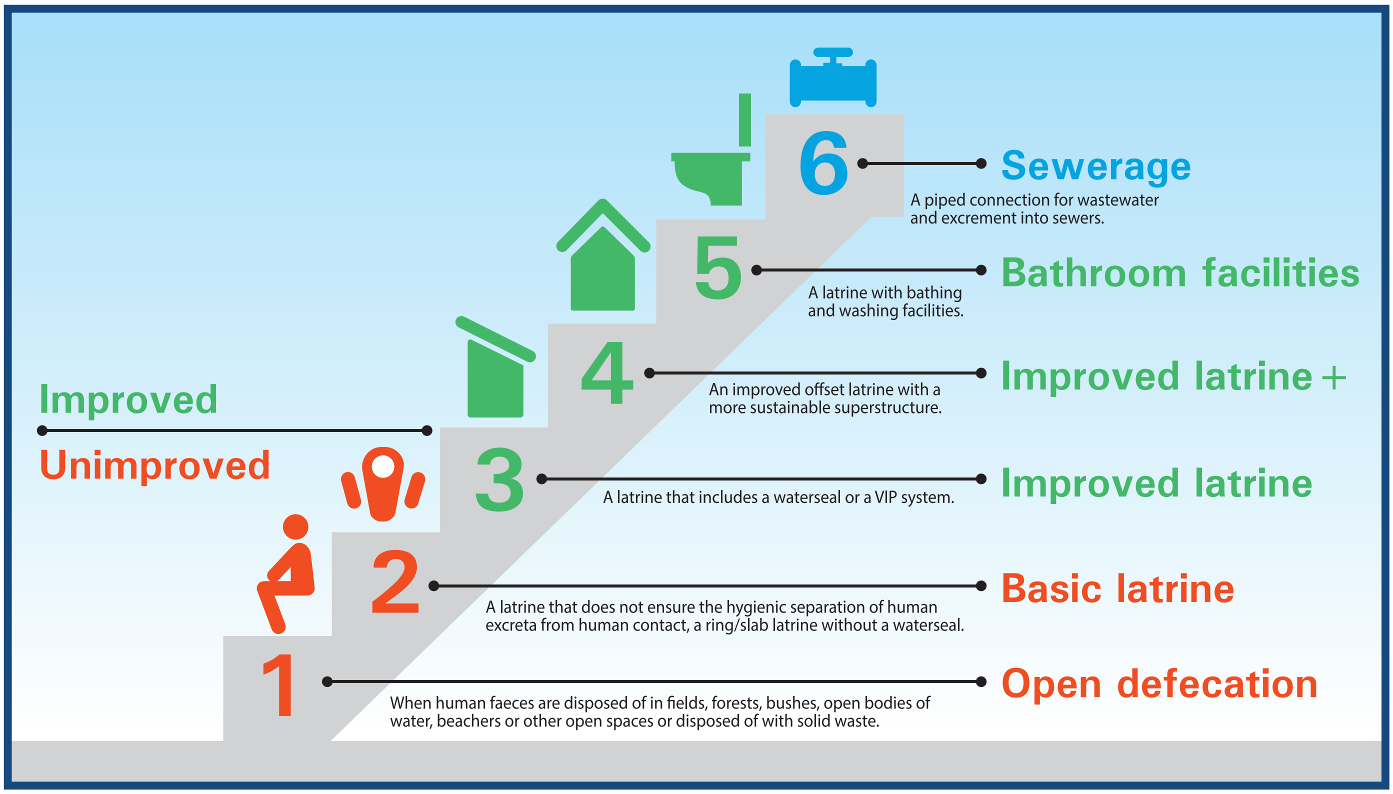

৩.৩
উপাদানসমূহ

- উপাদানগুলো অবশ্যই টেকসই/মজবুত পদার্থ দিয়ে তৈরি হতে হবে যেন সহজে ফেটে এবং ভেঙ্গে না যায়।
- উপাদানগুলো অবশ্যই একসাথে স্থাপনের জন্যে তৈরি হতে হবে।
- উপাদানগুলো অবশ্যই একসাথে লাগানো থাকবে যেন ভেঙ্গে অথবা আলাদা না হয়ে যায়। আঠার ব্যবহারকে নিরুৎসাহিত করা হয়, অনেক সময় এটি উপাদানটির জীবনকালব্যাপী কার্যকর থাকে না। ফাটল এবং ভাঙন রোধ করার জন্য প্লাস্টিক উপাদানে ধাতব স্ক্রু-এর ব্যবহারকে নিরুৎসাহিত করা হয়।
- উপাদানগুলো পয়ঃবর্জ্য প্রবাহকে কোনোভাবেই বাধাগ্রস্ত করবে না।

৩.৪
স্থাপন

- টয়লেটগুলো এভাবে স্থাপন করতে হবে যাতে আধারগুলোর (পিট অথবা সেপটিক ট্যাংক) নিকট পয়ঃবর্জ্য খালি করার জন্য সহজেই পৌঁছে যায়।
- টয়লেট স্থাপনের জন্য একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত রাজমিস্ত্রিকে নিয়োজিত করার পরামর্শ দেওয়া হয়।
- টয়লেটগুলো হস্তচালিত নলকূপ থেকে কমপক্ষে ৩০ ফিট দূরে স্থাপন করা উচিত, কিন্তু মাটির অবস্থার উপর ভিত্তি করে এটি ভিন্ন রকম হতে পারে।
- টয়লেটগুলো গৃহের কাছাকাছি স্থাপন করা উচিত যাতে সহজে ব্যবহার করা যায় এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়।
- টয়লেটের মধ্য স্থাপনা থেকে ভিত্তি পর্যন্ত ঢালু থাকা উচিত।

৩.৫
রক্ষণাবেক্ষণ:

- টয়লেটের মধ্য স্থাপনাটি সপ্তাহে কমপক্ষে একবার পরিষ্কার করা উচিত (ব্রাশ, ক্লিনিং পাউডার/লিকুইড ব্যবহারের মাধ্যমে)।
- ওয়াটারসিল নষ্ট হলে বা হারিয়ে গেলে পুনরায় স্থাপন করা উচিত। পিটটি সাধারণত (৬-১২) মাসের মধ্যে এবং সেপটিক ট্যাংক ২-৩ বছর পর পর যান্ত্রিক উপায়ে খালি করা উচিত (কত দিন পর পর খালি করতে হবে তা টয়লেটের নকশার উপর নির্ভর করবে)।

অধ্যায় ৪:

স্যানিটেশন মার্কেটিং নির্দেশনাসমূহ

পণ্য সংক্রান্ত নির্দেশনা

১. **তিনটি রিং ও একটি স্লাব এই অবস্থা থেকে এগিয়ে যেতে হবে:** নতুন সানিটেশন পণ্য বিশেষ করে অফ-সাইট মডেলের ডিজাইনের ক্ষেত্রে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা অথবা নির্মাণের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো বিবেচনা করা এবং মান উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তার স্বীকৃতি দেওয়া।

২. **ক্রেতাকে বিভিন্ন অপশন দেওয়া:** বিভিন্ন দামের বিভিন্ন প্রকারের স্যানিটেশন প্যাকেজ মজুদ রাখা, তার প্রচার করা এবং ক্রেতাগণকে বিভিন্ন প্যাকেজের তুলনামূলক বিষয়গুলো সম্পর্কে অবহিত করা।

৩. **ক্রয়-পরবর্তী বিভিন্ন ধরনের সেবা ও সহায়তা প্রদান করা:** ক্রেতাগণকে ক্রয়-পরবর্তী বিভিন্ন ধরনের সেবা (যেমন: রিং স্লাব পরিবহন, টয়লেট স্থাপন, পরিষ্কারকরণ, মেরামত এবং মান উন্নয়ন) প্রদান করা অথবা এই সমস্ত সেবা কোথায় পাওয়া যাবে তার নির্দেশনা প্রদান করা।

৪. **গুণগত মান অক্ষুণ্ন রাখা:** টেকনোলজি, উপকরণ, স্থাপন ইত্যাদি বিবেচনায় স্যানিটেশন পণ্যের গুণগত মান যাচাই এবং বজায় রাখা।

৫. **নজরদারিকরণকে মূলধারায় নিয়ে আসা:** জাতীয় পর্যায়ে উন্নত স্যানিটেশনের কভারেজ নির্ণয়ের জন্য কভারেজের তথ্য শেয়ার করা।

১. **তিনটি রিং ও একটি স্লাব এই অবস্থা থেকে এগিয়ে যেতে হবে:** নতুন স্যানিটেশন পণ্য বিশেষ করে অফ-সাইট মডেলের ডিজাইনের ক্ষেত্রে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা অথবা নির্মাণের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো বিবেচনা করা এবং মান উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তার স্বীকৃতি দেওয়া।

	সরকারি সংস্থা	উন্নয়ন সংস্থা	বেসরকারি সংস্থা
কে	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	দাতা সংস্থা এবং এনজিওসমূহ	নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান/কোম্পানি, ডিলার, খুচরা বিক্রেতা, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, ল্যাট্রিন নির্মাতা এবং বিক্রয় প্রতিষ্ঠান
কোথায়	সকল পর্যায়ে	সকল পর্যায়ে	সকল পর্যায়ে
কেন	সরাসরি পিট ল্যাট্রিনের পরিবর্তে উদ্ভাবনী স্যাটো প্যান সফলভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে, কারণ সরাসরি পিট ল্যাট্রিন সঠিকভাবে পয়ঃবর্জ্যের ব্যবস্থাপনা করতে পারে না। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ৬.২ অর্জন এবং নিরাপদে পয়ঃবর্জ্যের ব্যবস্থাপনাকে বিস্তৃত করার জন্য আমাদের অফ-সাইট পিট ল্যাট্রিনের বিভিন্ন অপশন ডিজাইন এবং এর ব্যবহার বিস্তৃত করাকে উৎসাহিত করা প্রয়োজন।		বিভিন্ন ধরনের স্যানিটেশন পণ্যের বাণিজ্যিকীকরণ বলতে কোম্পানি গুলোর জন্য মার্কেটে তাদের উপযুক্ত অবস্থান তৈরি করা এবং নতুন নতুন ক্রেতার কাছে পৌঁছার বিশাল সুযোগ সৃষ্টি হওয়াকে বুঝায়।
কিভাবে	১. জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর বিভিন্ন ধরনের ল্যাট্রিন প্যাকেজের স্থায়িত্ব এবং নিরাপদে বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে বিবেচনায় নিয়ে উপকারিতা মূল্যায়ন করতে পারে, তারপর তাদের সুপারিশগুলো স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান এবং এনজিওদের সাথে শেয়ার করতে পারে। ২. আঞ্চলিক অথবা স্থানীয় পর্যায়ে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও এনজিওদের ভূগর্ভস্থ পানির অবস্থানের ভিত্তিতে পিট ল্যাট্রিনের রিং-এর সঠিক সংখ্যা কত হবে তা সুপারিশ করতে পারে। ৩. যে সমস্ত ল্যাট্রিন প্যাকেজগুলোর স্থায়িত্ব বেশি এবং নিরাপদে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করতে পারে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সেই সকল প্যাকেজ নিজেরা ক্রয় করে ভর্তুকি হিসেবে জনগণের মধ্যে বিতরণ করতে পারে। ৪. যে সমস্ত ল্যাট্রিন উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ মানসম্পন্ন প্রযুক্তির সক্রিয়ভাবে প্রচলন ঘটায় তাদের সনদ প্রদান করতে পারে।	১. এনজিওরা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সুপারিশ ও মানদণ্ডের ভিত্তিতে মানসম্পন্ন প্রযুক্তিগুলোর স্বল্পমূল্যে বিতরণের প্যাকেজগুলো ডিজাইন করতে পারে। ২. জনসচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম পরিচালনার সময় এনজিওগুলো প্যান ও ওয়াটারসিলের গুণগত মান, নিরাপদ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং সঠিক উপায়ে নির্মাণ বিষয়গুলোকে বাড়তি গুরুত্ব প্রদান করতে পারে। ৩. এনজিওগুলো স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যৌথভাবে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নির্ণয় করতে পারে এবং এই তথ্যের ভিত্তিতে পিট ল্যাট্রিনের রিং-এর সংখ্যা কত হবে তা নির্ধারণ করতে পারে। ৪. আংশিক ভর্তুকির ক্ষেত্রে এনজিওরা ঐ সমস্ত ল্যাট্রিন মডেলগুলো প্রচার করতে পারে যেগুলোর মান উন্নয়নের সুযোগ রয়েছে। ৫. দাতা সংস্থাগুলো তাদের ওয়াশ কর্মসূচির আওতাধীন ল্যাট্রিনগুলোর জন্য মানসম্পন্ন ল্যাট্রিনের মানদণ্ড অর্জনের বিষয়টি বাধ্যতামূলক করতে পারে।	১. নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানগুলো স্থানীয়ভাবে নিরাপদে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং ল্যাট্রিন স্থাপন বিষয়গুলো বিবেচনা করে ল্যাট্রিন প্রযুক্তির উপর গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে। ২. ল্যাট্রিন নির্মাতা প্রতিষ্ঠানগুলো জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে সবচেয়ে ভালো ল্যাট্রিন প্যাকেজের বিষয়ে নির্দেশনা চাইতে পারে।

২. **ক্রেতাকে বিভিন্ন অপশন দেওয়া:** বিভিন্ন দামের বিভিন্ন প্রকারের স্যানিটেশন প্যাকেজ মজুদ রাখা, তার প্রচার করা এবং ক্রেতাগণকে বিভিন্ন প্যাকেজের তুলনামূলক বিষয়গুলো সম্পর্কে অবহিত করা।

	সরকারি সংস্থা	উন্নয়ন সংস্থা	বেসরকারি সংস্থা
কে	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ	এনজিও	ডিলার, খুচরা বিক্রেতা এবং ল্যাট্রিন নির্মাতা প্রতিষ্ঠান
কোথায়	স্থানীয় পর্যায়ে	স্থানীয় পর্যায়ে	আঞ্চলিক এবং স্থানীয় পর্যায়ের খুচরা বিক্রয়কেন্দ্র এবং ল্যাট্রিন নির্মাতা প্রতিষ্ঠান
কেন	স্থায়িত্ব, স্বাস্থ্য এবং মানবাধিকারের জন্য এটা গুরুত্ব বহন করে। যদি লোকজনকে নিয়মিতভাবে বলা হয় যে, তারা ক্রয় করতে পারবে না, তাহলে তারা কখনোই ক্রয় করবে না; যদিও তাদের সামর্থ্য থাকে। যদি মার্কেটে বিভিন্ন ধরনের উন্নত ল্যাট্রিন থাকে, তাহলে কোনো পরিবার যদি কোনো এক ধরনের উন্নত ল্যাট্রিন ক্রয়ের সামর্থ্য না রাখে, তাহলে তার ভিন্ন আরেক ধরনের ল্যাট্রিন ক্রয় করতে পারে। বিভিন্ন আয়ের লোকজনের বিভিন্ন ধরনের ল্যাট্রিনের জন্য অর্থ ব্যয় করা দরকার, অন্যথায় কোম্পানিগুলো বিভিন্ন ধরনের ল্যাট্রিন উৎপাদন বন্ধ করে দেবে এবং তারা সমুদয় দায়ভার সরকারি ও উন্নয়ন সংস্থার উপর বার্তাবে। গবেষণায় দেখা যায়, যে সমস্ত লোকজন তাদের ল্যাট্রিনের জন্য অর্থ ব্যয় করে তাদের ল্যাট্রিন ব্যবহারের সম্ভাবনা খুব বেশি থাকে। এই কারণে ল্যাট্রিনের ব্যবহার বাড়ানোর জন্য লোকজনের অর্থ ব্যয় করা প্রয়োজন। সর্বোপরি জনগণ কিভাবে তাদের টাকা ব্যয় করবে জনগণের সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার রয়েছে। জনগণ যদি না চায় তাহলে তাদের কম দামি ল্যাট্রিন পণ্য কিনতে অথবা গ্রহণ করতে বাধ্য করা যাবে না।		ক্রেতাদের আয়ের এবং পছন্দের ভিন্নতা রয়েছে। যদি ডিলার, খুচরা বিক্রেতা এবং ল্যাট্রিন নির্মাণ প্রতিষ্ঠানগুলো অনেক ধরনের মানসম্পন্ন ল্যাট্রিন পণ্য মজুদ রাখে এবং বিভিন্ন ধরনের ল্যাট্রিন পাকেজ উপস্থাপন করে তাহলে খুব সম্ভাবনা থাকে যে তাদের মুনাফা বেশি হবে। একজন ল্যাট্রিন নির্মাতা যদি শুধুমাত্র খুব দামি পণ্য মজুদ রাখে তাহলে সকলের কাছে তা বিক্রয় করতে পারবে না। পক্ষান্তরে, যদি তারা শুধুমাত্র কম দামি ল্যাট্রিন পণ্য মজুদ রাখে তাহলে তাদের মুনাফা কম হবে, যেটা তারা দামি পণ্য বিক্রয় করে অর্জন করতে পারতো।
কিভাবে	১. অনেক বেশি সংখ্যক ভর্তুকি গ্রহীতাকে প্রদানের চেয়ে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে ভর্তুকি গ্রহীতা নির্ণয়ের উপর গুরুত্বারোপ করা জরুরি। ২. ভর্তুকি সেবা গ্রহীতা নির্ণয়, সেবা প্রদান/সরবরাহ এবং জবাবদিহিতার যথাযথ পদ্ধতি উদ্ভাবনের জন্য সম্পদ ব্যয় করতে হবে এবং জনগণ তাদের অর্থ ব্যয় করবে কিনা তার সিদ্ধান্ত দেওয়ার ক্ষমতা জনগণকে দিতে হবে। ৩. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কর্তাব্যক্তিগণ কিভাবে সবচেয়ে ভালো উপায়ে স্বল্পমূল্যের সেবা গ্রহীতা নির্ণয় করবে সে বিষয়ে তাদের প্রশিক্ষণের জন্য জনবল ও আর্থিক সম্পদ বরাদ্দ করতে হবে। ৪. বিভিন্ন ধরনের ল্যাট্রিন পণ্য এবং ঐ পণ্য সম্পর্কিত তথ্য সরবরাহ করার মাধ্যমে জনগণকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করা।	১. বিভিন্ন ধরনের মানসম্পন্ন পণ্য মজুদ রাখা এবং বিভিন্ন দামের প্যাকেজ উপস্থাপন করা। ২. এটা স্মরণ রাখতে হবে যে পণ্যের দামের ক্ষেত্রে তারতম্য থাকতে পারে, কিন্তু গুণগত মানের তেমন একটা তারতম্য হবে না। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত গুণগত মান সম্পর্কে জানতে হবে যা অধ্যায় ৩-এ উল্লেখ রয়েছে। ৩. স্মরণ রাখতে হবে যে কম দামে কোনটা সবচেয়ে ভালো হবে সেই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য জনগণকে সহায়তা করছো/করা হচ্ছে।	১. উৎপাদনকারী ফার্মগুলি ল্যাট্রিনের প্রযুক্তি ও বিভিন্ন উপাদানসমূহের ওপর গণনা ও উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে যাতে ল্যাট্রিন স্থাপন, নিরাপদ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, ব্যবহার ও স্থায়িত্ব সম্পর্কিত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সহায়ক হবে। ২. ল্যাট্রিন উৎপাদনকারীগণ সর্বোৎকৃষ্ঠ ল্যাট্রিন প্যাকেজ উৎপাদনের জন্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান এবং ডিপিএইচ'র নির্দেশনা গ্রহণ করতে পারে।

৩. **ক্রয়-পরবর্তী বিভিন্ন ধরনের সেবা ও সহায়তা প্রদান করা:** ক্রেতাগণকে ক্রয়-পরবর্তী বিভিন্ন ধরনের সেবা (যেমন: রিং স্লাব পরিবহন, টয়লেট স্থাপন, পরিষ্কারকরণ, মেরামত এবং মান উন্নয়ন) প্রদান করা অথবা এই সমস্ত সেবা কোথায় পাওয়া যাবে তার নির্দেশনা প্রদান করা।

	সরকারি সংস্থা	উন্নয়ন সংস্থা	বেসরকারি সংস্থা
কে	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	এনজিও	ল্যাট্রিন নির্মাতা
কোথায়	স্থানীয় পর্যায়ে	স্থানীয় পর্যায়ে	স্থানীয় পর্যায়ে
কেন	একটি ল্যাট্রিনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এর স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ। জনগণকে ল্যাট্রিনের গুণগত মান সম্পর্কে সঠিক তথ্য প্রদানের/শেয়ারের মাধ্যমে ত্রুটিপূর্ণ পদ্ধতিতে স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ জনিত জনস্বাস্থ্য বিষয়ক সমস্যা দূর করতে সরকারি ও উন্নয়ন সংস্থাসমূহ জনগণকে সাহায্য করতে পারে।		ল্যাট্রিন বিক্রয়ের সাথে সাথে জনগণকে বাড়তি সেবা প্রদানের মাধ্যমে ল্যাট্রিন নির্মাতা ও রাজমিস্ত্রিদের জন্য বাড়তি আয়ের বিশাল সুযোগ রয়েছে। এটি সেবা প্রদানকারীদের এবং একই সাথে জনগণের স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও পরিবেশ উন্নয়নের জন্য উপকারী। এই সেবার আওতায় উন্নত ল্যাট্রিন নিরাপদ উপায়ে স্থাপন, প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ল্যাট্রিনের মেরামত অথবা অনেক সময় ধরে ব্যবহৃত ল্যাট্রিনের মান উন্নয়ন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
কিভাবে	১. স্থানীয় পর্যায়ে ল্যাট্রিন স্থাপন, মেরামত এবং পরিষ্কারকরণ সেবা প্রদানকারীদের একটি তালিকা প্রস্তুত করা। ২. ঐ সমস্ত সেবা প্রদানকারীদের (সম্ভব হলে) সনদ প্রদান করা এবং জনগণকে তাদের সেবা গ্রহণের জন্য উৎসাহিত করা। ৩. এই সমস্ত সেবা প্রদানকারীদের এনজিও, কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, অথবা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান যারা তাদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করতে পারে তাদের সঙ্গে যুক্ত করে দেয়া।	১. জনসচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম/অনুষ্ঠানে সঠিক উপায়ে ল্যাট্রিন নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা।	১. ল্যাট্রিন ক্রয়ের পর থেকে জনগণ ল্যাট্রিন নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের কাছে যে সমস্ত সেবা চাইতে পারে তার সম্ভাব্য সকল বিষয় বিবেচনায় রাখতে হবে এবং এই সমস্ত সেবার জন্য একটা সহনীয় মূল্য ধার্য করতে হবে। ২. এই সমস্ত সেবা প্রদানকারীরা মার্কেটিং অথবা বিক্রয় প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণকে তাদের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সম্পর্কে জানানোর চেষ্টা করতে পারে। ৩. ল্যাট্রিন নির্মাতা প্রতিষ্ঠান যদি নিজে এই সেবা প্রদান না করে তাহলে অন্য যারা এই সেবা প্রদান করে ক্রেতাকে তাদের সন্ধান দিতে পারে।

৪. **গুণগত মান অক্ষুণ্ন রাখা:** টেকনোলজি, উপকরণ, স্থাপন ইত্যাদি বিবেচনায় স্যানিটেশন পণ্যের গুণগত মান যাচাই এবং বজায় রাখা।

	সরকারি সংস্থা	উন্নয়ন সংস্থা	বেসরকারি সংস্থা
কে	সরকার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অথবা উন্নয়ন সংস্থার সহায়তায় (যেমন: জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের ডিজাইন বিভাগ, গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগ, স্যানিটেশন সেক্রেটারিয়েট ইত্যাদি)।	দাতা সংস্থা এবং এনজিও	প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান, ল্যাট্রিন নির্মাতা প্রতিষ্ঠান
কোথায়	জাতীয় পর্যায়ে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের নেতৃত্বে এবং স্থানীয় পর্যায়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে।	স্থানীয় পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করা। আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে তথ্য সন্নিবেশ করা।	জাতীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ে
কেন	বছরের পর বছর ধরে নিম্নমানের স্যানিটেশন পণ্য বাজারে বিদ্যমান থাকায় স্যানিটেশনের জন্য জনস্বাস্থ্যজনিত সমস্যা স্থায়ী রূপ লাভ করেছে, ফলে উন্নত স্যানিটেশন কভারেজের উন্নয়ন সূচক নিম্নগামী হচ্ছে। অনুন্নত স্যানিটেশনের বিরূপ প্রভাব জনস্বাস্থ্যের বাইরে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনেও দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য অন্তরায়। প্রতি বছর জিডিপি ৫ শতাংশ কমার জন্য অনুন্যত স্যানিটেশন দায়ী। উন্নত স্যানিটেশন কভারেজকে নিশ্চিত করার জন্য অবশ্যই আমাদের বাজারে ল্যাট্রিন পণ্যের মান নিশ্চিত করার মাধ্যমে ত্রুটিপূর্ণ ল্যাট্রিনের ব্যাপকতা কমাতে হবে।	হতদরিদ্র ও প্রতিকূল পরিবেশে বসবাসকারীদের মাঝে এনজিওরা সবচেয়ে বেশি ল্যাট্রিন বিতরণ করে থাকে। তারা জনগণকে এইভাবে প্রভাবিত করে যে, তারা স্বল্পমূল্যে ভর্তুকি সেবা দেবে না কারণ তারা যে প্রযুক্তিটি প্রদান করেছে ঐ কমিউনিটিতে তার একটা মান নির্ধারিত আছে। কমিউনিটিতে তাদের প্রভাবের পাশাপাশি তাদের এ দায়িত্বও রয়েছে যে, ঐ সমস্ত প্রযুক্তিগুলোই প্রদান করা যেগুলোর স্বাস্থ্যের উপর উপকারী প্রভাব রয়েছে।	বর্তমানে বাজারের অধিকাংশ ল্যাট্রিনগুলো নিম্নমানের এবং তা সহজে ভেঙে যায়। যে সমস্ত কোম্পানি মানসম্পন্ন পণ্য তৈরি করে তাদের একটি বাড়তি চাহিদা আছে যা দিনে দিনে বৃদ্ধি পাবে। যেহেতু সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম ক্রেতাদের মানসম্পন্ন পণ্য ক্রয়ের দিকে উৎসাহিত করেছে। একইসাথে সরকারিভাবে বিভিন্ন নীতিমালা, প্রশিক্ষণ এবং সনদ প্রদানের মাধ্যমে ল্যাট্রিনের গুণগতমানের মানদণ্ড তৈরি হচ্ছে। সেক্ষেত্রে ল্যাট্রিন নির্মাতাদের উপর গুণগতমান বজায় রাখার চাপ বিদ্যমান থাকবে। একইভাবে, সরকারি ও উন্নয়ন সংস্থাগুলো থেকে স্যানিটেশনের ব্যাপারে ক্রমবর্ধমান বার্তা প্রদানের মাধ্যমে ক্রেতারা আরো শিক্ষিত হয়ে উঠবে এবং যে সমস্ত সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান (ল্যাট্রিন নির্মাতা) নিম্নমানের পণ্য ও সেবা প্রদান করে তারা তাদের ব্যবসা হারাবে।
কিভাবে	১. জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর অথবা অন্য কোনো যথাযথ কর্তৃপক্ষ বিদ্যমান ল্যাট্রিন অথবা নতুন পণ্যের (বিভিন্ন অংশ বা প্রযুক্তি) পুনঃমূল্যায়ন করার জন্য একটি কমিটি গঠন করতে পারে। এই কমিটি প্রতিবছর অথবা প্রতি দুই বছর পর পর নিয়মিত আলোচনায় বসতে পারে। ২. এই কমিটি অনুমোদিত পণ্যগুলোকে সরকারি নথির মাধ্যমে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান এবং এনজিওর সঙ্গে শেয়ার করতে পারে এবং ডিপিএইচই ওয়েব সাইটে প্রচারের মাধ্যমে জনগণের কাছে উন্মুক্ত করতে পারে। ৩. সরকারি নথিতে কোনো পরিবর্তন হলে এই কমিটি যথাযথ মাধ্যমে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে অবহিত করবে। ৪. যে সমস্ত ল্যাট্রিন নির্মাতারা অনুমোদিত পণ্য মজুদ রাখে এবং নিরাপদে ও সঠিকভাবে ল্যাট্রিন স্থাপনে সক্ষম, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান তাদের সনদ প্রদানের মাধ্যমে মান নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করতে পারে। ৫. জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, উপজেলা পরিষদ ও সনদধারী ল্যাট্রিন নির্মাতাদের সঙ্গে নিয়ে অদক্ষ ল্যাট্রিন নির্মাতাদের জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে, যাতে ল্যাট্রিন স্থাপনের সময় সৃষ্ট দুর্ঘটনা কমানো যায়।	১. এনজিও মানসম্পন্ন স্যানিটেশনের জন্য তাদের নিজস্ব ক্রয় নীতিমালায় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের মানদণ্ড অনুসরণ করবে। শুধুমাত্র এই সমস্ত মানসম্পন্ন প্রযুক্তিগুলোই ক্রয় করে মজুদ করবে এবং বিতরণ করবে। ২. মানসম্পন্ন স্যানিটেশন পণ্যের জন্য তারা তাদের প্রচারমূলক কর্মকাণ্ডে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের মানদণ্ড প্রচার করবে। ৩. দাতা সংস্থা এবং এনজিও উভয়েই তাদের প্রকল্পের স্যানিটেশনের তথ্য শেয়ার করার মাধ্যমে মনিটরিংয়ে অবদান রাখবে।	১. নেতৃত্বস্থানীয় ফার্মগুলো তাদের অভ্যন্তরীণ পণ্য ডিজাইন ও বাণিজ্যিকীকরণ পদ্ধতিতে সরকারি বিধিপালনে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের মানদণ্ড অনুসরণ করবে। ২. ল্যাট্রিন নির্মাতাদের স্থাপনের মানদণ্ড অনুসরণ করতে হবে। এই সমস্ত মানদণ্ডের সঙ্গে রাজমিস্ত্রিদের পরিচিত করতে হবে। স্থানীয় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ও ইউনিয়ন পরিষদ অফিসের সহায়তায় তারা মানদণ্ড সম্পর্কে পরিচিত হতে পারে। ৩. ল্যাট্রিন নির্মাতারা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কাছে সনদও চাইতে পারে। ৪. পরিশেষে ল্যাট্রিন নির্মাতারা যখন ক্রেতার কাছে পণ্য বিক্রয় করবে তখন তারা তাদের গুণগত মান রক্ষায় অঙ্গীকার ঠিক রাখবে। তারা ক্রেতাদের কাছে ব্যাখ্যা করবে, কেন তাদের পণ্য অন্যের তুলনায় ভালো।

৫. **নজরদারিকরণকে মূলধারায় নিয়ে আসা:** জাতীয় পর্যায়ে উন্নত স্যানিটেশনের কভারেজ নির্ণয়ের জন্য কভারেজের তথ্য শেয়ার করা।

	সরকারি সংস্থা	উন্নয়ন সংস্থা	বেসরকারি সংস্থা
কে	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় জাতীয় পর্যায়ে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	দাতা সংস্থা এবং এনজিও	
কোথায়	সকল পর্যায়ে	সকল পর্যায়ে	
কেন	একটি গ্রামের রাস্তা ধরে হাঁটার সময় ভাঙা প্যান এবং ভাঙা ওয়াটারসিল অথবা পরিবারগুলি ল্যাট্রিন ব্যবহার করছে না এই চিত্র দেখা যায়। যখন একাধিক প্রতিষ্ঠানকে মনিটরিংয়ের দায়িত্ব দেওয়া হবে তখন বিভিন্ন ধরনের মনিটরিংয়ের সূচক ব্যবহার হতে পারে এবং ফলাফল সকলের সম্মুখে প্রকাশ নাও হতে পারে। এছাড়াও একই কাজ অনেকে করার ফলে সম্পদের অপচয় হতে পারে। সরকারি প্রতিষ্ঠান মনিটরিং কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধন করার ক্ষমতা রাখে এবং বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের কাছে তথ্য সংগ্রহ করে একত্র করতে পারে।	দেশব্যাপী স্যানিটেশনের কভারেজ এবং মান নিরূপণের ব্যাপক কাজ করার জন্য সরকারি প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় সম্পদ ও লোকবল উভয়েরই অভাব রয়েছে। এই মুহূর্তে এনজিওরা স্থানীয় পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ করার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা তাদের নিজেদের জন্য অথবা তাদের দাতা সংস্থার জন্য এই কাজটি ইতিমধ্যেই করছে। উন্নয়ন সংস্থাসমূহ স্যানিটেশনের তথ্য যাচাই এবং কেন্দ্রীয় প্লাটফর্মে তথ্য শেয়ার করার মাধ্যমে জনস্বাস্থ্যের উন্নতিতে অবদান রাখতে পারে।	
কিভাবে	১. সকল এনজিও তাদের কর্ম এলাকায় ব্যবহার করতে পারে এমন একটি মনিটরিং মানদণ্ড তৈরি করা। ২. জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর একটি কেন্দ্রীয় প্লাটফর্ম (তৈরি করা হবে) স্থাপন করতে পারে এবং এনজিওরা মাঠপর্যায়ের তথ্য প্রদান করবে। ৩. জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের বাইরে, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো অথবা অন্য মন্ত্রণালয় এই মনিটরিং সিস্টেমে সহায়তা করতে পারে।	১. আন্তর্জাতিক সংস্থা, দাতা সংস্থা এবং এনজিওরা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরকে স্ট্যান্ডার্ড মনিটরিং সূচক তৈরিতে সহায়তা করতে পারে। ২. জাতীয় পর্যায়ে একটি ট্র্যাকিং প্লাটফর্ম তৈরিতে দাতা সংস্থাসমূহ সহায়তা করতে পারে। ৩. দাতা সংস্থাসমূহ তাদের অনুদান গ্রহণকারীদের অধিক কার্যকর সূচক অনুসরণ করে রির্পোট করার দিকে ধাবিত করতে পারে।	

নির্দেশিকার পদ্ধতি/প্রক্রিয়া

১. **সরবরাহ ধারায় সহায়তা করা:** সরবরাহ ধারায় সহায়তা প্রদানকারী এবং ভূমিকা পালনকারীদের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা।

২. **সেবাকে বিস্তৃত করার জন্য ভূমিকা পালনকারীদের প্রণোদনা প্রদান:** স্থানীয় ব্যবসায়ীদের নিজে উদ্যোগী হয়ে দুর্গম এলাকায় সেবা পৌঁছানোর জন্য আর্থিক অথবা অন্য কোনো প্রণোদনা প্রদান করা।

৩. **স্থানীয় জনগণের কাছে স্যানিটেশন পণ্য বিক্রয় করা:** ল্যাট্রিন নির্মাতাদের গুণগত ল্যাট্রিন বাণিজ্যিকীকরণ প্রক্রিয়ায় বাজারজাতকরণের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে প্রসার করা।

৪. **ভর্তুকি প্রদানের প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করা:** ভর্তুকি গ্রহীতা বাছাইকরণ প্রক্রিয়াকে জবাবদিহি করা, যা প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ এবং হতদরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে অগ্রাধিকার প্রদান করতে পারে।

৫. **ভবিষ্যতের সম্ভাব্য বিষয় চিন্তা করা:** বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি এমনভাবে পরিকল্পনা করা যার ফলে দেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামো উন্নত হয় এবং এর ফলে বিদেশি সহায়তার প্রয়োজন না হয় ।

১. **সরবরাহ ধারায় সহায়তা করা:** সরবরাহ ধারায় সহায়তা প্রদানকারী এবং ভূমিকা পালনকারীদের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা।

	সরকারি সংস্থা	উন্নয়ন সংস্থা	বেসরকারি সংস্থা
কে	সকল সরকারি প্রতিষ্ঠান	আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং এনজিওসমূহ	পাইকারি ও খুচরা বিক্রেতা
কোথায়	সকল পর্যায়ে	সকল পর্যায়ে	সকল পর্যায়ে
কেন	সরকারি ও উন্নয়ন সেক্টর সকলের মূল লক্ষ্য হচ্ছে সাপ্লাই মধ্যবর্তী ভূমিকা পালনকারীদের উৎসাহিত করা। সাপ্লাই চেইনের মধ্যে জাতীয় পর্যায় থেকে গ্রাম পর্যায়ে অংশগ্রহণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এর স্থায়িত্ব রয়েছে, অধিক লোকের কাছে পৌঁছাতে পারে (বিশেষ করে দুর্গম এলাকায়) এবং সেবা চেইনের বিভিন্ন ধাপে অনেক লোকের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারে; যেমন, স্থানীয় পর্যায়ে ল্যাট্রিন নির্মাতা, বিক্রয় প্রতিনিধি, রাজমিস্ত্রি, পরিচ্ছন্নকর্মী, স্থাপনকারী অথবা পরিবহনকারীরা। এ ছাড়াও এটি দরিদ্র লোকদের স্যানিটেশনের জন্য সরকারি সম্পদের উপর নির্ভরশীলতা কমাবে।		বেসরকারি সেক্টরের ভূমিকা পালনকারীদের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রস্তুতকারী থেকে স্থানীয় পর্যায়ে মানসম্পন্ন পণ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা। মধ্যবর্তী বিক্রেতাদের মুনাফা নির্ভর করে ল্যাট্রিন নির্মাতাদের চাহিদার উপর, যা ব্যবহারকারীদের চাহিদার উপর নির্ভরশীল। প্রস্তুতকারক থেকে গ্রাহক, সকল পর্যায়ে সময়মতো পণ্য সরবরাহের উপর ব্যবসা পুরাপুরি নির্ভরশীল। ফলে সরবরাহ ধারায় সকল ভূমিকা পালনকারীদের অবশ্যই একই সাথে সময়মতো পণ্য সরবরাহে কাজ করতে হবে। যদি মধ্যস্বত্বভোগীরা ল্যাট্রিন সরবরাহকে আয়ের উৎস হিসেবে নিতে চায়, তাহলে তাদের অবশ্যই সময়মতো পণ্য পৌঁছাতে হবে, অন্যথায় তারা তাদের ক্রেতা এবং বাজার উভয়ই হারাবে।
কিভাবে	১. জাতীয় পর্যায়ে ল্যাট্রিন সামগ্রী প্রস্তুতকারীদের কাছ থেকে সরাসরি ক্রয়ের পরিবর্তে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থানীয় মার্কেট থেকে ক্রয় করতে পারে এবং সরবরাহ ধারা স্থাপনে সহায়তা করতে পারে। এছাড়াও তারা ল্যাট্রিন স্থাপনের জন্য দক্ষ ল্যাট্রিন নির্মাতা এবং রাজমিস্ত্রি তৈরি প্রক্রিয়াকে প্রসার করতে পারে। ২. জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং এনজিও ব্যুরোর সহায়তায় সকল ভর্তুকি প্রদানকারীদের পুরো সরবরাহ ধারা মেনে ল্যাট্রিন পণ্য ক্রয় করাকে বাধ্যতামূলক করতে পারে। ৩. আঞ্চলিক পর্যায়ে সরকারি সংস্থার ভূমিকা পালনকারী যেমন: নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এবং উপজেলা পরিষদ যৌথভাবে এই বিষয়ে মিটিং করতে পারে যে কিভাবে স্থানীয় নিয়মনীতি পুরো সরবরাহ ধারায় তাদের অন্তর্ভুক্তিকে সহায়তা অথবা বাধাগ্রস্ত করছে। ৪. যেহেতু স্যানিটেশন মার্কেটিং প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে, সেক্ষেত্রে সরকারি ডিপার্টমেন্ট এবং এনজিওরা কারিগরি এবং ব্যবসায়িক প্রশিক্ষণ আয়োজন করতে পারে যাতে সরবরাহ ধারায় ভূমিকা পালনকারীরা তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রমের পরিকল্পনা করায় অধিক দক্ষ এবং সক্ষম হতে পারে।		১. সরবরাহ ধারায় ভূমিকা পালনকারীরা তাদের ব্যবসায়িক সম্পর্ক এবং ব্যবস্থাপনার দায়দায়িত্ব/শর্ত সম্পর্কে নির্দেশনার জন্য চুক্তি সম্পাদন করবে। ২. যখন কোনো একটি এলাকায় চাহিদা নিয়মিত হবে তখন ল্যাট্রিন নির্মাতা এবং পণ্য সরবরাহকারীরা নিয়মিত লেনদেন পরিচালনা করবে। ৩. ল্যাট্রিন নির্মাতা প্রতিষ্ঠানগুলো চাহিদা তৈরির কার্যক্রমগুলো নিয়মিতভাবে পরিচালনা করবে যাতে লোকজনের মধ্যে নিয়মিত চাহিদা বজায় থাকে।

২. **সেবাকে বিস্তৃত করার জন্য ভূমিকা পালনকারীদের প্রণোদনা প্রদান:** স্থানীয় ব্যবসায়ীদের নিজে উদ্যোগী হয়ে দুর্গম এলাকায় সেবা পৌঁছানোর জন্য আর্থিক অথবা অন্য কোনো প্রণোদনা প্রদান করা।

	সরকারি সংস্থা	উন্নয়ন সংস্থা	বেসরকারি সংস্থা
কে	সকল সরকারি প্রতিষ্ঠান	সকল ভূমিকা পালনকারী	ল্যাট্রিন নির্মাতা এবং স্থানীয় উদ্যোক্তা
কোথায়	জাতীয় পর্যায়ে	জাতীয় পর্যায়ে	স্থানীয় পর্যায়ে
কেন	ব্যবসায়ে শীর্ষ স্থানীয় ভূমিকা পালনকারীরা বাইরের সাহায্য অথবা প্রণোদনা ব্যতীত দুর্গম এলাকায় তাদের ব্যবসা প্রসার করতে চায় না, ফলে দুর্গম এলাকায় বসবাসকারী লোকজন উন্নত ল্যাট্রিন ব্যবহারের খুবই কম সুযোগ পায়। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য দুর্গম এলাকায় ল্যাট্রিন পরিবহন করে নিয়ে যাওয়া কঠিন সাধ্য এবং ব্যয়বহুল। এছাড়াও, শুধুমাত্র এক ধরনের পণ্য বিক্রয়ের সম্ভাবনাও কম, কারণ এই সমস্ত দুর্গম এলাকায় অনেক ধরনের পণ্য পরিবহন করে নিয়ে যাওয়া যৌক্তিক নয়, সরকারি সংস্থা প্রণোদনা প্রদানের মাধ্যমে দুর্গম এলাকায় ল্যাট্রিন বিক্রয়ের খরচ এবং ঝুঁকি কমানোর মাধ্যমে ঐ এলাকায় বসবাসরত লোকজনের জন্য উন্নত ল্যাট্রিন ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি এবং তাদের পরিচিত করতে পারে।		যে সমস্ত ল্যাট্রিন নির্মাতারা ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা প্রদর্শন করেছে তারা তাদের ব্যবসা নতুন স্থানে প্রসার করতে পারে এবং তাদের বিক্রয় প্রতিনিধিদের উপ-খুচরা বিক্রয়কেন্দ্রে নিয়োগ করতে পারে।
কিভাবে	১. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ দুর্গম এলাকায় ল্যাট্রিন পরিবহনে ভর্তুকি প্রদান করতে পারে, এটি লোকজনকে সরাসরি সহায়তার মাধ্যমে করা যেতে পারে অথবা ল্যাট্রিন নির্মাতাদের ল্যাট্রিনের বিভিন্ন উপকরণ পরিবহনের খরচ বাবদ প্রদান করা যেতে পারে। ফলে তারা লোকজনের কাছে বাজার মূল্যে ল্যাট্রিন পণ্য বিক্রয় করতে পারে। ২. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান স্থানীয় উদ্যোক্তাদের স্যানিটেশন সেক্টর এবং খুচরা বিক্রেতাদের তথ্য প্রদান করতে পারে। জাতীয় পর্যায়ে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জন্য সংক্ষিপ্ত প্রকাশনা তৈরি করতে পারে। ফলে লোকজনকে স্যানিটেশনের ব্যবসায়িক সম্ভাবনা সম্পর্কে তথ্য প্রদান করা যায়। ৩. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ল্যাট্রিন নির্মাতাদের অথবা খুচরা বিক্রেতাদের প্রাথমিকভাবে খরচের ভর্তুকি প্রদান করতে পারে ফলে তারা তাদের সেবাকে দুর্গম এলাকায় পৌঁছাবে। জাতীয় পর্যায়ে, মন্ত্রণালয় ঐ সমস্ত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে পুরস্কৃত করতে পারে যারা এই কাজে বরাদ্দ দেয়।	১. এনজিওরা নথি সংরক্ষণ এবং মার্কেটিং বিষয়ে স্থানীয় উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান করতে পারে, যাতে তারা তাদের ব্যবসার প্রসার করতে পারে। ২. উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ পরিবহন অথবা ব্যবসা শুরু করার ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করতে পারে, কিন্তু এই প্রকার ভর্তুকি শুধুমাত্র ব্যবসা শুরুর পর্যায়ে প্রদান করা হবে। ৩. এনজিওরা স্যানিটেশন ব্যবসাকে স্থানীয় উদ্যোক্তাদের জন্য জীবিকা অর্জনের সুযোগ হিসেবে বিবেচনা করতে পারে, যা মুনাফা এবং জনস্বাস্থ্য রক্ষা উভয় উপকারই সাধন করতে পারে।	১. যে সমস্ত ল্যাট্রিন নির্মাতারা খুব ভালো করছে তারা কম অভিজ্ঞতা বা কম সম্পদ সম্পন্ন স্থানীয় উদ্যোক্তাদের তাদের ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের অধীনে বিক্রয় প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করার মাধ্যমে তাদের ব্যবসায়ের পরিধি বাড়াতে পারে। ২. যে সমস্ত ল্যাট্রিন নির্মাতারা তাদের ব্যবসার পরিধি বাড়াতে চায় তারা স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের কাছে থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে পারে, কারণ ইউনিয়ন পরিষদ দুর্গম এলাকায় সরকারের সাহায্য সম্পর্কে জানে। ৩. যে সমস্ত ব্যক্তি বাড়তি আয় করতে চায় অথবা তাদের ব্যবসা শুরু করতে চায় অথবা বাড়াতে চায় তারা স্যানিটেশন সেক্টরের অধিক তথ্যের জন্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কাছে যোগাযোগ করতে পারে।

৩. **স্থানীয় জনগণের কাছে স্যানিটেশন পণ্য বিক্রয় করা:** ল্যাট্রিন নির্মাতারা গুণগত ল্যাট্রিন বাণিজ্যিকীকরণ প্রক্রিয়ায় বাজারজাতকরণের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে প্রসার করা।

<table>
<tr><th></th><th>সরকারি সংস্থা</th><th>উন্নয়ন সংস্থা</th><th>বেসরকারি সংস্থা</th></tr>
<tr><td>কে</td><td>সকল ভূমিকা পালনকারী</td><td>সকল ভূমিকা পালনকারী</td><td>সকল ভূমিকা পালনকারী</td></tr>
<tr><td>কোথায়</td><td>সকল পর্যায়ে</td><td>সকল পর্যায়ে</td><td>সকল পর্যায়ে</td></tr>
<tr><td>কেন</td><td colspan="2">বিশ্বব্যাপী আচারণগত পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক বাজারজাতকরণ পদ্ধতি শক্তিশালী প্রভাবক হিসেবে প্রমাণিত। বেসরকারি সেক্টরের ভূমিকা পালনকারীরা বিক্রয় কর্মসূচির মাধ্যমে উন্নত ল্যাট্রিনের প্রসার ঘটাচ্ছে এবং লোকজন সামাজিক সচেতনতার মাধ্যমে উন্নত স্যানিটেশনে বিনিয়োগ করছে।</td><td>মানসম্পন্ন ল্যাট্রিন এখনও পর্যন্ত অধিকাংশ লোকজনের জন্য নতুন পণ্য হিসেবে বিবেচিত। তাদের কাছে যথেষ্ট পরিমাণে এই তথ্য নেই যে, কোথায় ল্যাট্রিন নির্মাতা আছে এবং ল্যাট্রিন কোথায় পাওয়া যায়। যাহোক উন্নত স্যানিটেশন পণ্য হিসেবে ল্যাট্রিন নির্মাতাদের জন্য একটি আয়ের উৎস হিসেবে বিবেচিত হতে পারে, যদি তারা ঠিকমতো বিষয়টি অনুধাবন করতে পারে।</td></tr>
<tr><td>কিভাবে</td><td colspan="2">১. লোকজনের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা, যাতে তাদের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি পায় এবং তারা মানসম্পন্ন ল্যাট্রিন পণ্য খুঁজে নিতে পারে।
২. স্থানীয় সরকার এবং এনজিও, অর্থ সহায়তার পাশাপাশি লোকজন এবং ল্যাট্রিন নির্মাতাদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করে দিতে পারে।</td><td>১. ল্যাট্রিন নির্মাতা প্রতিষ্ঠানগুলো বহুল প্রচার মাধ্যমে মানসম্পন্ন উন্নত স্যানিটেশন পণ্যের বাজারজাতকরণে অর্থ ব্যয় করবে এবং মাঠ পর্যায়ে যারা এই প্রচারণার সাথে সরাসরি জড়িত তাদের সুযোগ প্রদান করবে।
২. আঞ্চলিক ডিলার এবং খুচরা বিক্রেতাদের এই প্রচার মাধ্যমে প্রচারের সুবিধা গ্রহণ করতে হবে এবং তাদের দোকানে এই সমস্ত পণ্যের বিভিন্ন ধরনের প্রদর্শনী করতে হবে।
৩. ল্যাটিন নির্মাতা এবং বিক্রয় প্রতিনিধিরা স্থানীয় লোকজনের কাছে মানসম্পন্ন উন্নত ল্যাট্রিন বিক্রয় করার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।</td></tr>
</table>

৪. **ভর্তুকি প্রদানের প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করা:** ভর্তুকি গ্রহীতা বাছাই প্রক্রিয়াকে জবাবদিহি করা যা প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ এবং হতদরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে অগ্রাধিকার প্রদান করতে পারে।

	সরকারি সংস্থা	উন্নয়ন সংস্থা	বেসরকারি সংস্থা
কে	সকল স্থানীয় সরকার (কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তায়)	ভর্তুকি প্রদানকারী এনজিও এবং দাতা সংস্থা	
কোথায়	স্থানীয় পর্যায়ে	আন্তর্জাতিক/জাতীয়/স্থানীয় পর্যায়ে, প্রয়োজন অনুসারে	
কেন	হতদরিদ্রদের জন্য পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কৌশলপত্র ২০০৫ ইতোমধ্যেই স্যানিটেশনে ভর্তুকি প্রদানের জন্য একটা বেইজ লাইন স্থাপন করেছে। এই কৌশলপত্র অনুযায়ী, প্রায় ৭০ ভাগ হতদরিদ্র এই স্যানিটেশন ভর্তুকি পেতে পারে, সমাজ উন্নয়নের বিবেচনায় এই স্ট্যান্ডার্ড খুব ভালো ন্যূনতম সহায়ক। কিন্তু স্যানিটেশন পণ্য ও সেবার বাজারতাড়িত সরবরাহ ব্যবস্থা কাজ করার জন্য যথেষ্ট নয়। হতদরিদ্রের ৭০ ভাগ লোককে বিবেচনা না করে বরং এদের মধ্যে যারা মধ্যবর্তী শ্রেণির (হতদরিদ্রও নয় এবং ধনীও নয়) তারা স্যানিটেশন মার্কেটিংয়ের লক্ষ্যবস্তু হতে পারে। যথাযথ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সরকারি এবং উন্নয়ন সংস্থাগুলোর ভর্তুকি সেবার মাধ্যমে সবচেয়ে দুর্গম এলাকার লোকজনকে প্রদান করা যাবে।		
কিভাবে	১. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো শুধুমাত্র প্রান্তিক এবং হতদরিদ্র লোকদের ভর্তুকি প্রদান করবে এবং ভর্তুকি প্রদানের সকল পর্যায়ে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করবে।	১. দাতা সংস্থাসমূহ এনজিওদের ভর্তুকি প্রদানের পদ্ধতি যাচাই-বাছাই করবে।	

৫. **ভবিষ্যতের সম্ভাব্য বিষয় চিন্তা করা:** বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি এভাবে পরিকল্পনা করা যাতে দেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামো উন্নত হয়, ফলে বিদেশি সহায়তার প্রয়োজন না হয়।

	সরকারি সংস্থা	উন্নয়ন সংস্থা	বেসরকারি সংস্থা
কে	কেন্দ্রীয় সরকার	দাতা সংস্থা এবং এনজিও	
কোথায়	সকল পর্যায়ে	সকল পর্যায়ে	
কেন	বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (এডিপি), অন্যান্য সরকারি কর্মসূচি এবং বিদেশি দাতা সংস্থাসমূহের আর্থিক বরাদ্দ সকল লোকজনকে ভর্তুকিতে ল্যাট্রিন প্রদানের জন্য যথেষ্ট নয়। উন্নত মানের ল্যাট্রিনের কভারেজ অর্জনের জন্য এবং পয়ঃবর্জ্যের ব্যবস্থাপনার জন্য বাংলাদেশকে অবশ্যই একটি সিস্টেম তৈরি করতে হবে, যেখানে লোকজনের এই সমস্ত পণ্যের ব্যবহাররের সুযোগ থাকবে এবং ল্যাট্রিনের জন্য লোকজন নিজেদের অর্থ ব্যয় করবে। যেহেতু বর্তমানে কোনো টেকসই সিস্টেম বিদ্যমান নেই তাই এই সিস্টেম তৈরিতে সরকারি ও উন্নয়ন সংস্থাসমূহের সহায়তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন।		
কিভাবে	১. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে সহায়তা করার জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগ প্রয়োজনীয় টুল্‌স প্রদান এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ কৌশল তৈরি করবে, যাতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান স্যানিটেশন মার্কেটিং নীতিমালা অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে পারে। ২. স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের টুল্‌স, কাজ এবং অঙ্গীকারের বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিবে যাতে তারা টেকসই স্যানিটেশন মার্কেটিং নিশ্চিতকরণের বিষয়গুলো লক্ষ্য করতে পারে।	১. দাতা সংস্থা তাদের স্যানিটেশন প্রকল্পে টেকসই ফলাফলের উপর গুরুত্ব দিবে এবং তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি কর্মসূচিতে মার্কেট সহায়তাকে অগ্রাধিকার দিবে, অথবা তাদের জীবিকা উন্নয়ন প্রকল্পে স্যানিটেশন ব্যবস্থাকে অগ্রাধিকার দিবে। ২. এনজিওরা ল্যাট্রিন নির্মাতা, রাজমিস্ত্রি, বিক্রয় প্রতিনিধি এবং অন্যান্য যারা মার্কেটে ভূমিকা পালন করে তাদের স্যানিটেশনে মার্কেটিং সহায়তা অথবা ব্যবসায়িক এবং কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধিতে স্যানিটেশন মার্কেটিং নীতিমালা অনুসারে প্রশিক্ষণ দিতে পারে।	

মূল্য সংক্রান্ত নির্দেশিকা

১. **বাজার থেকে দাম নির্ধারণ হবে:** সরকারি এবং উন্নয়ন সেক্টর দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে বরং স্বাভাবিকভাবে বাজার থেকে মূল্য নির্ধারণ করতে হবে।
২. **যা ক্রয়, বিক্রয় অথবা ধার দেয়া হবে তার রেকর্ড রাখা:** লক্ষ্য রাখতে হবে কোথায় টাকা যায় যাতে আর্থিক ক্ষতি দূর করা যায় এবং বুঝা যায় ব্যবসা কেমন হচ্ছে।
৩. **দরিদ্ররা নিজেরা পছন্দ করবে:** যাদের দরিদ্র বিবেচনা করা হচ্ছে তারাসহ সকলকেই তাদের পছন্দ অনুযায়ী স্যানিটেশন পণ্য ক্রয় করার সুযোগ প্রদান করতে হবে।
৪. **ধনী লোকদের ভর্তুকি প্রদান না করা:** ধনী লোকদের ভর্তুকি প্রদান না করা, যদি না কোনো জরুরি অবস্থার সৃষ্টি হয়।

১. **বাজার থেকে দাম নির্ধারণ হবে:** সরকারি এবং উন্নয়ন সেক্টর দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে বরং স্বাভাবিকভাবে বাজার থেকে মূল্য নির্ধারণ করতে হবে।

	সরকারি সংস্থা	উন্নয়ন সংস্থা	বেসরকারি সংস্থা
কে	সকল ভূমিকা পালনকারী		সকল ভূমিকা পালনকারী
কোথায়	সকল পর্যায়ে		সকল পর্যায়ে
কেন	এটি টেকসইকরণকে প্রসার করবে এবং সরকারি সংস্থার অপ্রয়োজনীয় জড়িত হওয়ার পাশাপাশি সময় ও সম্পদের অপচয়কেও রোধ করবে। যদি বেসরকারি সংস্থা নিজেরা তাদের মূল্য নির্ধারণ করে, তাহলে মূল্য নির্ধারণের নিরপেক্ষতা নিয়ন্ত্রিত হবে লোকজনের ইচ্ছা এবং আর্থিক সামর্থ্যের উপর। যদি বাজার দর খুব বেশি হয় তাহলে কেউ ক্রয় করবে না এবং ব্যবসায়ীরা অবশ্যই দাম কমাতে বাধ্য হবে। যদি সরকারি সংস্থা দামের একটা সীমা নির্ধারণ করে, তাহলে এটি অপ্রয়োজনীয় সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে, যা দ্বিধাবিভক্তি তৈরি করতে পারে এবং বেসরকারি সংস্থাসমূহ অংশগ্রহণে নিরুৎসাহিত হতে পারে।		
কিভাবে	১. সরকারি সংস্থাসমূহকে স্থানীয় পর্যায়ে ল্যাট্রিন ব্যবসায় হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকতে হবে, যদি না অধিক মূল্যস্ফীতির ঘটনা ঘটে। ২. জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর গুণগত মান বিবেচনায় একটা বাজার দর সুপারিশ করতে পারে এবং যখন কোনো পণ্য বাজারে নতুন চালু হয় তখন ঐ পণ্যকে পরিচিত করতে পারে। যদি জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত পণ্যের তথ্য, দাম এবং সনদ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়, স্থানীয় পর্যায়ের ল্যাট্রিন ব্যবসায়ীদের মাঝে বিতরণ করা হয় এবং নিয়মিত জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে প্রচার করা হয় তাহলে প্রাথমিক পর্যায়ে পণ্যের দামের একটা তথ্য সূত্র থাকবে। ৩. জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথভাবে বিভিন্ন প্রকার পণ্যের তথ্য শেয়ার করবে। ৪. খুচরা/পাইকারি বিক্রেতাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সমিতি গঠনকে উৎসাহিত করা। এই সমিতি প্রস্তুতকারকদের সঙ্গে দামের ব্যাপারে আলোচনা করতে পারে। যখন প্রস্তুতকারকরা তাদের পণ্য আঞ্চলিক পাইকারি অথবা খুচরা বিক্রেতার কাছে বিক্রয় করে তখন মূল্যস্ফীতি একটা উদ্বেগের বিষয়, সেই ক্ষেত্রে লোকজনকে বাড়তি দাম দিতে হবে। ৫. নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ মূল্যস্ফীতির প্রমাণ সংগ্রহে বাজারে ভ্রমণ করতে পারে এবং তথ্য সংগ্রহ করতে পারে।		১. বাজারদর অনুযায়ী পণ্যের দাম ঠিক করা, মূল্যস্ফীতি হিসেবে নয়। ২. চাহিদা তৈরি করার জন্য যৌক্তিক দামের প্রসার করা।

২. **যা ক্রয়, বিক্রয় অথবা ধার দেয়া হবে তার রেকর্ড রাখা:** লক্ষ রাখতে হবে কোথায় টাকা যায় যাতে আর্থিক ক্ষতি দূর করা যায় এবং বুঝা যায় ব্যবসা কেমন হচ্ছে।

	সরকারি সংস্থা	উন্নয়ন সংস্থা	বেসরকারি সংস্থা
কে			বেসরকারি সেক্টরের ভূমিকা পালনকারীরা, বিশেষভাবে ল্যাট্রিন নির্মাতারা
কোথায়			এই ব্যবসার সকল পর্যায়ে
কেন			যে কোনো ব্যবসাকে টেকসই করার জন্য এর পরিচালনা ব্যয় নির্বাহের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ উপার্জন করতে হয়। যদি কোনো ব্যবসা আর্থিক ক্ষতির মাধ্যমে শেষ হয়, তাহলে মালিক এবং তার পরিবারও শেষ হয়ে যায়। এই কথাটি খুবই সাধারণ; কিন্তু অনেক ল্যাট্রিন নির্মাতার আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে, কারণ তারা আসলে জানে না যে তারা ব্যবসায়ে কত আয়ের বিপরীতে কত ব্যয় করেছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে, ল্যাট্রিন নির্মাতারা তার বন্ধু অথবা পরিবারের সদস্যদের ধার দেয় যা কখনও ফেরত আসে না। ফলে তারা ধীরে ধীরে তাদের সম্পদ হারাতে থাকে।
কিভাবে			একটা নথি সংরক্ষণ ব্যবস্থা (লিখিত অথবা অন্য কোনো ধরনের) অবশ্যই থাকতে হবে। নথি সংরক্ষণ ব্যবস্থা এভাবে হতে পারে, প্রতিবার পণ্য বিক্রয়ের সময় একটি পাত্রে একটি করে পাথরের টুকরা জমা করা অথবা একটি লেজার বইয়ে কোনো নোট লিখে রাখা। ল্যাট্রিন নির্মাতাকেই নির্ধারণ করতে হবে যে কোন পদ্ধতিটি তার জন্য কার্যকরি এবং এই পদ্ধতিটির নিয়মিত অনুশীলন করতে হবে। প্রয়োজনে তারা উন্নয়ন সংস্থার সহযোগিতা চাইতে পারে।

৩. **দরিদ্ররা নিজেরা পছন্দ করবে:** যাদের দরিদ্র বিবেচনা করা হচ্ছে তারাসহ সকলকেই তাদের পছন্দ অনুযায়ী স্যানিটেশন পণ্য ক্রয় করার ক্ষমতা প্রদান করতে হবে।

<table>
<tr><th></th><th>সরকারি সংস্থা</th><th>উন্নয়ন সংস্থা</th><th>বেসরকারি সংস্থা</th></tr>
<tr><td>কে</td><td>স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত)</td><td></td><td>এনজিও (দাতা সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত)</td></tr>
<tr><td>কোথায়</td><td>স্থানীয় পর্যায়ে</td><td>স্থানীয় পর্যায়ে</td><td></td></tr>
<tr><td>কেন</td><td colspan="2">টেকসই, স্বাস্থ্য এবং মানবাধিকারের জন্য এটা গুরুত্ব বহন করে। যদি লোকজনকে নিয়মিতভাবে বলা হয় যে, তারা ক্রয় করতে পারবে না তাহলে তারা কখনোই ক্রয় করবে না; যদিও তাদের সামর্থ্য থাকে। যদি মার্কেটে বিভিন্ন ধরনের উন্নত ল্যাট্রিন থাকে, তাহলে কোনো পরিবার যদি কোনো এক ধরনের উন্নত ল্যাট্রিন ক্রয়ের সামর্থ্য না রাখে, তাহলে তারা ভিন্ন আরেক ধরনের ল্যাট্রিন ক্রয় করতে পারে। বিভিন্ন আয়ের লোকজনের বিভিন্ন ধরনের ল্যাট্রিনের জন্য অর্থ ব্যয় করা দরকার, অন্যথায় কোম্পানিগুলো বিভিন্ন ধরনের ল্যাট্রিন উৎপাদন বন্ধ করে দেবে এবং তারা সমুদয় দায়ভার সরকারি ও উন্নয়ন সংস্থার উপর বর্তাবে। গবেষণায় দেখা যায়, যে সমস্ত লোকজন তাদের ল্যাট্রিনের জন্য অর্থ ব্যয় করে তাদের ল্যাট্রিন ব্যবহারের সম্ভাবনা বেশী থাকে। এই কারণে ল্যাট্রিনের ব্যবহার বাড়ানোর জন্য লোকজনের অর্থ ব্যয় করা প্রয়োজন। সর্বোপরি জনগণ কিভাবে তাদের টাকা ব্যয় করবে জনগণের সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার রয়েছে। জনগণ যদি না চায় তাহলে তাদের স্বল্প সেবা মূল্যের ল্যাট্রিন পণ্য কিনতে অথবা গ্রহণ করতে বাধ্য করা যাবে না।</td><td></td></tr>
<tr><td>কিভাবে</td><td>১. এটা নিশ্চিত করতে হবে যে ভর্তুকি কর্মসূচি মনে করে না যে লোকজন ক্রয় করার সামর্থ্য রাখে না। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান লোকজনকে ল্যাট্রিন নির্মাতাদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে সহায়তা করতে পারে অথবা তাদের বিক্রয় বিষয়ক বিভিন্ন মিটিংয়ে উপস্থিত হতে উৎসাহিত করতে পারে।
২. ভর্তুকি শুধুমাত্র বাছাইকৃত কিছু সংখ্যক লোকদের দেওয়া যেতে পারে, সবাইকে নয়।
৩. লোকজনকে বিভিন্ন ধরনের পণ্য অথবা অর্থ জোগানের তথ্য পেতে সহায়তা করা।</td><td>১. এটা নিশ্চিত করতে হবে যে ভর্তুকি কর্মসূচি মনে করে না যে লোকজন ক্রয় করার সামর্থ্য রাখে না।
২. নতুন স্যানিটেশন প্রযুক্তি ও তার দাম সম্পর্কে সব সময় তথ্য রাখতে হবে এবং ভর্তুকি গ্রহণের শর্ত এভাবে নির্ধারণ করতে হবে যে, যদি মানসম্পন্ন পণ্য বাজারে কম দামে পাওয়া যায় তাহলে হয়তো অনেক লোক তাদের ল্যাট্রিন ক্রয় করতে সক্ষম হবে।</td><td></td></tr>
</table>

৪. **ধনী লোকদের ভর্তুকি প্রদান না করা:** ধনী লোকদের ভর্তুকি প্রদান না করা, যদি না কোনো জরুরি অবস্থার সৃষ্টি হয়।

	সরকারি সংস্থা	উন্নয়ন সংস্থা	বেসরকারি সংস্থা
কে	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এবং স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর	সকল দাতা সংস্থা এবং এনজিও	
কোথায়	সকল পর্যায়ে	সকল পর্যায়ে	
কেন	ভর্তুকি সেবা কর্মসূচিতে অধিকাংশ হতদরিদ্র এবং যারা দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে এবং যারা তাদের নিজেদের জন্য অর্থ ব্যয় করতে পারে না তাদের টার্গেট করা হয়। একটা কার্যকরি স্যানিটেশন মার্কেট তৈরি করতে হলে লোকদের মধ্যে মনোভাবের পরিবর্তন অবশ্যই হতে হবে, তাদের স্যানিটেশনকে খাদ্য, বাসস্থান অথবা অন্য কোনো মৌলিক চাহিদার অনুরূপ একটি অর্থ ব্যয়ের খাত হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। এটা বিশেষভাবে ধনী লোকদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, যদি ধনীরা দামি পণ্য ক্রয় করে তাহলে কম দামের পণ্য মধ্যবিত্ত লোকদের জন্য ক্রয় সাধ্য হবে। যাদের বছরের পর বছর ধরে সরকার এবং এনজিও মাধ্যমে ভর্তুকি সহায়তা প্রদান করা হতো, এটি তাদের দরিদ্রতার গ্লানি থেকে বের হয়ে আসতে সাহায্য করবে।		
কিভাবে	১. ভর্তুকি গ্রহীতা নির্বাচনে এবং বিতরণে এবং জবাবদিহিতার পদ্ধতি তৈরিতে অর্থ ব্যয় করতে হবে এবং লোকজনকে স্যানিটেশনে অর্থ ব্যয় করতে উৎসাহিত করতে হবে। ২. যে সমস্ত এনজিও ভর্তুকি গ্রহীতা নির্বাচন এবং বিতরণের একটা পদ্ধতি ইতিমধ্যেই তৈরি করেছে তাদের সহায়তা নেওয়া যেতে পারে।	১. যারা ভর্তুকি বিতরণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত বিশেষ করে এনজিও তাদের কোনো একটা এলাকায় বিভিন্ন আয়ের লোকদের শুধুমাত্র টার্গেট না করে বরং বিভিন্ন এলাকায় অধিক ক্ষতিগস্ত লোকদের টার্গেট করা দরকার। ২. ভর্তুকি গ্রহীতা নির্বাচনের এবং বিতরণের স্বচ্ছ পদ্ধতির ভালো উদাহরণ তৈরি করা অথবা শেয়ার করা দরকার এবং ধনী লোকদের ভর্তুকি প্রদান না করা।	

প্রচার সংক্রান্ত নির্দেশিকা

১. **একই কথা বলা:** বড় পরিসরে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে উন্নয়ন সেক্টরের সকল ভূমিকা পালনকারীদের মাঝে বাংলাদেশের সিএলটিএস-এর ইতিহাসের একই ধরনের বার্তা পৌঁছানো।

২. **টিকে থাকতে হলে বড় পরিসরে যেতে হবে:** মানসম্পন্ন পণ্য এবং স্ট্যান্ডার্ডের জন্য বড় পরিসরে বিজ্ঞাপন এবং সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রমে যাওয়াকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৩. **শুধুমাত্র ধনী লোকদের জন্য নয়:** উন্নত ল্যাট্রিন বিভিন্ন ধরনের এবং বিভিন্ন দামের হতে পারে এই বার্তা সকলের মাঝে প্রচার করতে হবে।

৪. **সমস্যাগুলো সম্পর্কে জানাতে হবে:** লোকজনকে খোলা স্থানে মলত্যাগের বিপদগুলো গুরুত্বের সাথে জানানোর পাশাপাশি, সঠিক নিয়মে ল্যাট্রিন স্থাপন না করা এবং ওয়াটারসিল না থাকার ক্ষতিকর বিষয়গুলো সম্পর্কে অবহিত করতে হবে।

৫. **অধিক প্রচারের জন্য সকলের সঙ্গে কাজ করা:** স্ব-উদ্যোগী হয়ে সেক্টরের যোগাযোগের মাধ্যমগুলোর সঙ্গে সংযুক্ত থাকা।

১. **একই কথা বলা:** বড় পরিসরে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে উন্নয়ন সেক্টরের সকল ভূমিকা পালনকারীদের মাঝে বাংলাদেশের সিএলটিএস-এর ইতিহাসের একই ধরনের বার্তা পৌঁছানো।

	সরকারি সংস্থা	উন্নয়ন সংস্থা	বেসরকারি সংস্থা
কে	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এবং সহায়তা প্রদান করতে ইচ্ছুক অন্যান্য মন্ত্রণালয়	সকল দাতা সংস্থা এবং এনজিও	সকল বেসরকারি সেক্টরের ভূমিকা পালনকারী
কোথায়	সকল পর্যায়ে	সকল পর্যায়ে	সকল পর্যায়ে
কেন	সিএলটিএস আন্দোলনের সময় বিভিন্ন উন্নয়ন এবং সরকারি সংস্থা কর্তৃক একই ধরনের বার্তা প্রচার করা হতো। এনজিওদের মধ্যে স্লাবের সংখ্যা অথবা ল্যাট্রিনের প্যানের ধরন ইত্যাদি বিষয়ে দ্বিধা থাকলে তা লোকজনের মধ্যে দ্বিধা তৈরি করে। যখন লোকজন বিভিন্ন উৎস থেকে একই বার্তা পায়, তখন লোকজনের জন্য ঐ বার্তা গ্রহণ করা এবং তা ধারণ করা সহজ হবে। উন্নয়ন সেক্টরের লক্ষ্য হওয়া উচিত একই ধরনের বার্তা প্রদানের মাধ্যমে বড় ধরনের প্রভাব সৃষ্টি করা।		স্যানিটেশন মার্কেটিং এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। সকল ব্যবসায়ী একত্রে কাজ করলে তাদের পণ্যের চাহিদা তৈরির জন্য এটি উপকারী হবে। সচেতনতা এবং ল্যাট্রিনের ধরন সম্পর্কীয় তথ্যের স্পষ্টতা বেসরকারি সেক্টরের জন্য তাদের পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সহায়ক হবে।
কিভাবে	১. এই নীতিমালায় উল্লেখিত জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক বার্তাগুলো প্রচার করা । ২. অন্যান্য এনজিও এবং সরকারি সেক্টরের সঙ্গে আরো অধিক যোগাযোগ রক্ষা করা। ৩. অনেকগুলো প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে সচেতনতা অভিযান পরিচালনার সম্ভাব্যতা যাচাই করা, যাতে অনেকগুলো উন্নয়ন স্টেকহোল্ডার (অথবা অন্যরা) একই ধরনের স্পষ্ট বার্তা প্রদান করতে পারে।		১. নির্মাতা ফার্মগুলোর মার্কেটিং এবং ব্র্যান্ডিংয়ের বার্তা প্রদানে অগ্রগামী হওয়া উচিত।

২. **টিকে থাকতে হলে বড় পরিসরে যেতে হবে:** মানসম্পন্ন পণ্য এবং স্ট্যান্ডার্ডের জন্য বড় পরিসরে বিজ্ঞাপন এবং সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রমে যাওয়াকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

	সরকারি সংস্থা	উন্নয়ন সংস্থা	বেসরকারি সংস্থা
কে	সকল সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়	দাতা সংস্থা এবং এনজিও	
কোথায়	জাতীয় পর্যায়ের প্রচার অভিযানগুলো ডিজাইন করা এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পরিচালনা করা।	জাতীয় পর্যায়ে প্রচার অভিযানগুলো উন্নয়ন সহযোগী এবং জাতিসংঘের সংস্থাগুলোর নেতৃত্বে পরিচালনা করা।	অগ্রগামী ফার্মের নেতৃত্বে।
কেন	উন্নত ল্যাট্রিন সমাজ উন্নয়নের উপকরণ। সরকারি এবং উন্নয়ন সেক্টরের ভূমিকা পালনকারীদের জন্য বড় পরিসরে সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করার বিশেষ মূল্য রয়েছে। যখন সরকারি সংস্থা সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম পরিচালনা করে, তখন এটা মানসম্পন্ন পণ্যের জন্য চাহিদা তৈরি করে; যা জনস্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটাতে পারে। সরকারি সংস্থার পক্ষে বিশেষ কোনো ব্র্যান্ডের প্রচার করা উচিত নয়, বরং লোকজনকে ল্যাট্রিনের গুণগতমান সম্পর্কে জানানো উচিত, যাতে তারা তাদের সামর্থ্যের মধ্যে স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পারে।	উন্নত ল্যাট্রিনের মার্কেট সম্ভাবনা খুব বেশি। এই নতুন মার্কেটের বিক্রয় বাড়ানোর জন্য বিজ্ঞাপন দরকার। যখন গ্রাহক পর্যায়ে পণ্য সরবরাহকারীরা নিজেরাই নিজেদের মার্কেটিং করবে তখন বিশাল পরিসরের বিক্রয় বাড়ানোর জন্য টেলিভিশনে বিজ্ঞাপন প্রচারের জন্য অর্থ ব্যয় করা খুব বেশি যৌক্তিক নয়। যে সমস্ত দেশের অর্থনীতি অনেক উন্নত সে সব দেশে এই ধরনের বিজ্ঞাপন প্রচার চাহিদা সৃষ্টি করার প্রধান মাধ্যম হতে পারে; এমন কি যে সব মার্কেটে প্রচণ্ড প্রতিযোগিতা রয়েছে। এই ক্ষেত্রে বাংলাদেশের মার্কেটও ভিন্ন নয়।	সাপ্লাই চেইনএ মধ্যস্বত্ত ভূমিকা পালনকারী যেমন: ডিলার এবং খুচরা বিক্রেতারাই মানসম্পন্ন পণ্যকে এগিয়ে নেওয়ার পদক্ষেপ গ্রহণে সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি। এটা লোকজন এবং মার্কেটে ভূমিকা পালনকারীদের অধিক মুনাফার জন্য গুরুত্বপূর্ণ, যেহেতু মানসম্পন্ন পণ্যের মুনাফা অধিক হবে। স্যানিটেশন মার্কেটের অবকাঠামো এবং চাহিদা এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে, বিশেষভাবে গ্রাহক পর্যায়ে পণ্য সরবরাহ করা। জাতীয় পর্যায়ের ফার্মগুলোর স্থানীয় উদ্যোক্তার (যারা মাত্র ব্যবসা শুরু করেছে তাদের) তুলনায় সমন্বয় সাধনের অভিজ্ঞতা কিছুটা বেশি রয়েছে। অগ্রগামী ফার্মগুলো সচেতনতা বৃদ্ধির উপায় হিসেবে তাদের কর্ম অভিজ্ঞতা, সম্পদ এবং সমন্বয়ের অভিজ্ঞতা স্থানীয় উদ্যোক্তাদের (যারা মাত্র ব্যবসা শুরু করেছে) সঙ্গে বিনিময় করতে পারে। এটা চাহিদা তৈরিতে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করতে পারে এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য পদচিহ্ন তৈরি করতে পারে। স্থানীয় পর্যায়ে চাহিদা তৈরির ক্ষেত্রে কাজ করতে পারে।
কিভাবে	১. সিএলটিএস-এর ন্যায় জনসচেতনতা বৃদ্ধি অভিযানে নেতৃত্ব দেওয়া। ২. কমিউনিটির লোকজনকে ল্যাট্রিনের মান এবং দাম সম্পর্কিত তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা।	১. এনজিও ও অন্যান্য উন্নয়ন সংস্থাসমূহ বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে মানসম্পন্ন ব্র্যান্ডের প্রচার করবে। ২. দাতা সংস্থাগুলো বড় ধরনের সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক অভিযান পরিচালনার জন্য বিভিন্ন এনজিওদের মাঝে বড় ধরনের অর্থ বরাদ্দ দিতে পারে।	১. অগ্রগামী ফার্মগুলোকে বড় ধরনের প্রচার মাধ্যমে চাহিদা তৈরির জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে যেমন তারা তাদের নতুন কোনো পণ্যের জন্য করে। ডিলার, খুচরা বিক্রেতা এবং ল্যাট্রিন নির্মাতা যারা তাদের এই ব্র্যান্ড ক্রয় করে, অগ্রগামী ফার্মগুলো তাদের মূল্য ছাড় প্রদানের মাধ্যমে এই সমস্ত ক্যাম্পেইনে অংশ নিতে উৎসাহিত করতে পারে। ২. ডিলার এবং খুচরা বিক্রেতাদের এই সমস্ত ক্যাম্পেইনে অংশ নেওয়া উচিত এবং তারা ব্র্যান্ডের প্রচারের জন্য তাদের দোকানে মানসম্পন্ন পণ্যের প্রদর্শনী করতে পারে। ৩. ল্যাট্রিন নির্মাতারা ল্যাট্রিন বিজ্ঞাপনকে অন্য পণ্যের সঙ্গে প্যাকেজে একত্রে বিজ্ঞাপন প্রচারের বিষয়টির সম্ভাব্যতা যাচাই করতে পারে। ৪. এ সকল ভূমিকা পালনকারী অন্যান্য পণ্যের ক্ষেত্রে যে মার্কেটিং কৌশল প্রয়োগ করে, ল্যাট্রিন প্রযুক্তি এবং উপাদানগুলোর জন্য এটা প্রয়োগ করতে পারে।

৩. **শুধুমাত্র ধনী লোকদের জন্য নয়:** উন্নত ল্যাট্রিন বিভিন্ন ধরনের এবং বিভিন্ন দামের হতে পারে এই বার্তা সকলের মাঝে প্রচার করতে হবে।

<table>
<tr><th></th><th>সরকারি সংস্থা</th><th>উন্নয়ন সংস্থা</th><th>বেসরকারি সংস্থা</th></tr>
<tr><td>কে</td><td>বিশেষভাবে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, যাদের স্থানীয় পর্যায়ে জনগণের উপর এবং ভর্তুকি গ্রহীতা নির্বাচনে প্রভাব আছে।</td><td>এনজিওরা কমিউনিটির সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যমে</td><td>বেসরকারি সেক্টর একই ধরনের বার্তা প্রদানের মাধ্যমে</td></tr>
<tr><td>কোথায়</td><td>সকল পর্যায়ে; বিশেষভাবে স্থানীয় পর্যায়ে</td><td>সকল পর্যায়ে; বিশেষভাবে স্থানীয় পর্যায়ে</td><td>সকল পর্যায়ে; বিশেষভাবে স্থানীয় পর্যায়ে</td></tr>
<tr><td>কেন</td><td colspan="2">গৃহপর্যায়ে লোকজনকে স্যানিটেশন ল্যাডারের উপর দিকে উঠানোর জন্য তাদের সকলের অবশ্যই উন্নত ল্যাট্রিন ব্যবহারের সুযোগ থাকতে হবে। লোকজনদের মধ্যে এক ধরনের ভুল ধারণা আছে যে, শুধুমাত্র দুই ধরনের ল্যাট্রিন বিদ্যমান: কমদামি যা অনুন্নত অথবা দামি যা উন্নত। এখন অনেক ধরনের পণ্য বাজারে আসছে এবং অনেক উন্নত ধরনের ল্যাট্রিন আছে যা বিভিন্ন দামের। যখন দরিদ্র লোকেরা তাদের ল্যাট্রিন ক্রয় করতে আরম্ভ করবে, তখন সরকার এবং উন্নয়ন সংস্থার উপর ভর্তুকি প্রদানের বোঝা কমে যাবে।</td><td>স্যানিটেশন মার্কেটিং যেকোনো ফার্মের জন্য উন্মুক্ত। তারা বিভিন্ন ধরনের এবং বিভিন্ন দামের পণ্য উৎপাদন করতে পারে। দরিদ্র লোকদের লক্ষ্যবস্তু করা ফার্মগুলো দেখতে পারে যে দরিদ্র লোকেরা উন্নত ল্যাট্রিন ক্রয় করতে পারে। উন্নতমানের ল্যাট্রিন নির্মাতা ফার্মগুলো এভাবে পার্থক্য তৈরি করতে সাহায্য করতে পারে যে, ধনী লোকদের বিলাশবহুল টয়লেটের জন্য অর্থ ব্যয় করতে উৎসাহিত করতে পারে এবং মধ্য আয়ের লোকেরা মাঝারি দামের পণ্যগুলোর জন্য অর্থ ব্যয় করতে পারে।</td></tr>
<tr><td>কিভাবে</td><td>১. জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো বিভিন্ন ধরনের স্যানিটেশন পণ্যের দাম, বিভিন্ন উপকরণ এবং মানের তথ্য শেয়ার করতে পারে এবং এই ধরনের তথ্যগুলো যোগাযোগের গ্রুপ, স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ অফিস এবং অন্যান্য উৎসের মাধ্যমে সকলের কাছে পৌঁছে দিতে পারে।
২. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জনগণকে তাদের ল্যাট্রিনের জন্য অর্থ ব্যয়ের সিদ্ধান্তকে সম্মান জানানো উচিত।</td><td>১. এনজিওদের বিভিন্ন ধরনের উন্নত ল্যাট্রিনের প্রাপ্যতা সম্পর্কে জানতে হবে এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচিতে এই তথ্য সকলের কাছে প্রচার করতে হবে এবং স্থানীয় মার্কেটে ভূমিকা পালনকারীদের এই সমস্ত ল্যাট্রিন নতুন নতুন এলাকায় নিয়ে যেতে সাহায্য করতে হবে।
২. দাতা সংস্থা এবং এনজিওরা তাদের উপকারভোগীদের স্থানীয় ল্যাট্রিন নির্মাতাদের সঙ্গে যুক্ত করে দিতে পারে, যাতে উদ্যোক্তারা এই তথ্য প্রকাশ করতে পারে।</td><td>১. মার্কেটিংয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের এবং বিভিন্ন উপকরণের মাধ্যমে এই তথ্য পৌঁছে দিতে হবে যে, বিভিন্ন আয়ের লোকদের জন্য বিভিন্ন ধরনের অপশন রয়েছে।</td></tr>
</table>

৪. **সমস্যাগুলো সম্পর্কে জানাতে হবে:** লোকজনকে উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগের বিপদগুলো গুরুত্বের সাথে জানানোর পাশাপাশি, সঠিক নিয়মে ল্যাট্রিন স্থাপন না করা এবং ওয়াটারসিল না থাকার ক্ষতিকর বিষয়গুলো সম্পর্কে অবহিত করতে হবে।

<table>
<tr><th></th><th>সরকারি সংস্থা</th><th>উন্নয়ন সংস্থা</th><th>বেসরকারি সংস্থা</th></tr>
<tr><td>কে</td><td>সকল ভূমিকা পালনকারী</td><td>সকল ভূমিকা পালনকারী</td><td>সকল ভূমিকা পালনকারী</td></tr>
<tr><td>কোথায়</td><td>স্থানীয় লোকদের লক্ষ্য করে সকল পর্যায়ে যোগাযোগ করা।</td><td>স্থানীয় লোকদের লক্ষ্য করে সকল পর্যায়ে যোগাযোগ করা।</td><td>স্থানীয় লোকদের লক্ষ্য করে সকল পর্যায়ে যোগাযোগ করা।</td></tr>
<tr><td>কেন</td><td colspan="2">অন্যান্য দেশ যারা সরাসরি খোলা পায়খানা থেকে উন্নত স্যানিটেশনের উন্নীত হয়েছে, তাদের লোকজনকে উন্নত ল্যাট্রিন এবং অনুন্নত ল্যাট্রিনের পার্থক্য সম্পর্কে খুব বেশি তথ্য প্রদানের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু বাংলাদেশের অধিকাংশ লোকের নিম্নমানের ল্যাট্রিন রয়েছে যা স্বাস্থ্য সুরক্ষা করে না। স্যানিটেশন ল্যাডার এই বাড়তি ধাপের কারণে লোকজনকে জানতে হবে কিভাবে একটা ল্যাট্রিনকে নিরাপদ এবং স্বাস্থ্যসম্মত রাখা যায়, যাতে করে তারা বুঝতে পারে কেন তাদের একটি নতুন উন্নত ল্যাট্রিনের জন্য অর্থ ব্যয় করা প্রয়োজন। এই বিষয়টি না জানার কারণে প্রায়শঃ অধিকাংশ লোকজন ওয়াটারসিলটি ভেঙে/কেটে ফেলে যা ল্যাট্রিনের ভিতরে স্বাস্থ্যসম্মত অবস্থা বজায় রাখে।</td><td>সকল আয়ের লোকজনের জন্য উন্নত স্যানিটেশন পণ্যের এটাই বাড়তি আকর্ষণীয় বিষয় যা পার্থক্য তুলে ধরে। যাহোক, এটা একটা লক্ষণীয় বিষয় যে, অধিকাংশ লোকের এই বিষয়টি জানা না থাকলে লোকেরা এই বিষয়টি বুঝবে না।</td></tr>
<tr><td>কিভাবে</td><td colspan="3">সকল প্রচার কর্মকাণ্ডে খুব সহজভাবে অনুন্নত ল্যাট্রিনের ক্ষতিকর বিষয়গুলো তুলে ধরা। লোকজনকে কারিগরি বিষয় সম্পর্কে না জানিয়ে শুধুমাত্র উন্নত স্যানিটেশনের মূল্য বুঝানোই যথেষ্ট।</td></tr>
</table>

৫. **অধিক প্রচারের জন্য সকলের সঙ্গে কাজ করা:** স্ব-উদ্যোগী হয়ে সেক্টরের যোগাযোগের মাধ্যমগুলোর সঙ্গে সংযুক্ত থাকা।

	সরকারি সংস্থা	উন্নয়ন সংস্থা	বেসরকারি সংস্থা
কে	সকল ভূমিকা পালনকারী	সকল ভূমিকা পালনকারী	সকল ভূমিকা পালনকারী
কোথায়	সকল পর্যায়ে	সকল পর্যায়ে	সকল পর্যায়ে
কেন	স্যানিটেশনে প্রভাবের বিবেচনায় তিনটি সেক্টরের মধ্যে সরকারি সংস্থা একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। স্যানিটেশন মার্কেটকে শক্তিশালীকরণ এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিশাল উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সরকারি সংস্থাগুলোকে সরকারের পক্ষ থেকে পারস্পরিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রয়োজনে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া আছে। সেক্টরের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা উন্নত স্যানিটেশনের জন্য জনসচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচিকে কার্যকরি, যথাযথ এবং সুদূরপ্রসারী করবে। বিশেষভাবে আন্তঃসরকারি সহযোগিতা স্যানিটেশন মার্কেট এবং লোকজনকে উন্নত স্যানিটেশন সেবা প্রদানে সহায়ক হবে।	উন্নয়ন সংস্থাগুলোর দীর্ঘ উপস্থিতি তাদের একটা গ্রহণযোগ্য অবস্থানে উন্নীত করেছে। সেক্টরের ভূমিকা পালনকারীদের মধ্যে সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে উন্নয়ন সংস্থাগুলো শুধুমাত্র রিসোর্স পুল তৈরি করেছে এবং বিভিন্ন এলাকায় পৌঁছে দিচ্ছে তাই নয়; বরং তাদের ব্র্যান্ডের পরিচিতির মাধ্যমে উন্নত স্যানিটেশনের প্রসারে অবদান রাখছে। এই সকল প্রচেষ্টা জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় কাঙ্ক্ষিত ফলাফল বয়ে আনবে।	পারস্পরিক সহযোগিতা চাহিদা বৃদ্ধি করবে। এছাড়াও বিক্রয় এবং বেসরকারি সেক্টরের জন্য রাজস্ব বৃদ্ধি করবে।
কিভাবে	১. জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অন্যান্য ডিপার্টমেন্ট বা সংস্থার সঙ্গে পারস্পরিক সহযোগিতা স্থাপন করতে পারে। এই কর্মকর্তা প্রথমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় অথবা বিভাগ খুঁজে বের করবে। মন্ত্রণালয়/বিভাগগুলো সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগগুলোর মধ্যে যারা সহায়তা প্রদান করতে পারে এবং তারপর তাদের সহযোগিতা পাওয়ার উপায় খুঁজে বের করবে। স্যানিটেশন মার্কেটিংয়ের নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য আইনি সীমার মধ্যে থেকে সহায়তা প্রদান করতে পারে। ২. জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্ধারিত কর্মকর্তা অথবা একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় অথবা বিভাগীয় টাস্কফোর্স আন্তঃসেক্টরের মধ্যে সহযোগিতাকরণ প্রক্রিয়াকে সমন্বয় করবে এবং বেসরকারি ও উন্নয়ন সেক্টরের সাথে উদ্যোগী হয়ে যোগাযোগ রক্ষা করবে। সমন্বয় করা কোনো ইচ্ছামাফিক কাজ নয়, বরং স্টেকহোল্ডারদের দায়িত্বসমূহ জানানো এবং সমস্যাগুলোর সমাধান করার উদ্যোগ নেওয়া সরকারি সংস্থার উচিত। স্যানিটেশন মার্কেটিংয়ের নীতিমালাগুলো এনজিও এবং দাতা সংস্থার কাছে প্রচার করা এবং নিশ্চিত করা যে, যখনই পণ্যের সনদ প্রদান করার পদ্ধতি এবং তার স্ট্যান্ডার্ড পাওয়া যায়, তখনই তা বেসরকারি সংস্থার কাছে প্রচার করা। ই-মেইল, ওয়েবসাইট অথবা সরকারি প্রজ্ঞাপন যোগাযোগের মাধ্যমে হতে পারে। ৩. স্থানীয় পর্যায়ে, এনজিওরা তথ্যের উৎস হতে পারে। তারা কমিউনিটিগুলোকে উন্নত স্যানিটেশনের ব্যাপারে শিক্ষিত করতে পারে এবং তাদের স্থানীয় উদ্যোক্তাদের সঙ্গে যুক্ত করে দিতে পারে যাতে তারা তাদের ল্যাট্রিন ক্রয় করতে পারে।	১. স্যানিটেশন মার্কেটিং নির্দেশিকা প্রচার করার জন্য প্লাটফর্ম তৈরি এবং তার প্রসার করার প্রচেষ্টা চালু রাখতে হবে। এর মধ্যে সামনা-সামনি প্রশিক্ষণ, ই-মেইলের মাধ্যমে যোগাযোগ করা অন্তর্ভুক্ত, যেখানে এনজিওরা তাদের শিক্ষণীয় বিষয়গুলো শেয়ার করতে পারে যে, কিভাবে স্যানিটেশন মার্কেটিং নির্দেশিকা প্রয়োগ করা যায় এবং কিভাবে মানদণ্ড ধরে রাখা যায়। ২. দাতা সংস্থা এবং এনজিওরা যৌথভাবে জনসচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম তৈরি এবং পরিচালনা করতে পারে এবং উন্নত স্যানিটেশনের উপর একই ধরনের ব্র্যান্ড এবং বার্তা ব্যবহার করতে পারে। ৩. যেহেতু অধিকাংশ এনজিওগুলো উপকারভোগীদের সঙ্গে শক্তিশালী সম্পর্ক স্থাপন করেছে, তারাই এই সমস্ত লোকজনকে স্থানীয় ল্যাট্রিন নির্মাতাদের সঙ্গে সংযুক্ত করে দিতে পারে। লক্ষ্যস্থীত মার্কেটের সঙ্গে বেসরকারি সেক্টরকে সংযুক্ত করে দিতে পারে এবং লক্ষ্যস্থীত মার্কেটকে উন্নত স্যানিটেশনে অর্থ ব্যয়ের মূল্য এবং উপকারিতা সম্পর্কে সচেতন করতে পারে।	১. অগ্রগামী ফার্মগুলো সরকারি এবং উন্নয়ন সেক্টরের সঙ্গে যৌথভাবে বড় পরিসরে মার্কেটিংয়ের প্রচার অভিযান তৈরি এবং পরিচালনা করতে পারে। ২. স্থানীয় ল্যাট্রিন নির্মাতারা সরকারি এবং উন্নয়ন সংস্থার কাছে সহযোগিতা চাইতে পারে। এর মধ্যে এনজিও উপকারভোগীদের মিটিংয়ে অংশগ্রহণের অনুরোধ, ভর্তুকি প্রদানের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ক্রয়ের চুক্তি এবং স্থানীয় ওয়াটসান কমিটির সহায়তায় ক্রেতা খুঁজে বের করা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

অধ্যায়-৫: দুর্যোগ সহিষ্ণুতা এবং সকলের অন্তর্ভুক্তিকরণের জন্য সুপারিশমালা

দুর্যোগ সহিষ্ণুতা:

<table>
<tr><th></th><th>সরকারি সংস্থা</th><th>উন্নয়ন সংস্থা</th><th>বেসরকারি সংস্থা</th></tr>
<tr><td>কে</td><td>সরকারি সংস্থা</td><td>উন্নয়ন সংস্থা</td><td>বেসরকারি সংস্থা</td></tr>
<tr><td>কোথায়</td><td>সকল কর্মী</td><td>সকল কর্মী</td><td>সকল কর্মী</td></tr>
<tr><td>কেন</td><td colspan="2">বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ডিআরআর প্রযুক্তির ল্যাট্রিনগুলো দুর্যোগকালীন টিকে থাকা জরুরি, যাতে দুর্যোগের পরে পুনঃস্থাপন করার প্রয়োজন না হয় এবং যদি এগুলো ভেঙে যায় তাহলে রোগের বিস্তার লাভ না করে।</td><td>ডিআরআর প্রযুক্তিগুলো শীর্ষ পর্যায়ের ফার্মগুলোর জন্য প্রতিযোগিতামূলকভাবে একটি লাভজনক উপযুক্ত বাজার হতে পারে এবং ল্যাট্রিন উৎপাদনকারীদের জন্য অতিমাত্রায় মুনাফা অর্জন অথবা বিক্রয়-পরবর্তী সেবা প্রদানের সুযোগ হতে পারে।</td></tr>
<tr><td>কিভাবে</td><td colspan="2">১. সবচেয়ে দুর্যোগ সহিষ্ণু প্রযুক্তিগুলোর ব্যবহার, স্থাপন এবং মেরামতের বিষয়টি সকলের মধ্যে জানানোর জন্য সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত সব দলকে জড়িত হওয়া উচিত।
২. কমিউনিটি, সরকার অথবা এনজিওচালিত সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক ডিআরআর দল এবং প্রকল্পগুলোর উচিত স্থানীয় ল্যাট্রিন উৎপাদনকারীদের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো, যেখানে তারা দুর্যোগ সহিষ্ণু ল্যাট্রিন প্রযুক্তিসমূহ সম্পর্কে তথ্য আদান-প্রদান করতে পারে।
৩. কেন্দ্রীয় পর্যায়ে ডিপিএইচই-এর উচিত দুর্যোগ সহিষ্ণু ল্যাট্রিনসমূহের সাম্প্রতিক তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, পর্যালোচনা ও আদান-প্রদান করা এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় এই তথ্য প্রচার করা।</td><td>১. শীর্ষ পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানগুলোর উচিত নতুন নতুন পণ্য উদ্ভাবন করা, যেগুলো আরো বেশি স্থায়ী এবং দুর্যোগ প্রতিরোধে সক্ষম হবে।
২. ল্যাট্রিন উৎপাদনকারীদের উচিত প্রচারণামূলক অনুষ্ঠানে দুর্যোগ সহিষ্ণুতার বিষয়সমূহ আলোচনায় নিয়ে আসা এবং গৃহ পর্যায়ের ল্যাট্রিনগুলো আরো বেশি দুর্যোগ সহিষ্ণু করার জন্য বিভিন্ন অপশন দেখানো।</td></tr>
</table>

দুর্গম এলাকা:

<table>
<tr><th></th><th>সরকারি সংস্থা</th><th>উন্নয়ন সংস্থা</th><th>বেসরকারি সংস্থা</th></tr>
<tr><td>কে</td><td>সকল কর্মী</td><td>সকল কর্মী</td><td>স্থানীয় পর্যায়</td></tr>
<tr><td>কোথায়</td><td>সকল পর্যায়</td><td>সকল পর্যায়</td><td>ল্যাট্রিন উৎপাদনকারীগণ</td></tr>
<tr><td>কেন</td><td colspan="2">দুর্গম এলাকাগুলোতে স্যানিটেশন ব্যবসা প্রসারিত করার কাজটা গৃহপর্যায় এবং ল্যাট্রিন উৎপাদনকারী উভয়ের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হবে। পরিবহনে এবং সরবরাহ ও চাহিদা উভয় দিকের আর্থিক ঝুঁকি মোকাবেলা করতে সাহায্যের প্রয়োজন হবে।</td><td>একবার যখন স্থানীয় বাজারে পণ্য সরবরাহ সম্পূর্ণ হয়ে যাবে, ল্যাট্রিন নির্মাতাদের জন্য তাদের ব্যবসা চলমান রাখার সবচেয়ে উত্তম উপায় হচ্ছে বিক্রয়-পরবর্তী সেবা প্রদান করা এবং ক্রেতাদের পরিধি বাড়ানো।</td></tr>
<tr><td>কিভাবে</td><td>১. নতুন এবং উন্নত ল্যাট্রিন প্রযুক্তি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচিতে দুর্গম এলাকার উদ্যোক্তাদের সাহায্য করা।
২. দুর্গম এলাকাগুলোর পরিবহন খরচে ভর্তুকি দেওয়ার জন্য এলজিআই এডিপি তহবিলের কিছু অংশ বরাদ্দ দিতে পারে। যে সকল ল্যাট্রিন উৎপাদনকারী তাদের ব্যবসাকে দুর্গম এলাকাতে বিস্তার করতে যাচ্ছে তাদের তারা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ভর্তুকি প্রদান করতে পারে। দুর্গম এলাকার প্রাতিষ্ঠানিক ক্রয়চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে এটা করা যেতে পারে, যাতে স্বল্প চাহিদার এলাকাগুলোতে বাড়তি পরিচালনা ব্যয় বিবেচনায় দুর্গম এলাকার উদ্যোক্তাদের কাছে ল্যাট্রিনগুলো কিছুটা কম দামে বিক্রয় করা হয়। এটা গৃহ পর্যায়ে সার্বজনীন ভর্তুকি প্রদানের মাধ্যমেও হতে পারে, বিশেষভাবে পণ্য পরিবহনের উদ্দেশ্যে যাতে দুর্গম এবং দুর্গম নয় এমন সকল এলাকায় সমান সুযোগ নিশ্চিত করা যায়।</td><td>১. নতুন এবং উন্নত ল্যাট্রিন প্রযুক্তির সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচীতে দুর্গম এলাকার উদ্যোক্তাদের সাহায্য করা।
২. দুর্গম এলাকায় উপকারভোগী গ্রুপ এবং স্থানীয় ল্যাট্রিন নির্মাতাদের মধ্যে স্বল্প সরবরাহ দূরত্বে পণ্য সরবরাহ করার জন্য সংযোগ স্থাপন করা।</td><td>১. সফল ল্যাট্রিন উৎপাদনকারীদের উচিত দুর্গম এলাকাগুলোতে তাদের ব্যবসার বিস্তৃতি ঘটানোর উদ্যোগ নেয়া। অধিক এলাকায় সেবার প্রসার ঘটানোর জন্য নতুন নতুন এলাকায় চাহিদা তৈরিকরণ সেশন সম্পাদন, অথবা বিক্রয় প্রতিনিধি নিয়োগের মাধ্যমে কোনো উদ্ভাবনী ধারা প্রচার করার মাধ্যমে বিষয়টি সম্পন্ন হতে পারে।
২. হাওর অঞ্চলের ল্যাট্রিন উৎপাদনকারীদের উচিত বর্ষাকালে নৌকা ব্যবহারের সুবিধা গ্রহণ করা এবং ঠিক বর্ষাকালের পূর্বে বাজারজাত করণের চেষ্টা বৃদ্ধি করা।</td></tr>
</table>

লিঙ্গ নিরপেক্ষতা:

	সরকারি সংস্থা	উন্নয়ন সংস্থা	বেসরকারি সংস্থা
কে	এলজিআই এবং যথাযথ জাতীয় প্রতিষ্ঠান	দাতাসমূহ দ্বারা উৎসাহিত এনজিওসমূহ	শীর্ষ পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং ল্যাট্রিন উৎপাদনকারীগণ
কোথায়	সকল পর্যায়ে	সকল পর্যায়ে	সকল পর্যায়ে
কেন	যেহেতু সরকারি এবং উন্নয়ন সংস্থাগুলো ব্যাপকভাবে লিঙ্গ নিরপেক্ষতা বৃদ্ধি করতে কাজ করে, উভয় প্রতিষ্ঠানের উচিত হলো লিঙ্গ সমতার উপর বার্তা প্রেরণ শক্তিশালী করা এবং লিঙ্গ সমতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কর্মের সুযোগ-সুবিধাসমূহ ত্বরান্বিত করার আলোচনাসমূহ শুরু করার জন্য স্যানিটেশনকে লিঙ্গ নিরপেক্ষতার জন্য প্রবেশ পথ হিসেবে বিবেচনা করা।		মহিলাদের উন্নত স্যানিটেশন পণ্য থেকে অনেক কিছু অর্জন করার আছে এবং ল্যাট্রিন ক্রয়ের জন্য পরিবারের মধ্যে তারা একটি শক্তিশালী সমর্থক হতে পারে। অতএব, চাহিদা সৃষ্টির ক্ষেত্রে মহিলাদের লক্ষ্যবস্তু করা অপেক্ষাকৃত ভালো এবং যে সকল মহিলা পারিবারিক পর্যায়ে অন্য মহিলাদের সাথে কার্যকরভাবে কথা বলতে পারে তাদের জড়িত করা।
কিভাবে	১. মহিলাদের স্যানিটেশনের উদ্যোক্তা অথবা পরিবর্তনকারী হিসেবে তৈরি হওয়ার জন্য সক্ষমতা অর্জনে সহায়তা প্রদান করা। ২. স্যানিটেশনের সচেতনতা বৃদ্ধি উপকরণে লিঙ্গ সমতাকরণের বার্তাগুলো অন্তর্ভুক্ত করার সুযোগ গ্রহণ করা, যার মধ্যে দায়িত্বপালনে লিঙ্গ সমতাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।	১. গ্রাহক পর্যায়ে পণ্য সরবরাহ করার জন্য মহিলাদের তৈরি করা এবং তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য তাদের ব্যবসা এবং উৎপাদনে দক্ষতা বৃদ্ধি প্রোগ্রামের মাধ্যমে সহায়তা প্রদান করা ২. মহিলা এনজিও স্বেচ্ছাসেবীদের ল্যাট্রিন নির্মাতাদের বিক্রয় প্রতিনিধি হিসেবে প্রশিক্ষিত করা। ৩. প্রচারণা উপকরণে ল্যাট্রিন ক্রয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে মহিলাদের ভূমিকা দৃশ্যমান করা। ৪. আচরণগত পরিবর্তন কার্যক্রম এবং লিঙ্গ ভিত্তিক সচেতনতা বৃদ্ধি প্রোগ্রামে মহিলাদের বিভিন্ন বিষয়গুলো সম্মুখে নিয়ে আসা।	১. শীর্ষ পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানগুলোর উচিত তাদের কোম্পানিতে মহিলাদের পেশাগত উন্নতির সুযোগ-সুবিধা বিবেচনা করা যেমন: প্রশিক্ষণ, ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি ইত্যাদি। ২. ল্যাট্রিন উৎপাদনকারীদের উচিত বিক্রয় কর্মী হিসেবে মহিলাদের যুক্ত করা, মজুরি দেওয়া এবং চাহিদা সৃষ্টিতে মহিলাদের টার্গেট করা।

সংখ্যালঘু অন্তর্ভুক্তিকরণ:

	সরকারি সংস্থা	উন্নয়ন সংস্থা	বেসরকারি সংস্থা
কে	এলজিআই এবং জাতীয় পর্যায়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত যথাযথ প্রতিষ্ঠান	দাতাদের দ্বারা উৎসাহিত এনজিওসমূহ।	শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ, ল্যাট্রিন উৎপাদনকারীগণ
কোথায়	সকল পর্যায়ে	সকল পর্যায়ে	সকল পর্যায়ে
কেন	যেহেতু সরকারি এবং উন্নয়ন সেক্টরগুলো সংখ্যালঘুদের অন্তর্ভুক্তিকরণকে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করতে কাজ করে। উভয় প্রতিষ্ঠানের উচিত হলো অন্তর্ভুক্তিকরণ, জাতিগত সমতার উপর বার্তা প্রেরণ শক্তিশালী করা এবং সমান কর্মের সুযোগ-সুবিধাসমূহ ত্বরান্বিত করার আলোচনাসমূহ করার জন্য স্যানিটেশনকে সংখ্যালঘুদের অন্তর্ভুক্তিকরণের প্রবেশ পথ হিসেবে বিবেচনা করা।		সংখ্যালঘু গোষ্ঠীগুলো অন্যদের মতোই সম্ভাব্য ক্রেতা। এই গোষ্ঠীগুলোকে টার্গেট করার মাধ্যমে মুনাফা লাভ করার জন্যে বেসরকারি সেক্টরের কর্মীরা অভিমুখী হয়।
কিভাবে	১. সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে স্যানিটেশন উদ্যোক্তা অথবা পরিবর্তনকারী হিসেবে তাদের সক্ষমতা তৈরি করার জন্য সহায়তা প্রদান করা। ২. জাতিগত সমতার বার্তাগুলো সচেতনতা বৃদ্ধির উপকরণ হিসেবে গ্রহণ করা, যেখানে স্যানিটেশনের তথ্য উপকরণে সংখ্যালঘুদের ব্যাপক উপস্থিতি অন্তর্ভুক্ত হবে।	১. গ্রাহক পর্যায়ে পণ্য সরবরাহ করার জন্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যকার ব্যক্তিদের তৈরি করা এবং তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ব্যবসা এবং উৎপাদন দক্ষতা বৃদ্ধি প্রোগ্রামের মাধ্যমে তাদের সহায়তা প্রদান করা। ২. নির্দিষ্ট সংখ্যালঘু গ্রুপকে নির্দিষ্টভাবে পয়ঃবর্জ্য খালিকরণের কাজে নিয়োজিত করার ক্ষেত্রে এনজিওদের নিরুৎসাহিত করা উচিত।	১. নেতৃত্বদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর উচিত দেশের সকল ধরনের জনপ্রতিনিধিদের মিডিয়ার মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারণায় অংশগ্রহণ করানো। ২. ল্যাট্রিন উৎপাদনকারীদের উচিত চাহিদা সৃষ্টিতে অন্যদের মতো সংখ্যালঘু গোষ্ঠীকে টার্গেট করা এবং সংখ্যালঘু গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে মার্কেটিং কার্যক্রম বৃদ্ধি করা।

ব্যবহারের সুযোগ পাওয়া এবং জীবনধারাঃ

	সরকারি সংস্থা	উন্নয়ন সংস্থা	বেসরকারি সংস্থা
কে	সংশ্লিষ্ট সমাজ উন্নয়ন অধিদপ্তর এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ	এনজিও প্রতিনিধি নিয়ে কাজ করে এমন প্রতিষ্ঠানসমূহ	নেতৃত্বদানকারী ফার্ম, ল্যাট্রিন নির্মাতাগণ।
কোথায়	সকল পর্যায়ে	সকল পর্যায়ে	সকল পর্যায়ে
কেন	প্রচলিত ব্যবসায়িক পদ্ধতিতে, বিশেষ প্রয়োজনসম্পন্ন লোকজনকে সেবা পৌঁছানো অনেক কঠিন, কিন্তু সেখানে কিছু সুযোগও রয়েছে। যদি ব্যবসা ভালোভাবে চলে, তাহলে স্থানীয় উদ্যোক্তারা এই সমস্ত ক্রেতাকে কম গুরুত্ব দেয়। এটি ঘটে কারণ বাজার এখনও বর্তমানে নবীন অবস্থায় রয়েছে। অভিজ্ঞ উদ্যোক্তারা তাদের সেবা এই সমস্ত ক্রেতা গ্রুপের কাছে পৌঁছাতে পারে। কিন্তু বিস্তারিতভাবে বলতে গেলে সরকারি এবং উন্নয়ন সেক্টরগুলোই মূলত টয়লেট ব্যবহারের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত।		নেতৃত্বদানকারী ফার্মের জন্য পণ্যের ব্যবহারের যোগ্যতার মার্কেট বৃদ্ধি করা, ল্যাট্রিনের উপাদানের মার্কেট বৃদ্ধি করার চেয়ে খুবই ছোট হবে। যাহোক, যদি একটি ফার্ম একটি পণ্য এভাবে ডিজাইন করে যে, কম খরচে তৈরি করা যায় এবং প্রতিষ্ঠিত সাপ্লাই চেইনের সরবরাহ ধারার মাধ্যমে বিতরণ করতে সক্ষম, তাহলে কার্যক্রমটি ব্যবহার উপযোগী হতে পারে। এটি ফার্মগুলোর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। ল্যাট্রিন নির্মাতাদের ক্ষেত্রে, বিভিন্ন ক্রেতাদের মধ্যে ব্যবহার যোগ্যতা বৃদ্ধি করা অধিক মুনাফা অর্জন করার সুযোগ। ল্যাট্রিন নির্মাতারা একে তাদের জন্য সুযোগ হিসেবে বিবেচনা করতে পারে, যদি মার্কেটে তাদের পণ্য বিদ্যমান থাকে।
কিভাবে	১. প্রতিবন্ধী লোকদের জন্য ব্যাপক উন্নয়ন প্যাকেজের মধ্যে উন্নত স্যানিটেশনের সুযোগ অন্তর্ভুক্ত করা। ২. বিভিন্ন ধরনের অপশনের তথ্যগুলো শেয়ার করা যাতে ঐ অপশনের ব্যবহার এবং আর্থিক সাহায্য বাড়ে। ৩. যাদের জন্য বিশেষ ধরনের কিছু প্রয়োজন তাদের ল্যাট্রিন নির্মাতাদের সঙ্গে সংযুক্ত করে দেয়া।	১. বিভিন্ন ধরনের অপশনের তথ্যগুলো শেয়ার করা যাতে ঐ অপশনের ব্যবহার এবং আর্থিক সাহায্য বাড়ে। ২. যে সমস্ত এনজিওর প্রতিবন্ধীদের সঙ্গে কাজের অভিজ্ঞতা আছে তারা ল্যাট্রিন নির্মাতাদের সঙ্গে তথ্যগুলো শেয়ার করতে পারে, যাতে তারা প্রতিবন্ধীদের ব্যবহার উপযোগী খুব ভালো ডিজাইন তৈরি করতে পারে। ৩. যে সব প্রতিষ্ঠান প্রতিবন্ধী নিয়ে কাজ করে তারা প্রতিবন্ধী লোকদের ল্যাট্রিন নির্মাতাদের সঙ্গে যুক্ত করতে পারে, যাতে তারা এই সমস্ত বিষয় ব্যবহার উপযোগী করার ক্ষেত্রে বিবেচনা করতে পারে।	১. ল্যাট্রিন নির্মাতারা তাদের পণ্যের মধ্যে প্রতিবন্ধী লোকদের ব্যবহার উপযোগী পণ্য স্থানীয় উপকরণ ব্যবহার করে প্রস্তুত করতে পারে। ২. নেতৃত্বস্থানীয় ফার্মগুলো বড় পরিসরে প্রস্তুত করার জন্য ব্যবসায়িক সুযোগ-সুবিধা নির্ধারণের গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে।

ল্যাট্রিন/ শৌচাগারের প্রযুক্তি, উপাদান যন্ত্র এবং রক্ষণাবেক্ষণের বিভিন্ন বিষয়ে ভূগোল বিদ্যার প্রযুক্তিগত বিস্তারিত বিবরণীর জন্য সংযুক্ত প্রযুক্তি নির্বাচন গাইড দেখা যেতে পারে।

"জাতীয় স্যানিটেশন মার্কেটিং নির্দেশিকা"র আরও তথ্যের জন্য অনুগ্রহপূর্বক যোগাযোগ করুন:

পলিসি সাপোর্ট অধিশাখা (পিএসবি)
স্থানীয় সরকার বিভাগ
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (নিচ তলা)
১৪, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী স্মরণী,
কাকরাইল, ঢাকা
টেলিফোন: +৮৮০ ০২ ৯৩৫৩৭২২
ইমেইল: info@psb.gov.bd
ওয়েব: www.psb.gov.bd

জাতিসংঘ শিশু তহবিল
বাংলাদেশ
বি এস এল অফিস কমপ্লেক্স
১ মিন্টো রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন: +৮৮০২ ৫৫৬৬ ৮০৮৮
ইমেইল:infobangladesh@unicef.org
ওয়েব: www.unicef.org.bd